নিবাতকবচ বধ

বাঙ্গালা মহাকাব্য

—SOS—

শ্রী মহেশচন্দ্র শর্ম্ম প্রণীত।

কলিকাতা।

অপর সরকিউলার রোড,

৫৮। ৫ সঙ্খ্যক ভবনে

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

ইং ১৮৪৭ সালের ২০আইনের ৫ ধারার নিয়মানুসারে

রেজিষ্টরী হইল।

ইং ১৮৬৯। জুলাই। বঙ্গাব্দাঃ ১২৭৬। শ্রাবণ।

শকাব্দাঃ ১৭৯১।

মূল্য—১।০

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে আমি এই কাব্যখানি প্রণয়ন করিলাম, যদিও ইহার ভ ষা সংস্কৃত নহে বটে, তথাপি ঐ লক্ষণের লক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ প্রায়ই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচবধ পর্ব্ব ইহার মূল, কিন্তু উক্ত পর্ব্বে বর্ণিত উর্ব্বশীর শাপাংশটি ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ উহা এই কাব্যের অঙ্গী-বীররসের বিরোধী; সহৃদয়গণের প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা শঙ্কায় দোষ পরিহার এবং গুণ সংগ্রহে আমি বিস্তর যত্ন করিয়াছি, বিশেষতঃ পঞ্চম সর্গে কতকগুলি শব্দালঙ্কার এবং দশম, একাদশ সর্গে অর্থালঙ্কার গুলির প্রস্তুতের সহিত সঙ্গত রূপে বিনিবেশ করাতে যত দূর পরিশ্রম হইয়াছে প্রত্যাশা করি না, যে তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব।

এই কাব্যের নায়ক প্রতিনায়কাদি প্রাচীন বলিয়া প্রাচীন রীত্যনুসারেই নীতি আচার ব্যবহার বেশ প্রভৃতি বর্ণিত হইল।

স্থানে স্থানে অনেক গুলি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা সহজেই ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য ও অর্থ বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু সাধারণের ঝটিতি তদর্থ বোধ হওয়া কঠিন, এই হেতু প্রত্যেক পৃষ্ঠে পংক্তির সঙ্খ্যানুসারে নীচে তৎ তৎ শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, মৎসর ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া সহৃদয় মহাত্মারা আদ্যন্ত পাঠ পূর্ব্বক ইহার গুণ দোষ বিচার করেন ইতি—

শকাব্দাঃ ১৭৯১। শ্রী মহেশ চন্দ্র শর্ম্মা
আষাঢ়ের ত্রিংশত্তম দিন। দিনাজপুর,

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হেন	যেন	১৮	৬
৪	৫	৪৬	১৯
৩১	১৩	৪৬	২১
খুনী	খুনী	৫৩	৩
২	১২	৫৮	২০
করি	কবি	৯০	১৩
ক্রুরের	ক্রূরের	৯৫	৫
শত্রু	শত্রু	৯৫	১৪
যুদ্ধে	যুদ্ধে	১০০	৮
যানে	যানে	১০০	৯
যশ	যশ	১০০	১২
যেমন	যেমন	১০৫	৯
যে	যে	১০৮	৯
অর্জ্জুন	অর্জ্জুন	১১৯	১৪
নিষ্ঠুর,	,নিষ্ঠুর	১২০	১৫
মাষা	মায়া	১৫৯	১২
সজে	সহজে	১৬২	১
উশনারও	উশনারো	১৬২	১১
নিশাকর	নিশাচর	১৬৬	২
কোথায় না কি	কোথাও না কি?	২৩৬	২

দুর্জ্জন ও সুজন।

—০০০—
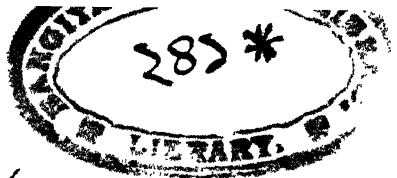
পিশুন জনেরে ভয় নাহি হয় কার,
গুণ পরিহরি দোষে অভিরতি যার।
উলূক সকল যথা চরে অন্ধকারে,
আলোকেতে বিলোকন করিতে না পারে॥
সূঁচের সদৃশ খল গুণ উল্লঙ্ঘিয়া,
ছিদ্র অনুসারে যায় সূত্রটি ধরিয়া।

৩। উলূক, পেচক।

৫। গুণ, দোষের বিপরীত; সূচের পক্ষে বস্ত্রের সূত্র। ছিদ্র, দোষ; সূচের পক্ষে রন্ধ্র; সূত্র, ছুতা বা উপলক্ষ; সূচের পক্ষে তন্তু। সূচ যেরূপ সীবন সময়ে পশ্চাদ্ভাগে একটি সূত্র ধরিয়া বস্ত্রের তিন চারিটী সূত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রের ভিতরে ভিতরে যায়, খলেরাও সেইরূপ উপলক্ষ বা ছুতা মাত্র পাইলেই সজ্জনের গুণ সকল ত্যাগ করিয়া দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

আপাত-মধুর মধু-সর্পির মতন,
পরিণাম-পীড়াকর খলের বচন॥
মৃদুমৃদু বোলে খল আগে মন হরে,
খেলিতে আরম্ভ করে প্রাণ নিয়া পরে।
মাংসের গন্ধেতে যেন মীনে লোভ দিয়া,
বড়িশ নিবৃত্ত হয় মরম ভেদিয়া॥
কালকূট খাইল ধূর্জ্জটি কেবা বলে,
দেখুক সে খুঁজিয়া খলের হৃদি স্থলে।
কি আশ্চর্য্য মোর কৃতি দূষিবে পিশুন,
কোন্ গন্ধে নাহি ঢাকে একাকী লশুন॥

তথাপি সুজন যদি করে আলোকন,
অবশ্য হইবে মম কৃতি অদূষণ।
নিশীথিনী যথা অন্ধকারেতে দুষিত,
শশীর আলোক মাত্রে হয় পবিত্রিত॥

১। আপাত-মধুর, আপাততঃ শুনিবা মাত্রেই অর্থাৎ প্রথমেই মিষ্ট। পরিণাম-পীড়াকর, শেষে দুঃখদায়ী। মধু-সর্পিঃ, মধুর সহিত মিশ্রিত ঘৃত। প্রসিদ্ধি আছে ঘৃত মধু মিশ্রিত হইলে বিষ হয়।

নির্ম্মল-স্বভাব মল্লী-মাল্যের মতন,
কারে নাহি হরে কীর্ত্তি-সৌরভে সুজন।
দীপতুল্য পরগুণ প্রকাশে সতত,
অনন্ধ তথাপি পর-দোষে অন্ধমত॥
সুমধুর-শাসনে সজ্জন হরে মন,
সুধাময় কর দিয়া চন্দ্রমা যেমন।
ধরিয়া সতের চিত্ত-আদর্শ-সমুখে,
এ কাব্যের গুণ দোষ নিরখিব সুখে॥
সজ্জন-সমাজে এই আমার বিনয়,
দোষ পরিহরি যেন গুণ গ্রাহ্য হয়।
কাঁটা সরাইয়া যেন পরিমল গুণে,
চতুর চয়ন করে কেতকী প্রসূনে॥

—000—

১। মল্লীমাল্য, বেলফুলের মালা। বিমল মল্লীমাল্য যেরূপ সৌরভ দ্বারা হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ করে তাহার ন্যায় সজ্জনেরা যশঃসৌরভ দ্বারা আকর্ষণ করেন।

৪। অনন্ধ, অন্ধ ভিন্ন, যে ব্যক্তি অন্ধ নয়।

৫। সুমধুর শাসন। মনোহর উপদেশ।

৭। চিত্ত-আদর্শ-সমুখে, চিত্ত স্বরূপ যে আরশী তাহার অগ্রে।

নিবাতকবচ-বধ।

—৪৪৪৪—

প্রথম সর্গ।

জয় জয় ভগবতি! ভারতি! বিমলা,
চতুর্মুখ-মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকা কোমলা।
কারুণ্য-পীযূষধারা-মসৃণ-আলোকে,
তমঃ তুমি নাশিয়া জুড়াও তিন লোকে॥
সংসারে তোমার কৃপা যদি না হইত,
নিবিড়-আঁধারে মগ্ন সকলি থাকিত।
ভাষা-রূপে তুমি যদি নাহি প্রকাশিতে,
কি করিত চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির জ্যোতিতে॥

২। চতুর্মুখ-মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকা ইত্যাদি। চতুর্মুখ, ব্রহ্মা; তাঁহার মুখস্বরূপ চন্দ্রের তুমি জ্যোৎস্না। প্রসিদ্ধি আছে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় অমৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, জ্যোৎস্না যেরূপ অমৃত-ধারা সম্পর্কে স্নিগ্ধ আলোক দ্বারা অন্ধকার নাশ করে, সুতরাং ত্রিলোকীকে সুস্থিত করে, সেইরূপ তুমিও করুণারসার্দ্র আলোকে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ কর।

৩। পীযূষ, অমৃত। মসৃণ, স্নিগ্ধ।

প্রসাদ-অমৃতে তব অভিষিক্ত যে বা,
অসামান্য কাব্য-রাজ্য তারে করে সেবা।
প্রাচীন ব্রহ্মার সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া সে জন,
নব্য ভাবে পুনঃ করে ভুবন সৃজন॥
দৃষ্ট নাহি হয় যাহা সামান্য দর্শনে,
কবিজন দেখে তাহা প্রতিভা-নয়নে।
স্বয়ম্ভূ বাল্মীকি ব্যাস আর কালিদাস,
ইষ্ট বর-আশে কেবা নহে তব দাস॥
যোগ্য পাত্র নহি বর মাগিব কেমনে,
দীনের মনের বাঞ্ছা রহিল সে মনে।
নূপুর হইয়া তবু লাগিনু চরণে,
অবশ্য হইব পাত্র ধূলি পরশনে॥

১। যে ব্যক্তি পৃথিবীর রাজা সে যেরূপ পূর্ব্বে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হয়, সেইরূপ কাব্য-রাজ্যের রাজারাও তোমার প্রসন্নতা স্বরূপ অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

৬। প্রতিভা নয়নে। নূতন নূতন উন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা কহে, তাদৃশ বুদ্ধি স্বরূপ যে দৃষ্টি তদ্দ্বারা।

৭। স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা।

৮। ইষ্ট, অভিলষিত।

সামান্য ধূলিতে অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান্,
তব পদধূলি করে দিব্য দৃষ্টি দান।
অভিষিঞ্চ জননি! কারুণ্য রস পূর,
সফল হউক মোর কামনা-অঙ্কুর॥
সময়ে কিরাতরূপী-শিবে প্রসাদিয়া,
মন্দর গিরির তটে আশ্রমে বসিয়া।
পাণ্ডব অর্জুন হর্ষ-রসে মগ্ন হিয়া,
একদা হিমাদ্রি-শোভা পিয়ে নেত্র দিয়া॥
হেন কালে বৃদ্ধমুনি-রূপে অমরেশ,
পুত্রে অনুশাসিতে আসিলা সেই দেশ।
ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যে বেশে গিয়াছিল,
সেই বেশ ধরি পুনঃ মন্দরে চলিল॥
প্রভাপুঞ্জ তাহার দেখিলে জ্ঞান হয়,
দ্বিতীয় রবির যেন ভূতলে উদয়।
পার্থের সৌভাগ্য কিম্বা বুঝি তপোরাশি,
শরীর ধরিয়া তথা দেখা দিলা আসি॥

১। চক্ষুষ্মান্, যে ব্যক্তির ভাল চক্ষুঃ আছে।

৫। কিরাত রূপী, ব্যাধ-রূপধারী।

৯। অমরেশ, ইন্দ্র, দেবরাজ।

মস্তকে পিঙ্গল জটা গৌর কলেবর,
তড়িত সহিত যেন শরদম্বুধর।
পরিধান শুক-পক্ষ-ছবি কুশ-চীর,
মৃগাঙ্কে অঙ্কিত যেন শশীর শরীর॥
তপঃক্লেশে শীর্ণ তাহে জরাজীর্ণ কায়,
পঞ্জরাস্থিগুলি একে একে গণা যায়।
কচিতে যে শুষ্ক বাঁশ তাহার সদৃশ,
গ্রন্থিসন্ধি মোটা মোটা পাবগুলি কৃশ॥
অঙ্গ ব্যাপ্ত দীর্ঘ স্থূল সবুজ শিরাতে,
পুরাতন বট যেন জড়িত জটাতে।
অনাহারে মেরুদণ্ডে উদর সংলগ্ন,
অবলগ্ন স্থান যেন জ্ঞান হয় ভগ্ন॥
ভুরু-চর্ম্মে ঢাকা আঁখি কোটরে নিমগ্ন,
অধর লঙ্ঘিয়া থুঁতি নাসিকাতে লগ্ন।
দন্ত বিনা পরস্পর লগ্ন গণ্ডদ্বয়,
ললাটে শিথিল চর্ম্মে শোভে বলিত্রয়॥

৩। শুকপক্ষ-ছবি, শুক তোতাপাখী তাহার পাখার ন্যায় কান্তিযুক্ত। কুশ-চীর, মুনিজনের কুশময় বস্ত্র।

৯। শিরা, শির, নাড়ী।

১২। অবলগ্ন স্থান, মধ্যস্থান, মাঝা।

দেহ গৌর ভুরু পাকা দাড়ী গোঁফ ধলা,
হৃদয় প্রসন্ন কোন স্থানে নাই মলা।
বয়স্-পতনে তনু কাঁপে থর থরে,
জগদালম্বন তবু যষ্টি ধরে করে॥
শ্মশ্রুতে হৃদয় ঢাকা তবু খোলা মন,
জরাতে অবশ অঙ্গ তবু বশী হন্।
ক্ষীণপ্রায় দৃষ্টি তবু দেখে অবিকল,
ভূত ভব্য বর্ত্তমান বিষয় সকল॥
সূর্য্যের আলোক যেন দীপ্তিতে ঢাকিয়া,
পদে পদে ধরা যেন পবিত্র করিয়া।
বিপ্র বেশে মহেন্দ্র আসিয়া ক্রমে ক্রমে,
উপস্থিত হয় পাণ্ডু-সুতের আশ্রমে॥
অন্যত্র আসক্ত মনে ছিল ইন্দ্রসুত,
পদশব্দ শুনিয়া চকিত হৈল দ্রুত।
দেখিয়া আগত প্রায় ব্রহ্মর্ষি-প্রবরে,
সম্ভ্রমে উঠিয়া ধীর প্রত্যুদ্গম করে॥
নির্ঝর বারিতে পাদ্য চরণে যোগায়,
পর্ণপুটে সমর্পিলা অর্ঘ্য যথান্যায়।

৬। বশী, জিতেন্দ্রিয়।

১৮। পর্ণপুটে, বৃক্ষের পত্র দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রে।

বিনয়ে বসিতে দিয়া কুশের আস্তরে,
প্রণমি কহিছে পার্থ সংপুটিত করে॥
ব্রহ্মন্! না করে বিঘ্ন যে তপের প্রতি,
নিজ পদ অযোগ্য বুঝিয়া স্বর্গপতি।
গঙ্গাস্রোতঃ সম সদা পঙ্ক প্রক্ষালন,
প্রবর্ত্ত হয় তো তব সে তপশ্চরণ॥
আলবাল-জল, ছায়া, পুষ্প, ফল দিয়া,
যাহারা করে অতিথি দ্বিজের সৎক্রিয়া।
শিষ্যের সদৃশ সে আশ্রম-তরুগণ,
চির দিন কুশলী বটে তো তপোধন ?॥
পূরিল তপস্যা সহ আজি মোর আশ,
নয়ন সফল আজি মাতৃ-গর্ব্বে বাস।

২। সংপুটিত করে, যোড় হস্তে।

৩। ব্রহ্মন্, হে বিপ্র।

৫। পঙ্ক প্রক্ষালন, গঙ্গাস্রোতঃ যেরূপ কর্দ্দম ধৌত করে এবং সর্ব্বদা বহিতে থাকে, সেইরূপ তোমার তপস্যাচরণও পাপ ধৌত করে ইত্যাদি।

৭। আলবাল-জল, বৃক্ষের মূলে জল দিবার নিমিত্ত যে বাঁধ দেওয়া যায় তাহাকে আলবাল কহে, সেই বাঁধের জল।

দেখিনু হর্ষের বুঝি সীমা-ভূমি অদ্য,
ক্ষীরোদে ভাসিনু কিম্বা স্বর্গে গেনু সদ্য ॥
হাতে কি পাইনু চান্দ অমৃত-কিরণ,
আক্রমিনু অথবা ইন্দ্রের সিংহাসন।
জানি না কি ভাগ্যে মোরে দিলেন দর্শন,
মেঘ বিনা হইল কি অমৃত-বর্ষণ ॥
কার পুণ্যগুণে কৃষ্ট হয়ে পদ-রজে,
শুচি করিলেন আসি দাসের উটজে।
সগরজে উদ্ধারিতে সাগর-গমনে,
উদ্ধারিলা গঙ্গা যথা পথেতে দুর্জ্জনে ॥
অথবা পঙ্কজ যথা লক্ষ্মীর আলয়,
স্বভাবতঃ সতের অধমে দয়া হয়।
কল্য দেখা দিলেন দয়াতে ভূতপতি,
ভৃত্য বলি স্মরিলেন আপনি সম্প্রতি ॥

৭। পুণ্যগুণে কৃষ্ট হয়ে, পুণ্য স্বরূপ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া।

৯। সগরজ, সগর রাজার সন্তান।

১৩। ভূতপতি, মহাদেব।

ইন্দ্রকীলে দিয়াছেন পূর্ব্বে উপদেশ,
সেই সে প্রসন্ন মোরে হলেন ভুতেশ।
সতের বচন পথ্য ব্যর্থ কভু নয়,
কল্পদ্রুম-কুসুম নিষ্ফল কবে হয়॥
তপস্তরু মোর এত দিনে ফলবান্,
রৌদ্র অস্ত্র দিয়াছেন রুদ্র ভগবান্।
তথাপি না হয় তৃপ্ত মোর লুব্ধ মন,
অগ্নির কি স্পৃহা কভু নিবারে ইন্ধন॥
এক্ষণে আকাঙ্ক্ষি আমি ইন্দ্রের সাক্ষাৎ,
প্রশ্রয় পাইলে ক্ষুদ্র বাড়ায় উৎপাত।
এই মাত্র যখন কহিল ধনঞ্জয়,
ছদ্ম-ইন্দ্র কহে তবে পাইয়া সময়॥
সামান্য বলিয়া বাছা নিজে মান যেই,
অসামান্য জনের লক্ষণ দেখি সেই।
গুণী জন নম্র হয় গুণের গৌরবে,
অবনমে বনস্পতি সুফল বিভবে॥

২। ভূতেশ, মহাদেব।
৩। পথ্য, হিত।
১০। প্রশ্রয়, আদর, নাই। ক্ষুদ্র, ছোট লোক।
১৫। গৌরব, ভার, গুরুতা।

রাজবংশে জনমি দুষ্কর কৈলে কাজ,
ভীত হয়েছিল তব তপে দেবরাজ।
অধিক শোভিছে তব তনু তপঃকৃশ,
শাণ দিয়া সমুৎকীর্ণ মণির সদৃশ॥
সাধু সাধু শক্তি তব অমোঘ উদ্যম,
গূঢ় তেজ ধর তুমি শমীতরু সম।
ইন্দুমৌলি প্রতিমল্ল হইল তোমার,
শুনিলে না হয় কার হৃদে চমৎকার॥
হৃদয়ে যে মূর্ত্তি চিন্তে দেবর্ষি নিকর,
প্রীতিতে তোমারে তাহা দেখাইলা হর।
এত দিন ছিলে দুঃখ-পঙ্কেতে মগন,
এবে দৈব উদ্ধারিল দিয়া আলম্বন॥
শীঘ্র হবে দৈব তব শুভতরপ্রদ,
সম্পদে সম্পদ বাড়ে বিপদে বিপদ।
ইন্দ্রের আশয় আমি জানি প্রণিধানে,
তোমারে দেখিতে ইন্দ্র আসিবে এ স্থানে॥
অবিলম্বে তোমারে লইয়া স্বর্গ পুরে,
নিযোজিবে গুরুতর সুর-কার্য্যধুরে।

৭। প্রতিমল্ল, সমকক্ষ, প্রতিযোগী।
১৮। সুরকার্য্যধুরে, দেবতাদিগের কার্য্যভারে।

গুণের প্রভাবে ভার গুণি-জনে পড়ে,
অলস বৃষের স্কন্ধে যুগ নাহি চড়ে॥

নিবাতকবচ নামে দিতিসুতগণ,
বৃন্দারক সনে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ।
অভিসন্ধি বিনা খল সাধুজনে দ্বেষে,
ক্রূর বিষধর নরে দংশে কি উদ্দেশে॥
সে দৈত্যদিগের তাপে কাঁপে যত সুর,
অমর-ভাবেও ভুঞ্জে যাতনা মৃত্যুর।
নিরানন্দ মহেন্দ্র বৈরীর অপমানে,
কৃত শত যাগ এবে বিড়ম্বনা মানে॥
অতুল ইন্দ্রত্ব পদ অমৃত সেবন,
জুড়াইতে নারে তার সন্তাপিত মন।
শচীর হাসিতে তাঁর না হয় প্রসাদ,
জ্বর-দুষ্ট মুখে কোথা লাগে মিষ্ট স্বাদ॥

২। অলস, কর্ম্মাক্ষম। যুগ, জোয়াল, জুয়া।

৪। বৃন্দারক, দেবতা।

নামে মাত্র শতকোটি ভগ্নকোটি প্রায়,
বিফল ইন্দ্রের বজ্র মুষ্টিতে লুকায়।
সম্প্রতি অমরাবতী উৎসব বিহীন,
পতি-দুঃখে সতী নারী যেমন মলিন॥
দৈত্যের দৌরাত্ম্যে এবে নন্দন কানন,
নামার্থ ত্যজিয়া শোকে মগ্ন করে মন।
সমান কোমল করে হইয়া সদয়,
শচী নিজে তুলে যার ফুল কিসলয়॥
ছিঁড়ে খুঁড়ে দুষ্টগণ হেন দেবতরু,
কুক্কুর যাইয়া যেন চাটে হব্য-চরু।
দৈত্যের প্রতাপে নাই ঐরাবতে মদ,
গ্রীষ্মে যথা রবিকরে শুকায় কুনদ॥
স্বর্গতের দুর্গতি বলিব কত আর,
দুরাত্মারা রণে দিল যমেও নিকার।

১। শতকোটি, কোটিশব্দের অর্থ ধার, যে অস্ত্রের শত দিকে ধার থাকে তাহাকে শতকোটি বলা যায়। ভগ্নকোটি, ভগ্নধার অর্থাৎ ভোঁতা।

৬। নামার্থ, নন্দন এই নামের অর্থ, আনন্দজনক।

১৩। স্বর্গত, দেবতা।

১৪। নিকার, পরাভব।

যম আর তদীয় মহিষ এক সঙ্গে,
ভঙ্গ দিল সমরে বিশাল-শৃঙ্গ ভঙ্গে ॥
ভুবন শাসন দণ্ড তাহার এক্ষণে,
অবলম্ব কেবল হয়েছে পলায়নে।
মাথা গুঁজি বরুণের পাশ, দৈত্যগলে,
পুষ্পমাল্য সদৃশ লাগিল কুতূহলে ॥
কুবেরের জয়-আশা যেন মূর্ত্তিমতী,
বিফল হয়েছে গদা বিপক্ষের প্রতি।
অরি-পরিভবে যেন শীতের অনল,
মন্দবীর্য্য এই ক্ষণে আদিত্য সকল ॥
গিরিসম অচল সে দিতিসুতগণ,
কি করিবে তারে ঊনপঞ্চাশ পবন।
সে অরি-সমুখে রৌদ্র নহে রুদ্রগণ,
সিংহেরে কি পারে কভু দৃপ্ত মৃগাদন ॥

২। বিশাল-শৃঙ্গভঙ্গে, শৃঙ্গ শব্দে প্রভুতা এবং গবাদির শৃঙ্গ, দুই বুঝায়। যমের পক্ষে তাহার উন্নত প্রভুতা, মহিষ পক্ষে তাহার বড় শৃঙ্গ।

৯। অরি-পরিভাবে, অরি অর্থাৎ নিবাতকবচগণ, তৎকর্ত্তৃক পরাভব হেতুক।

১৩। রৌদ্র, উগ্র। মৃগাদন, তরক্ষু, ব্যাঘ্র বিশেষ। দৃপ্ত, দর্পশালী।

সে বৈরী জিনিতে যত যত্ন সব বন্ধ্য,
প্রবল স্রোতের মুখে যেন সেতু-বন্ধ।
একদা সমস্ত দেবে সহে দৈত্যগণ,
শত শত সিন্ধুবেগে সাগর যেমন॥
হেন পিতৃ-বৈরী তুমি প্রতাপে নাশিবে,
এজন্য তোমারে ইন্দ্র লইবে ত্রিদিবে।
পাশুপত-অস্ত্র লাভ শুনিলে তোমার,
আসিবে দেবেন্দ্র নাহি বিলম্বিবে আর॥
উপেন্দ্রের শার্ঙ্গে আর গাণ্ডীবে তোমার,
জয়ের প্রত্যাশা ইন্দ্র রাখে বহুবার।
স্বর্গপুরে দেবরাজ যতনে তোমারে,
দৈব-অস্ত্র শিখাইবে বিবিধ প্রকারে॥
মহেন্দ্রের মন্ত্র আমি ভালমতে জানি,
জানাইতে আসিনু তোমারে স্নেহ মানি।
সহজে গুণের পক্ষপাতী সাধুজন,
নলিনে বিকাশে রবি কিসের কারণ॥

১। বন্ধ্য, নিষ্ফল।
৯। উপেন্দ্র, নারায়ণ, বিষ্ণু। শার্ঙ্গ, বিষ্ণুর ধনুঃ।
১৩। মন্ত্র, মন্ত্রণা।

আশীর্ব্বাদ করি বাপু যাও স্বর্গপুরে,
দৈত্য জিন গুহ যথা তারক-অসুরে।
সুরের অবধ্য বলি না করিহ ডর,
আকৃতি বিশেষে তুমি দৈব শক্তি ধর॥
নরলোকে কে জানে তোমার ভুজবল,
ভস্মে হেন আচ্ছাদিত রয়েছে অনল।
পিতৃ-বৈরী নিবাতকবচে বধি রণে,
জন্মাও পিতার প্রীতি শুভ্র কীর্ত্তি সনে॥
সুধর্ম্মাতে তব যশঃ কিন্নরীর মুখে,
শুনিয়া মজুক ইন্দ্র সুধাপান সুখে।
অরিবধে বাসবের সহস্র নয়ন,
হউক অরুণোদয়ে যেন পদ্মবন॥
জয় লাভে দেবের প্রসন্ন হোক মন,
অগস্ত্য-উদয়ে জল বিমল যেমন।
প্রয়োজন এ নহে কেবল দেবতার,
নিখিল লোকের ইহা মহা উপকার॥

২। গুহ, কার্ত্তিকেয়।

১৪। ভাদ্র মাসের শেষে অগস্ত্যোদয় হয়, তদবধি সলিল সকল পরিষ্কৃত হইতে থাকে "প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্ম্মহৌজস" ইতি রঘুঃ।

স্বর্গে আগে, পিতৃ-শত্রু-দানবে নাশিয়া,
স্ব-শত্রু-মানবে জিন ভূতলে আসিয়া।
পাঁচ ভাই আয়ত্ত করিয়া ভূমণ্ডল,
সাম্রাজ্য ভুঞ্জহ যেন পাঁচ আখণ্ডল॥
দৈব কষ্ট এরূপে কহিলা দেবরাজ,
সাধিতে আপন কাজ কেবা করে লাজ।
যষ্টি ধরি কষ্টে যেন তৎপরে উঠিয়া,
সান্ত্বিল প্রণত পুত্রে পৃষ্ঠে হাত দিয়া॥
স্পর্শিয়া মহেন্দ্র স্নেহে তনয়ের কায়,
চন্দ্রিকা চন্দন চন্দ্র মানে উষ্ণপ্রায়।
আলিঙ্গিয়া কপট নাকেশ গুড়াকেশে,
প্রস্থান করিল তবে ত্রিদিব উদ্দেশে॥

শুনিয়া মুনির বাণী, আপনাকে ধন্যমানি,
ইন্দ্রসুত আনন্দে ভাসিল,
অসীম আনন্দ ভর, না ধরে দেহ-ভিতর,
পুলকের ছলে উথলিল।

৩। আয়ত্ত, অধীন।
১০। চন্দ্র, এস্থানে কর্পূর।
১১। কপটনাকেশ, ছদ্মবেশধারী ইন্দ্র। গুড়াকেশ, অর্জ্জুন।

নিপুণ মনে অর্জ্জুন, কত ভাবে পুনঃ পুনঃ,
ইন্দ্রলোকে গমন-উপায়,
স্মরিয়া দ্বিজের কথা, স্বর্গে না যাইতে তথা,
হাতে হাতে স্বর্গ যেন পায়॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্রকৃতৌ নিবাতকবচবধে
মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-সাক্ষাৎকারো
নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

—০ঃঃ০—

দ্বিতীয় সর্গ।

—০০০০—

আশ্রমে বসিয়া পার্থ মুদিত-অন্তরে,
মনোরথময় কত সুধা স্বাদ করে।
হেন কালে শুভশংসী-নিমিত্ত সকল,
নূতন করিয়া পুনঃ যেন ভূমণ্ডল॥
অপরাহ্ণে প্রাদুর্ভূত হইল গিরিতে,
ফলে ফুলে তরুলতা লাগিল শোভিতে।
আকস্মিক-বরিষণে নীরজঃ ভূতল,
মার্জ্জনী-মার্জ্জিত যেন গগণ বিমল॥
পুষ্পগন্ধি সুখস্পর্শ মন্থর অনিল,
ব্যজন-মারুত তুল্য বহিতে লাগিল।
জলদ-রসিত ভ্রম জন্মাইয়া চিতে,
অদূরে লাগিল মন্দ্র-মৃদঙ্গ বাজিতে॥

১। মুদিত অন্তরে, আনন্দিত চিত্তে। মনোরথময়, স্বর্গগমনাদি কামনা স্বরূপ। শুভশংসী, মঙ্গল সূচক।

৭। আকস্মিক, অকস্মাৎ জাত। নীরজঃ, ধূলিশূন্য।

৮। মার্জ্জনী-মার্জ্জিত, ঝাঁটা দিয়া ঝাঁইট দেওয়া।

৯। মন্থর, মন্দগামী। ব্যজনমারুত, পাখার বাতাস। জলদ-রসিত, মেঘের গর্জ্জন।

বীণায় সঙ্গত মৃদু-স্বরেতে সঙ্গীত,
গুহাতে লাগিয়া প্রতি-শব্দে দ্বিগুণিত।
পূরাইয়া যেন সুধা-ধারাতে শ্রবণ,
আকর্ষিল অর্জ্জুনের চিন্তাসক্ত মন॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ চলিল সত্বরে,
অলৌকিক-গীতধ্বনি যে দিকে উচ্চরে।
ইন্দ্র আসিয়াছে যেন ইহাই বুঝিয়া,
বীরের দক্ষিণ বাহু উঠিল নাচিয়া॥
বাহুস্পন্দে ভাসি পার্থ আনন্দসাগরে,
যাইতে যাইতে পথে কত চিন্তা করে।
আশ্রমের বাহিরে যাইয়া ধনঞ্জয়,
ব্যোমতলে দেখিল বিমানচতুষ্টয়॥
অমরলক্ষণাক্রান্ত তাহে মুর্ত্তি চারি,
দুই পাশে চামর ঢুলায় দিব্য নারী।
সমুখে অপ্সরোগণ গাইছে সুস্বরে,
বিদ্যাধর মধুর মৃদঙ্গ-বাদ্য করে॥
অর্জ্জুন, অদ্ভুতপ্রায় সকলি হেরিয়া,
নিষ্পন্দে স্থাণুর সম রহে দাঁড়াইয়া।

১৮। স্থাণু, নিশ্চল পদার্থ, স্তম্ভ।

বিস্মিত দেখিয়া পার্থে ধনদ আপনি,
পরিচয় দিতে কাছে আসিল তখনি॥
ইন্দ্রাদেশে বিরত হইল বাদ্য গীত,
মেঘ-গরজনে যেন পিকের কূজিত।
হাস্য ছলে সুধারসে যেন ডুবাইয়া,
অর্জ্জুনে ধনদ কহে স্নেহ প্রকাশিয়া॥
নিজগুণে বদ্ধ করি চারি লোকপালে,
আনিয়াছ পার্থ তুমি ভূমি-চক্রবালে।
এই দেখ পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল করিয়া,
মর্ত্ত্যে আসিয়াছে ইন্দ্র তোমার লাগিয়া॥
তনয়-স্নেহেতে যাঁর সহস্র নয়ন,
তোমার বদন পানে ধায় অনুক্ষণ।
সৌরভ লোভেতে যেন হইয়া আকুল,
প্রফুল্ল পঙ্কজে যায় মধুকর-কুল॥
যুধিষ্ঠির যাঁর পুত্র সেই ধর্ম্মরাজ,
দক্ষিণ দিকেতে এই করিছে বিরাজ।

৮। ভূমি-চক্রবাল, ভূমি-মণ্ডল।

রিপু-প্রাণ-পিপাসু পাণিতে যাঁর পাশ,
পশ্চিমে প্রচেতা এই পাইছে প্রকাশ॥
এইমাত্র কহিয়া কুবের ক্ষান্ত হয়,
অনুমানে ধনদে চিনিলা ধনঞ্জয়।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবেরে যথাক্রমে,
ভক্তিভাবে সব্যসাচী ভূমিতে প্রণমে॥
নেত্রে ঝরে আনন্দাশ্রু, অঞ্জলি বান্ধিয়া,
মহেন্দ্রের করে স্তুতি বীরেন্দ্র উঠিয়া।
আজি মোর কত ভাগ্য বলা নাহি যায়,
মানব হইয়া দেব! দেখিনু তোমায়॥
দীন যদি নিধি পায় কত হর্ষ তার,
না দেখি আমার অদ্য আনন্দের পার।
শত শত বাজপেয় করি আচরণ,
অনুগ্রহ বাঞ্ছে যার রাজ-ঋষিগণ॥

১। রিপু-প্রাণ-পিপাসু। প্রসিদ্ধি আছে সর্পগণ বায়ু আহার করে, বরুণের নাগপাশ শত্রুদের প্রাণ বায়ু পানে সতৃষ্ণ। প্রচেতা, বরুণ।

১৩। বাজপেয়, যাগ বিশেষ।

উপধান তুল্য যার ভুজের আশ্রয়ে,
নিদ্রা যায় স্বর্গ-লক্ষ্মী সতত নির্ভয়ে।
যাহার প্রতাপে স্বর্গে দুঃখনিশা নাই,
সুরবধূ-মুখপদ্ম প্রফুল্ল সদাই॥
দৈত্য-বন্দী-বাষ্পজলে অবিরত যার,
প্রতিদিন প্রক্ষালিত হয় কারাগার।
হেন দেব তুমি নিজে প্রসন্ন আমারে,
ধরিলাম বামন হইয়া চন্দ্রমারে॥
রাজাদের রাজা তুমি নেতাদের নেতা,
ঈশ্বরের ঈশ তুমি জেতাদের জেতা।
কালে কালে তুমি যদি না কর বর্ষণ,
কি সাধ্য বিষ্ণুর, করে ভুবন পালন॥
ইন্দ্রতা তোমার, যাগ করি শতবার,
সহস্র যাগের ফল দিতে তুমি পার।
মোর কি শকতি কহি মহিমা তোমার,
ভেলার সাহায্যে কেবা তরে পারাবার॥

১। উপধান, বালিশ।

৩। দুঃখনিশা, দুঃখরূপ রাত্রি।

৫। দৈত্যবন্দী, দানবের মধ্যে যাহারা বন্দিয়ান।

৯। নেতা, নায়ক।

গিরিশের অনুগ্রহে তোমার কৃপায়,
কুবের বরুণ যম প্রসন্ন আমায়।
বিনা তপস্যায় আমি লোকপালগণে,
হেরিনু কি ভাগ্য-বলে সামান্য নয়নে॥
অদ্য মোর মনস্কাম সিদ্ধপ্রায় মানি,
অদ্যই হইল মোর শত্রুকুল হানি।

এইরূপ স্তুতি করি পার্থ মৌনে রহে,
দক্ষিণ হইতে তারে যমরাজ কহে॥

আপনা না জানি পার্থ! কেন ভাব আন,
দেবতা হইতে তব অধিক সম্মান।
মর্ত্ত্য-লোকে তুমি যেন আছ ঘুমাইয়া,
একবার নাহি দেখ আপনা স্মরিয়া॥
তুমি আর বাসুদেব এই দুই জন,
পুরাতন ঋষি ছিলে নর নারায়ণ।
ব্রহ্মার আদেশে বাছা গিয়া ভূমিতলে,
সাধিতে দেবের কার্য্য মর্ত্ত্য হৈলে ছলে॥
পরোপকারের জন্যে জনম যাহার,
নীচতাও উচ্চ ভাব প্রকাশে তাহার।

১১। মর্ত্ত্য, মনুষ্য।

প্রসাদিলে উগ্র তপ করিয়া ঈশানে,
লোকপালগণ নিজে তুষ্ট তোমা পানে ॥
স্বভাবতঃ ভাস্কর প্রকাশে জলজাত,
সহজেই সুজনের গুণে পক্ষপাত।
অসুরাংশে জাত যত রাজা ক্ষিতিতলে,
পতঙ্গ হইবে সবে তব বীর্য্যানলে ॥
পিতা ভাস্করের অংশে জাত দৈত্যগণ,
নিবাতকবচে তুমি করিবে দমন।
বুঝিয়া তোমারে অস্ত্র দিলেন শঙ্কর,
অর্ক যেন শশধরে দেয় নিজকর ॥
ত্রিলোকীর নিয়মন যেন মূর্ত্তিমান্
নিজ দণ্ড তোমারে করিব আমি দান।
এই দণ্ড সদা তব হইবে সহায়,
অনলের সহকারী হয় যথা বায় ॥

এইরূপ কহি পার্থে সন্তুষ্ট অন্তরে,
দণ্ড অস্ত্র যমরাজ দিলা তার করে।

৩। জলজাত, পদ্ম।

৭। মহাভারতে আছে—নিবাতকবচেরা সূর্য্যের অংশে জাত।

১১। নিয়মন, শাসন।

মোক্ষ বিনিবর্ত্তনের ক্রম সহকারে,
মন্ত্র অধ্যয়ন পরে করাইলা তারে ॥

তৎপরে অপর দিকে থাকিয়া বরুণ,
কহিতে লাগিল পাশ-অস্ত্রের যে গুণ।
দারুণ বারুণ পাশ খ্যাত অস্ত্র মম,
সহিতে না পারে ইহা আপনিই যম ॥
তারকাসুরের যুদ্ধে এই অস্ত্রে আমি,
করিয়াছি কত দৈত্যে যমদ্বার-গামী।
মন্ত্রসহ অস্ত্র লহ পবিত্র মানসে,
ত্রিভুবন করিতে পারিবে নিজ বশে ॥
ঈদৃশ কহিয়া পার্থে পাশ অস্ত্র দিয়া,
বরুণ বিরত হয় মন্ত্র অধ্যাপিয়া।

উত্তর হইতে তবে কহিল ধনেশ,
তব গুণে প্রীতি মোর হয়েছে বিশেষ ॥
এই লহ ধনঞ্জয়! তোমারে দিলাম,
দুর্ব্বার কৌবের অস্ত্র অন্তর্ধান নাম।

১। মোক্ষ বিনিবর্ত্তন, প্রয়োগ এবং প্রতিসংহার।

৫। বারুণ, বরুণ যাহার অধিদেবতা।

১৬। কৌবের, কুবের যাহার অধিদেবতা।

তুমি মাত্র যোগ্য পাত্র এ অস্ত্র যুড়িতে,
বিপ্র বিনা বেদ যথা না পারে পড়িতে॥
জয় লভিয়াছে হর এই অস্ত্র দিয়া,
ত্রিপুর অসুরে পূর্ব্বে সমরে মারিয়া।
কুবের কহিয়া হেন অস্ত্র তারে দিল,
শ্রবণ-কুহরে ধনুর্ব্বেদ শুনাইল॥

পূর্ব্বদিক হৈতে তবে কার্য্যসিদ্ধি হেতু,
শুভাশিবে অর্জ্জুনে সান্ত্বিয়া শতক্রতু।
সহস্র লোচনে পুনঃ পুন নেহালিয়া,
কহিতে লাগিল যেন পুষ্প বরিষিয়া॥

বৎস! তব গুণগ্রাম শুনিয়া বহুধা,
কি বলিব নাই মোর সুধাতেও ক্ষুধা।
বলের উপমা তব বল কোথা দিব,
প্রতিমল্ল মল্ল যার হইলেন শিব॥
ফলাশনে জলাশনে পরে অনশনে,
মুনিকে জিনিলে তুমি তপ আচরণে।
আপনিই খাণ্ডব-দহন-যুদ্ধকালে,
তোমার প্রতাপ আমি জানি ভালে ভালে॥

১৪। প্রতিমল্ল মল্ল, সমকক্ষ মাল।

পূরিল তোমার যশে অশেষ ভুবন,
পারিজাত-গন্ধে যথা নন্দন কানন।
শঙ্কর শমন পাশ-পাণি যক্ষেশ্বর,
তোমাকে দিলেন নিজ নিজ অস্ত্রবর॥
হর-কর-স্পর্শে তীর্থ-সেবা ফলে আর,
দেব হইতেও আত্মা পবিত্র তোমার।
পঙ্কে মাখা মণি যেন সলিল ক্ষালনে,
মর্ত্ত্যদেহ তব শুচি হইল এক্ষণে॥
আমার আদেশ-ক্রমে মাতলি তোমায়,
লইয়া যাইবে স্বর্গ-পুরীতে ত্বরায়।
সশরীরে দেবলোকে গিয়া কুতূহলে,
অস্ত্রবিদ্যা শিখি পুন আসিবে ভূতলে॥
অবিশ্রান্ত বৈরি-নারী-নয়নের নীরে,
অপমান-পঙ্ক তব ধুইবে অচিরে।
সত্য বটে ধর্ম্ম-অনুরোধে বারম্বার,
সহিয়াছ কৌরবদিগের অপকার॥
লৌহ-শৃঙ্খলেতে বদ্ধ সিংহ যে প্রকার,
কি করিবে শৃগালের সহে তিরস্কার।

৩। পাশ-পাণি, পাশ অস্ত্র যাহার হস্তে থাকে অর্থাৎ বরুণ। যক্ষেশ্বর, যক্ষদিগের স্বামী অর্থাৎ কুবের।

তথাপি ধর্ম্মেতে থাক কিছু দিন আর,
ধর্ম্মই করিবে তব বৈরিপ্রতিকার॥
এই রূপে পুরন্দর সান্ত্বিয়া তাহারে,
অন্তর্হিত হয় লোকপাল-সহকারে।
ভাবিতে লাগিল তবে পার্থ অনুক্ষণ,
মাতলি আসিয়া স্বর্গে লইবে কখন॥
ইহাই বুঝিয়া যেন কাল সংক্ষেপিতে,
লম্বিত হইল রবি চরম গিরিতে।
স্বচক্ষে দেখিয়া যেন ফাল্গুনির গুণ,
অনুরাগে পরিপূর্ণ হইল অরুণ॥
পার্থের হৃদয় আর পরিণত দিন,
হইল দুয়ের তাপ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ॥
পাণ্ডু-তনয়ের মনোরথের সোসর,
মরত ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠে রবিকর॥
অস্ত না যাইতে সূর্য্য বিরহ শঙ্কায়,
হইল নলিন-বন সঙ্কুচিত-কায়।

৮। চরম গিরি, অস্তাচল।
১০। অরুণ, সূর্য্য। অনুরাগ, স্নেহবিশেষ অথচ রক্তিমা।
১১। পরিণত, শেষাবস্থা প্রাপ্ত।

বিপদ পড়িলে কার সহ্য নাহি হয়,
প্রবলা বিপদ-শঙ্কা কভু সহ্য নয়॥
নলিন ছাড়িয়া ভৃঙ্গ অন্য দিকে যায়,
সম্পদে সুহৃদ্ জুটে বিপদে পলায়।
তেজস্বীও চিরসুখী না হয় কখন,
এই জানাইয়া যেন ডুবিল তপন॥
মুহূর্ত্ত রবির সঙ্গে সন্ধ্যার সঙ্গম,
রবি বিনা তবু সন্ধ্যা থাকিতে অক্ষম।
ক্ষণমাত্র যদি হয় মহতের সঙ্গ,
তথাপি দুঃসহ তার সহবাস-ভঙ্গ॥
গিরিরাজ-শিরে তবু লগ্ন রবিকর,
শোভিতে লাগিল রত্ন-মুকুট সোসর।
এখনো দিঙ্মুখে নাই তিমির-সঞ্চার,
চখাচখী তথাপি দেখিছে অন্ধকার॥
বিরহিয়া চক্রযুগ ভিন্ন ভিন্ন পারে,
সুতর নদীও সুদুস্তর জ্ঞান করে।

১৫। বিরহিয়া, পরস্পর বিশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া।

১৬। সুতর, যে নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়, ক্ষুদ্রনদী। সুদুস্তর যাহা অতিকষ্টে পার হওয়া যায় অর্থাৎ বৃহৎ।

তমোভয়ে বুঝি দিগ্‌-বনিতা সকল,
হিমছলে বর্ষিতে লাগিল অশ্রুজল ॥
বনে বনে ফুলগন্ধ হরিয়া হরিয়া,
হিমে আর্দ্র, তবু চক্রবাকে তাপ দিয়া।
বন্ধু সম অর্জ্জুনে করিয়া আলিঙ্গন,
বহিতে লাগিল মন্দ দিনান্ত-পবন ॥
রবির শোকেতে যেন হইয়া আকুল,
কলরবে কান্দিয়া কান্দিয়া পাখিকুল।
দেখিতেই বুঝি অবনত দিনকরে,
উড়িয়া বসিল উচ্চ শাখীর শিখরে ॥
সান্ধ্যমেঘে সংক্রান্ত হইয়া করজাল,
উজ্জ্বল করিল ধরা পুনঃ ক্ষণকাল।
পল্বল হইতে বন্য বরাহ উঠিয়া,
পঙ্কলিপ্ত শরীরে আন্ধার বাড়াইয়া ॥
নিশামুখে ইতস্তত চরে অতিশয়,
মলিনের সঙ্গে মিলে মলিন যে হয়।

১১। সান্ধ্য-মেঘে ইত্যাদি। যেরূপ আরশীতে সূর্য্যের তেজ সংক্রান্ত হইয়া গৃহাদির মধ্যেও যায়, ঐরূপ অস্ত পর্ব্বতে ব্যবহিত সূর্য্যের তেজ মেঘে সংক্রান্ত হইয়া পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিয়াছিল।

উটজের প্রাঙ্গনে শুইল মৃগগণ,
অগ্নিহোত্র-ধূমশিখা ধাইল গগণ ॥
দীপকলী, আশ্রমে আশ্রমে আলো করে,
জ্ঞানরত্ন জ্বলে যেন সতের অন্তরে।
হোমবেলা দেখিয়া অর্জ্জুন ব্যগ্রচিতে,
আশ্রমে পশিল সান্ধ্য-বিধি আচরিতে॥
বিধিমতে মহামতি সন্ধ্যা উপাসিয়া
বসিল নির্ব্বৃত মনে হোম সমাপিয়া।
ক্রমে ক্রমে ভুবন-মণ্ডল আঁধারেতে,
ব্যাপিল প্রলয়ে যথা সাগর-নীরেতে॥
নিবিড় হইল যেন বন উপবন,
কাজলে চিত্রিত যেন হইল গগণ।
সূর্য্য নাই চন্দ্র নাই কে করে বারণ,
অন্ধকার আক্রমিল অশেষ ভুবন॥
নির্ম্মল বস্তুও ধ্বান্তে দেখায় মলিন,
অসতের সঙ্গে কেবা নহে মানহীন।

১। উটজ, মুনিদিগের পর্ণশালা। প্রাঙ্গন, উঠান আঙ্গিনা।

২। অগ্নিহোত্র, অগ্নিতে আহুতি দান।

গগণে হইল ক্রমে তারার উদয়,
না থাকিলে মহৎ ক্ষুদ্রই বড় হয়॥
একে একে উঠিল নক্ষত্র তারা যত,
চারি দিকে ব্যোমতল শোভা পায় কত।
চন্দ্রের ভাবী-উদয়ে উৎসুক হইয়া,
নিশা-বধূ দিল বুঝি খই ছড়াইয়া॥
অন্ধিত জগতে যেন সান্ত্বনা করিতে,
কর বাড়াইল চন্দ্র পূর্ব্বাদ্রি হইতে।
তিমির ঘোমটা যেন টানিয়া স্বকরে,
চুম্বে পূর্ব্বদিক্-মুখ চন্দ্রমা আদরে॥
পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকর পশ্চিমেতে তম,
শোভিতেছে যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।
দেখিতে দেখিতে চন্দ্র উঠিল আকাশে,
বিলম্ব না হয় তেজস্বীর পরকাশে॥
লোহিত সুধাংশু-বিম্ব ইন্দ্র-দিক-মুখে,
কুঙ্কুম-তিলক যেন শোভে বধূ-মুখে।

৭। অন্ধিত, অন্ধ ভূত।

৮। কর, কিরণ অথচ হস্ত।

১৫। বিম্ব, মণ্ডল। ইন্দ্র-দিক, পূর্ব্বদিক।

শোভিল সুধাংশু-করে শোধিত গগণ,
সম্মার্জ্জনী দিয়া যেন মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ ॥
হাসিতে লাগিল যেন দিগঙ্গনাগণ,
ক্ষীরোদের জলে বুঝি মজিল ভুবন।
আন্ধার চোরের মত সঙ্কুচিত-কায়,
রাজভয়ে গর্ত্ত গুল্ম আড়ালে লুকায় ॥
চন্দ্রকর স্পর্শেতে জাগিয়া কুমুদ্বতী,
বিকাসের ছলে ধরে পুলক সম্প্রতি।
রাত্রেও কুমুদ-গন্ধে ঘুরে অলিচয়,
কখন নির্ব্বৃত নহে লুব্ধ যে বা হয় ॥
চন্দ্রভয়ে লুকাইয়া গুহায় গুহায়,
এখনো রয়েছে তম সহা নাহি যায়।
ইহাই কি বুঝি ক্রোধে জ্বলিয়া নিতান্ত,
ওষধি নাশিল যত গহ্বরের ধ্বান্ত ॥

২। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

৫। আন্ধার চোরের মত ইত্যাদি। চোরেরা যেরূপ রাজার ভয়ে শরীর সঙ্কোচ করিয়া গর্ত্তাদি মধ্যে লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ অন্ধকার রাজভয়ে অর্থাৎ চন্দ্রের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গর্ত্তাদি মধ্যে থাকিল, অন্যত্র অন্ধকার নষ্ট হইল, এই তাৎপর্য্য।

শিখরে শিখরে যত চন্দ্রকান্ত মণি,
পাইয়া চন্দ্রিকা-সঙ্গ ঘামিল অমনি।
ইন্দুমণি দ্রুত জলে নির্ঝরের জল,
পড়িতে লাগিল যেন হইয়া প্রবল॥

চরাচর সব, হইয়া নীরব,
তপস্যা আচরে যেন,
নির্ঝর কেবল, করে কল কল,
শুনা যায় দুণা হেন।
ইন্দ্রের তনয়, শয়ন সময়,
বুঝিয়া মুদিত মনে,
ফল আর বারি, উপযোগ করি,
শুইল কুশ-শয়নে॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে লোকপালাস্ত্রদানং নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

—০০০০—

৮। দুণা দ্বিগুণ।

১১। উপযোগ, আহার।

তৃতীয় সর্গ।

—০০০—

অচিরে ত্রিযামা, যেন একযামা,
কাটাইল ধনঞ্জয়,
সুখের সময়, শীঘ্র পায় ক্ষয়,
দুঃখকাল দীর্ঘ হয়।
বিরল বিরল, তিমির কুন্তল,
ধরি রাত্রি পরিণত,
নক্ষত্র নয়ন, করি নিমীলন,
লোকান্তরে হয় গত॥

১। ত্রিযামা, তিন প্রহর যুক্তা, অর্থাৎ রাত্রি। একযামা, এক প্রহর যুক্তা।

৫। বিরল ইত্যাদি। কুন্তল, চুল। পরিণত, শেষাবস্থা প্রাপ্ত। যেরূপ কোন স্ত্রী বৃদ্ধা হইলে মস্তকের চুল উঠিয়া যায় এবং অবিলম্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গে বা নরকে গত হয়, তাহার ন্যায়, রাত্রিও লোকান্তরে অর্থাৎ যে প্রদেশে সূর্য্যের অস্ত হইতেছে সেই ভুবনে গত হইল।

নিশা-উপরম, দেখিয়া চরম-
গিরিপৃষ্ঠে নিশাকর,
পড়ি শোকে হয়, মলিন হৃদয়,
পরিপাণ্ডু কলেবর।
কালরাত্রি সম, রাত্রির বিগম,
দেখিয়া চখার সনে,
নদী উত্তরিয়া, মিলিল আসিয়া,
চক্রবাকী হৃষ্ট মনে॥
ক্রমে পূর্ব্বদিক, শোভিল অধিক,
অরুণ কিরণ জালে,
কুঙ্কুমে চর্চ্চিতা, যেমন বনিতা,
প্রিয়-সমাগম কালে।
অধিক করিয়া, তিমির খাইয়া,
সারা নিশি দীপগণ,
যেন মসী ছলে, তাহাই দুর্ব্বলে,
উগারিছে এই ক্ষণ॥

১। উপরম, বিরতি অথচ মরণ। চরম গিরি, অস্তাচল।

৪। পরিপাণ্ডু, অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ ফেকাসিয়া।

প্রিয়-দূতী সম, ঊষার সঙ্গম,
পাইয়া কমলিনীর,
উল্লসিত হয়, হৃদ্ কুশেশয়,
হরিষে যেন অধীর।
বিরহ মলিন, দশায় নলিন,
কুমুদেরে সমর্পিয়া,
কুমুদের প্রীতি-সম্পদ, সম্প্রতি,
লইল যেন কাড়িয়া॥
ফুটিছে নলিন, কুমুদ মলিন,
নিশাকর হীনছবি,
ওষধি প্রশান্ত, জ্বলে রবিকান্ত,
উদয় পাইল রবি।
পেঁচা মজে দুখে, চখা মহাসুখে,
চাটু করে রমণীর,
বিচিত্র এমতি, সময়ের গতি,
কারো দশা নহে স্থির॥

২। কমলিনী, পদ্মযুক্তা সরসী।
৩। হৃদ্-কুশেশয়, কমলিনীর হৃদয় স্বরূপ পদ্ম।
১০। হীনছবি, হতশ্রী।
১১। প্রশান্ত, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত।

পদ্মবন গন্ধ, আঘ্রাইয়া অন্ধ,
হইল ভ্রমরকুল,
এক পদ্মে যায়, পুন অন্যে ধায়,
পুন হয় সমাকুল।
শাদ্বল ভূতলে, নলিনীর দলে,
হিমবিন্দু শোভা পায়,
ত্যজি নভস্থল, নক্ষত্র মণ্ডল,
পড়িল বুঝি ধরায়॥
মধুর কোমল, পদ্মপরিমল,
উপহার যেন দিয়া,
বিরহে তাপিত, চক্রবাকচিত,
শীত স্পর্শে জুড়াইয়া।
শিথিল কুসুমে, ঝড়াইয়া ভূমে,
নিমজ্জিয়া নদী-নীরে,
অমৃতের প্রায়, প্রভাতিয়া বায়,
বহিতে লাগিল ধীরে॥
উষাকাল লক্ষি, দাত্যূহক পক্ষী,
সরিতের তীরে থাকি,

১৭। লক্ষি, লক্ষ করিয়া অর্থাৎ দেখিয়া।
দাত্যূহক, ডাক পাখী।

প্রহরীর সম, রাত্রির বিগম,
নিবেদিল যেন ডাকি।
মুদিত হৃদয়, পাখি সমুদয়,
মধুর স্বরে গাইয়া,
বৈতালিক যথা, উঠাইল তথা,
অর্জ্জুনেরে জাগাইয়া॥
উঠিয়া পাণ্ডব, সমাপিয়া সব,
প্রাতর্বিধি বিধিমত,
হর্ষরসে ভাসে, ইন্দ্র-রথ আশে,
ভাবিতে লাগিল কত।
দেখিতে দেখিতে, নভে আচম্বিতে,
দেখা গেল ইন্দ্র-রথ,
সুকৃতের বলে, অবিলম্বে ফলে,
সুকৃতীর মনোরথ॥
অম্বর মণ্ডল, দীপ্তিতে উজ্জ্বল,
করিল উলকা সম,
জলদ পথেতে, নামিয়া ক্রমেতে,
নিবারিল মনোভ্রম।

১৮। মনোভ্রম, অর্থাৎ উল্কার ভ্রান্তি।

মেঘ প্রতিক্ষণে, লাগিছে স্যন্দনে,
ভ্রাম হয় যেন তাতে,
পাখা বিস্তারিয়া, মৈনাক উড়িয়া,
দেখিতে আইসে তাতে ॥
নিমিষে আসিয়া, গভীর ঘোষিয়া,
প্রতিধ্বনিয়া গহ্বর,
আশ্রম নিকটে, ভূধরের তটে,
উপস্থিত রথবর।
নেত্র মনোহর, পরম সুন্দর,
সূর্য্য সম দীপ্তিমান্,
নাই উপমান, সুবর্ণ নির্ম্মাণ,
মায়াময় দিব্য যান ॥
মেরুশৃঙ্গসম, শৃঙ্গ তুঙ্গতম,
চুম্বিছে অম্বুদমালা,
নানা মণিময়, শোভে স্তম্ভচয়,
চারি পাশেতে উজালা।

২। তাতে, তাহাতে, সেই কারণে।
৪। তাতে, পিতাকে অর্থাৎ হিমালয়কে।
৬। প্রতিধ্বনিয়া, প্রতিধ্বনিত বা প্রতিশব্দিত করিয়া।
১৩। তুঙ্গতম, সকল হইতে উচ্চ, অতিশয় উচ্চ।

গবাক্ষ সকল, করে ঝলমল,
মুকুতামণি রচিত,
মৌক্তিক-বদন, চৌদিকে কাঞ্চন-
কিঙ্কিণী জাল, লম্বিত ॥
শোভে মধ্যভাগে, হীরা পদ্মরাগে,
সুসজ্জিত চন্দ্রশালা,
মন যেন মজে, বৈজয়ন্ত ধ্বজে,
দেখিলে পতাকা মালা।
ঘণ্টাতে শোভিত, রতনে ভূষিত,
অদ্ভুতরূপ স্যন্দন,
রতন কিরণে, যেন ক্ষণে ক্ষণে,
প্রতিহানে দরশন ॥

৩। কাঞ্চন-কিঙ্কিনী জাল, সুবর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্রঘন্টিকা অর্থাৎ ঘুঙ্গুর সকল, তাহাই মৌক্তিক-বদন অর্থাৎ ঘুঙ্গুরের মুখে মুক্তা গাঁথা আছে।

৬। চন্দ্রশালা, রথের সর্ব্বোপরি যে চূড়া থাকে তাহার নাম চন্দ্রশালা, দেবচূড়া।

১২। প্রতিহানে, প্রতিঘাত করে।

কোন কোন স্থলে, শুভ্র মণি জ্বলে,
তাহে যেন হাস্য করে,
কোথাও পাটল, পদ্মরাগোপল,
নেত্র সম শোভা ধরে।
কোন অঙ্গগত, মণি মরকত,
চুরি করে বুঝি মন,
গৌরীর গণ্ডেতে, তমাল দলেতে,
পত্র-রচনা যেমন॥
রথের উপর, সাজে বহুতর,
নানাবিধ অস্ত্রগণ,
গদা নাগপাশ, অসি দিব্য প্রাশ,
অশনি অরি-ভীষণ।
বহে সেই যান, পুরুষ প্রমাণ,
হাজার দশ তুরঙ্গ,
সূক্ষ্ম রোমে ব্যাপ্ত, স্নিগ্ধে যেন লিপ্ত,
নিতান্ত মসৃণ অঙ্গ॥

৩। পদ্মরাগোপল, পদ্মরাগ মণি।

১৫। স্নিগ্ধ, রোকন, রঙ্গতৈল। মসৃণ, চিক্‌চিক্ করে। অর্থাৎ যে সকল ঘোড়ার গা অতিশয় চিকচিকা ও সূক্ষ্মরোমে ব্যাপ্ত, বোধ হয় যেন রোকন দেওয়া।

দেহ নহে কৃশ, নহে স্থূল ভৃশ,
কুঁদে যেন উল্লিখিত,
কান্ধের উপর, যুগ গুরুতর,
তবু উচ্চশিরে স্থিত ।
রজ্জুর আকর্ষে, মুখ গল স্পর্শে,
তবু যেতে চায় আগে,
দেহে যেন বল, না ধরে, ভূতল
খুঁড়িছে খুরাগ্র ভাগে ॥
পুচ্ছ ঝাড়া দিয়া, হেষিত করিয়া,
নাসিকায় শব্দ ছলে,
নিয়মিত গুণ, বুঝি পুনঃ পুন,
শিথিল করিতে বলে ।
শিখীর যেমন,* বিচিত্র বরণ,
তেমনি কান্তি রুচিরা ।
নানা বিভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
মস্তকে জ্বলিছে হীরা ॥

---

২ । উল্লিখিত, কাটা ।

৩ । যুগ, যোআল ।

৪ । রজ্জু, লাগাম ।

১১ । নিয়মিত গুণ, যে লাগাম টানিয়া ধরা হইয়াছে ।

৩১ * । শিখী, ময়ূর ।

কণ্ঠে হিরণ্ময়, কিঙ্কিণী প্রচয়,
মধুর মধুর বাজে,
উচ্চৈঃশ্রবা সম, কর্ণ উচ্চতম,
ধবল চামরে সাজে।
ললাট উপর, যেন স্মরহর,
চান্দ ধরে মনোরম,
দিব্য প্রভাবেতে, গগণ পথেতে,
উড়ে গরুড়ের সম॥
জলধির মত, করে অবিরত,
ফেনপুঞ্জ উদ্বমন,
পবনের আগে, যায় অনুরাগে,
বেগেতে যেমন মন।
বিমান দেখিয়া, বিস্ময় মানিয়া,
পার্থ যেন হতজ্ঞান,
বিতর্কিছে চিতে, পুন ধরণিতে,
আসিল কি মরুত্মান্॥

—ঃঃঃ—

৬। চান্দ, চন্দ্রাকৃতি ধবল রোমরাজি বা, চিত।
১৬। মরুত্মান্, ইন্দ্র।

হেনকালে ভূমে দ্রুত, নামিল মাতলি সূত,
দৈবশক্তি বলে, রথ সেই স্থলে,
রহিল তুরঙ্গ যুত।
কৌন্তেয়ের কাছে গিয়া, যন্তা কহে সম্ভাষিয়া,
মাতলি আমার নাম মঘবার
আচরি সারথ্য ক্রিয়া॥
পাণ্ডব তব আশ্রমে, আনিয়াছি রথোত্তমে,
অমর-পুরীতে, তোমারে লইতে
বাসবের আজ্ঞাক্রমে।
অপেক্ষা করিছে তব, মুখ দেখা মহোৎসব,
নক্ষত্রে বেষ্টিত, চন্দ্র সম স্থিত,
অমর মাঝে বাসব॥
সজ্জিত হয়ে সত্বর, রথে আরোহণ কর,
ত্রিদশ-নগরে, গিয়া পুরন্দরে,
দেখ ওহে বীরবর।
শুনি কহে ধনঞ্জয়, ধন্য হৈনু মহাশয়,
দেবের কৃপায়, উচ্চ ভাব পায়,
অধমও যদি হয়॥

৪। যন্তা, সারথি।
৫। মঘবা, ইন্দ্র।

মাল্যসম ইন্দ্রাদেশে, ধরিলাম শিরোদেশে,
আগে রথে চড়ি, ধর অশ্ব দড়ী,
আরোহিব আমি শেষে।
পার্থের বাণী শুনিয়া, বিমানেতে আরোহিয়া,
মাতলি সুধীর, অশ্বগণে স্থির,
করিল রশ্মি ধরিয়া॥

ঐন্দ্রি আনন্দিত হিয়া, গঙ্গাতে অবগাহিয়া,
জপ্য মন্ত্র জপিলা বিধানে,
পরে জলাঞ্জলি দিয়া, পিতৃলোকে সন্তর্পিয়া,
সন্তর্পিলি অগ্নিতে গীর্ব্বাণে।
লইল বিশিখ ধনু, ইরম্মদ শক্রধনু,
বর্ষা জলধর যেন ধরে,
যাইয়া রথের পাশে, প্রমদ-গদ্গদ ভাষে,
আমন্ত্রিতে লাগিল মন্দরে॥

৭। ঐন্দ্রি, ইন্দ্রের পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।
১০। গীর্ব্বাণ, দেবতা।
১১। ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি। শক্রধনু ইন্দ্রের ধনু, অর্থাৎ রামধনুক।

স্বর্গের সোপান তুমি,* মুনিজন-বাসভূমি
উপকার যেন মূর্ত্তিমান্,
উন্নতি শুদ্ধ গৌরব, উপযুক্ত গুণ তব,
বিধি বুঝি বুঝি কৈল দান।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ, তব শৃঙ্গে লক্ষ লক্ষ,
পরম সুখেতে সদা রয়,
কল্পতরু স্কন্ধোপরি, যেমন কুলায় করি,
থাকে নানাবিধ পক্ষিচয়॥
সাগর মন্থনে আগে, বদ্ধ হয়ে মহানাগে,
সহিয়াছ কষ্ট বহুতর,
সুধা দিয়া সেই ঋণে, চিরদিন সুরগণে,
বদ্ধ করিয়াছ গিরিবর।
অতি সুখে তব অঙ্কে, ছিলাম আমি নিঃশঙ্কে,
জনকের কোলে শিশু যথা,
তোমার লতা-ভবনে, বাস যবে পড়ে মনে,
ভুলি আমি প্রাসাদেরো কথা॥
মথন সময়ে তব, অঙ্গে লগ্ন সুধাদ্রব,
ঝরে বুঝি নির্ঝরাম্বু ছলে,

৯। মহানাগ, বাসুকি।

খাইয়াছি মধুসম, রসে পূর্ণ স্বাদুতম,
তব তরুফল কুতূহলে।
কাচের তুল্য বিমল, তোমার নদীর জল,
শুচি করিয়াছে মোর কায়,
রম্য তব সানুদেশ, হরিয়াছে ক্লান্তিক্লেশ,
সুশীতল তরুর ছায়ায়॥
আকাঙ্ক্ষিয়া পরসাদ, সেবয়ে তোমার পাদ,
শৈলরাজ যত স্বর্গকামী,
প্রসন্ন হও আমারে, মন্দর এই তোমারে,
আমন্ত্রিয়া স্বর্গে যাই আমি।
হেন কহি ধনঞ্জয়, যেমন বিরত হয়,
অমনি মন্দর শৈলপতি,
প্রতিশব্দ ছলে পার্থে, বুঝি স্বর্গ গমনার্থে,
গুহামুখে দিলা অনুমতি॥

এইরূপে বাসবনন্দন, মন্দরে করিয়া আমন্ত্রণ,
রথ প্রদক্ষিণ করি, আরোহিলা তদুপরি,
গিরিশৃঙ্গে কেশরী যেমন।

চন্দ্রশালে বৈদুর্য্য বেদিতে, পরার্দ্ধ্য আসনে হৃষ্টচিতে
বসিয়া পার্থ সুমতি, মাতলি সূতের প্রতি,
আজ্ঞা দিলা রথ চালাইতে ॥
সূতবর লাগাম ছাড়িয়া, আঘাত করিল কশা দিয়া,
পূর্ব্ব অঙ্গ সঙ্কোচিয়া, উন্মুখে পুচ্ছ ঝাড়িয়া,
অশ্বগণ উঠিল উড়িয়া।
হিমালয় হইতে সত্বরে, দিব্যযান উঠিল অম্বরে,
দিনের মুখে যেমন, সূর্য্যের উঠে স্যন্দন,
উদয় হইতে বেগভরে ॥
তীর তারা সমীরণ মন, জিনিয়া সে রথের গমন,
অচলভাবে তথাপি, পার্থ রহে রথ চাপি,
দেখি কহে মাতলি তখন।
অপূর্ব্ব তোমার বীর্য্যসার, এরূপ না দেখি আমি আর
এ রথ চলনে বীর! রহিলে হইয়া স্থির,
অনায়াসে গিরি যে প্রকার ॥

১। বৈদূর্য্য বেদিতে, বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত বেদিতে, পরার্দ্ধ্য, প্রধান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৯। উদয়, উদয় পর্ব্বত।

১১। অচলভাবে, স্থিরভাবে।

চিরদিন দেখিয়াছি আমি, এ যান হইলে বেগগামী,
ধীরে চালাইতে কয়, সঘনে কম্পিত হয়,
খুনী ধরিয়াও দেবস্বামী।
ইন্দ্র হইতেও অতিশয়, গুরু তুমি দেখ মহাশয়,
ইন্দ্রে নিয়া যথা ধায়, সেরূপ নিয়া তোমায়,
ধাইতে না পারে অশ্বচয়॥
তবু দেখ জ্ঞান হয় মনে, দ্রুত বেগে অশ্বের চলনে,
রথের চাকার মত, যেন দিক-চক্র যত,
ঘুরিতেছে জলদের সনে।
নিম্ন দিকে হের মহাবল, পড়ে যেন অধোতে ভূতল,
ক্ষণে বুঝি গ্রাম নদী, পর্ব্বত কানন আদি,
একরূপ হইল সকল॥
গগণ লঙ্ঘিয়া দিব্য যান, এই আক্রমিল জ্যোতিঃস্থান,
দিগদন্তীর মদযুত, স্বর্ণদী তরঙ্গে পূত,
মৃদু মৃদু পড়ে পবমান।
এই দেখ লোক সমুদয়, দেব ঋষি গণের আলয়,
এখানে না তপে রবি, চন্দ্র নাহি দেয় ছবি,
পুণ্যেতে আপনি প্রভাময়॥

১৬। লোক, ভুবন, জগৎ।

দ্বীপতুল্য ভুবন এসব, কামচর অতুল বিভব,
দূরতাতে ক্ষিতিতল, হইতে এই সকল,
তারারূপে হয় অনুভব।

নাইশীত নাইগ্রীষ্মক্লেশ, নাইক্রোধলোভহিংসাদ্বেষ,
নাই জরা দৈন্য ক্লম, মুনির মানস সম,
সর্ব্বদা প্রশান্ত এই দেশ॥

অন্ধকার হইতে যেমন, আলোতে প্রফুল্ল হয় মন,
ভূমিতল তেয়াগিয়া, এখানে আসিয়া হিয়া,
হরষিল মোদের তেমন।

এস্থান হইতে ইন্দ্রালয়, ঐ দেখ অদূরে দৃষ্ট হয়,
বপ্রের মধ্য হইতে, তোমারে যেন দেখিতে,
শির উঠাইছে সৌধচয়॥

দেখ যেন চপল গতিতে, তনয় বলিয়া কোলে নিতে,
নিজেই অমরাবতী, সোহাগে তোমার প্রতি,
আসিতেছে হেন লয় চিতে।

পবনে কম্পিত পতাকায়, হর্ম্ম্যগণ অলঙ্কৃত-কায়,
জ্ঞান হয় ঊর্দ্ধকরে, আদরে আহ্বান করে,
দ্রুততর যাইতে তোমায়॥

১। কামচর, প্রভুর ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করে।

মুকুতার তোরণমালায়, নিকটে গোপুরশোভাপায়,
তোমার শুভাগমনে, আনন্দ-মগন মনে,
দেখ বুঝি হাসিতেছে তায়।
দেবনদী অমরাবতীর, দেখ যেন পরিখা গভীর,
তরঙ্গ-ভঙ্গীর ছলে, হাত তুলি কলকলে,
তোমারে ডাকিছে যেন ধীর! ॥
ঐরাবত গজ গোপুর-পাশে,
দেখ রজত-গিরি সম পরকাশে।
যেন উপায় চতুষ্টয় বদনে,
ধরিছে চারি বৃহত্তর রদনে ॥
মদজল ধারা ঝরিছে করটে,
নির্ঝর বারি যথা গিরি-অতটে।

১। গোপুর, পুরের দ্বার।
৭। গোপুর-পাশে, গোপুর পুরদ্বার, তাহার পার্শ্বে। পজ্ঝটিকাছন্দঃ।
৮। পরকাশে, প্রকাশ পায়।
১০। রদন, দন্ত; চারিটি মূর্ত্তিমান্ উপায়ের ন্যায় চারিটি দন্ত ধারণ করিতেছে। ভেদ দণ্ড সাম দান এই চারি উপায়।
১১। করটে, গণ্ডেতে।
১২। গিরি-অতটে, পর্ব্বতের ভৃগুতে।

মধুকর মণ্ডল পড়ি অভ্যর্ণে,
চামর-শোভা ধরিছে কর্ণে ॥
দেহে বমথু দিয়া বহু বারে,
আপন বীর্য্য নিদাঘ নিবারে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া মীলিত নয়নে,
মদকল-ভাব প্রকটে সঘনে॥
সাগর মথিয়া পূর্ব্বে যতনে,
লভিল পুরন্দর এ গজ-রতনে।
জহ্নুসুতার মহীতল গমনে,
এ গজ ভেদিল হিমগিরি রদনে ॥

এরূপে সুত-দর্শিত, স্বর্গলোকে লোকাতীত,
বিবিধ পদার্থ পার্থ, দেখিয়া দেখিয়া,

১। অভ্যর্ণে নিকটে, অর্থাৎ গণ্ডের নিকটে।

৩। বমথু, হস্তীর শুণ্ড দিয়া যে জল বাহির হয় তাহাকে বমথু কহে, তদ্দ্বারা আপনার তেজ জন্য যে গ্রীষ্ম অর্থাৎ উষ্ণতা তাহা নিবারণ করে।

৫। মীলিত নয়নে, মুদ্রিত লোচনে।

৬। মদকল-ভাব, মদোৎকটত্ব। প্রকটে, প্রকাশ করে, ব্যক্ত করে।

রথের সবেগ চারে, অমরাবতীর দ্বারে,
নিমিষের মধ্যে যেন উত্তরিল গিয়া।
দেবতার মুখে তথা, নিজগুণ-স্তুতি-কথা,
আশীর্ব্বাদ সহকারে, পুনঃ পুন শুনি,
দুন্দুভি শঙ্খ নাদিত, সিদ্ধস্থানে উপস্থিত,
হইয়া মান্ধাতা সম, শোভিল ফাল্গুনি ॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে ইন্দ্রলোকাভিগমনং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—০৪৪৪০—

১। সবেগ চারে, বেগযুক্ত গমনে।

চতুর্থ সর্গ।

—৪৩০৪—

মুকুটালঙ্কার যেন হেমাদ্রির শিরে,
দেখিলা পাণ্ডুতনয় অমর নগর।
বেষ্টিত অরুণবর্ণ সুবর্ণ-প্রাচীরে,
পরিবেশ-মণ্ডলে যেমন দিনকর॥
চতুর্মুখ যেন চারি দিকে চারি দ্বারে,
জ্ঞানির সদৃশ বহু-সংপথ আশ্রিত।
স্ফটিক রচিত রথ্যা-পথের দুধারে,
সারি সারি অট্টালক শোভিছে উচ্ছ্রিত॥
হিমপাত ভয়ে বুঝি স্বস্থান ত্যজিয়া,
আসিয়াছে হিমাচল-শ্রেণী স্বর্গ পুরে।
দ্বারে দ্বারে সে পুরীরে আয়ুধ ধরিয়া,
সিংহ যেন গিরিগুহা রক্ষা করে সুরে॥

৪। পরিবেশ-মণ্ডল, কখন কখন সূর্য্যের নিকটে যে গোল রেখা দেখা যায় তাহাকে পরিবেশ কহে।

৬। বহু সংপথ আশ্রিত, জ্ঞানী যেরূপ পারলৌকিক সদুপায় আশ্রয় করে, পুরীও সেইরূপ বড় বড় পথ যুক্ত।

৭। রথ্যা-পথ, রথ যাইতে পারে এইরূপ রাস্তা অর্থাৎ বড় রাস্তা।

৮। উচ্ছ্রিত, উচ্চ, উন্নত।

চিত্রময় ভিতে সৌধ-পাঁতি শোভা পায়,
মহেন্দ্র ধনুতে যথা শরদের ঘন।
গবাক্ষের ফাঁক দিয়া তাহে বাহিরায়,
বিমল মণির প্রভা তড়িত যেমন॥
মন্দুরাতে দিব্য বাজী বাঁধা শত শত,
উচ্চৈঃশ্রবা সঙ্গে বুঝি তারি গুণ ধরে।
পশুশালে বদ্ধ আছে পশু নানা মত,
শিল্পশালে বিশ্বকর্ম্মা শিল্পকর্ম্ম করে॥
চিত্রশালে দেখিল বিচিত্র চিত্রপট,
প্রাণ মাত্র নাই তার এই সে বিশেষ।
বহুতর বেশ-হর্ম্ম্য রথ্যার নিকট,
স্বর্বেশ্যাগণের বাস সেই রম্য দেশ॥
মিশ্রকেশী উর্ব্বশী ঘৃতাচী চিত্রসেনা,
পূর্ব্বচিত্তি স্বয়ম্প্রভা রম্ভা তিলোত্তমা।
গোপালী মেনকা যেন কন্দর্পের সেনা,
সহজন্যা বরূথিনী সুতনু-মধ্যমা॥

১১। বেশ-হর্ম্ম্য। বেশ, বেশ্যাদিগের আলয়। হর্ম্ম্য, কোঠা।

১৬। সুতনু-মধ্যমা, যাহাদের মধ্যদেশ অত্যন্ত সরু।

দণ্ডগৌরী কুম্ভযোনি সহা চিত্ররেখা,
প্রজাগরা হরিণী প্রভৃতি সুরাঙ্গনা।
সকলের অঙ্গে নব-যৌবনের দেখা,
জ্ঞান হয় মূর্ত্তিমতী কামের কামনা॥
তাহাদের কটাক্ষ মাত্রেতে সুরপতি,
শত অশ্বমেধ যাগ ফলবান্ মানে।
রূপমাত্র দেখিলে বিহ্বল-মতি যতি,
বিভ্রম দেখিলে আরো কি হয় কে জানে॥
হর্ম্ম্যোপরি বেণু বীণা মৃদঙ্গ মিলিত,
করিছে তাহারা নৃত্য গীত আলোচন।
অন্যের থাকুক কথা শুনিলে সে গীত,
নিজবাণে বিদ্ধ হয় আপনি মদন॥
কোন খানে দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি সমুদায়,
বেদগান স্বরে কান করিছে পবিত্র।
মন্দ্র নাদে দিক্-মুখ কোথায় পূরায়,
শঙ্খ ভেরী আদি দিব্য বিবিধ বাদিত্র॥

১৫। মন্দ্র নাদ, গম্ভীর ধ্বনি।

কুত্রাপি মল্লের সিংহ-নাদ আস্ফোটিত,
উৎসাহ জন্মায় যেন অর্জুনের মনে।
দিব্য-বধূ-চরণের মঞ্জীর-শিঞ্জিত,
মন হরে কোন স্থলে সোপানারোহণে॥
স্ফটিক বৈদূর্য্য আদি নানা মণিভব,
পতাকা-মণ্ডিত স্তম্ভ সারি সারি শোভে।
নিত্য যেন লাগা আছে তথা মহোৎসব,
কামিবত্ দিব্যনারী-উপভোগ লোভে॥
আলেপন লেপনে সুধাংশুসম-রুচি,
স্থানে স্থানে শোভে পূর্ণ মঙ্গল-কলস।
প্রতি চতুষ্পথ পার্শ্বে জলাশয় শুচি,
সুতীর্থে আশ্রিত যথা সতের মানস॥
সৌগন্ধিক কুবলয় কুমুদ পুষ্কর,
সতত ফুটিছে তাহে যেন অলঙ্কার।

১। আস্ফোটিত, বাহুর শব্দ।

৩। মঞ্জীর-শিঞ্জিত, নূপুরের ধ্বনি।

১২। সুতীর্থে আশ্রিত, পণ্ডিতের মন যেরূপ উত্তম শাস্ত্রে অর্থাৎ তাহার জ্ঞানে আশ্রিত, সেইরূপ জলাশয় উত্তম ঘাট যুক্ত।

১৩। সৌগন্ধিক, কহ্লার পুষ্প। কুবলয়, উৎপল। পুষ্কর, পদ্ম।

মধু-আশে তার পাশে আইসে ভ্রমর,
ধনীর সকাশে যথা জুটে চাটুকার ॥
কারণ্ডব চক্রবাক চক্রাঙ্গ প্রভৃতি,
নানা জলচর পক্ষী দ্বন্দ্বশঃ বিহরে।
গুণ অলঙ্কারে যেন কবিদের কৃতি,
শোভয়ে বিচিত্র পুরী সম্পদের ভরে ॥
হেরিয়া অপূর্ব্ব শোভা অমরাবতীর,
রোমাঞ্চ কঞ্চুক ধরে পাণ্ডুকুল-মণি।
বিস্মিত দেখিয়া তারে মাতলি সুধীর,
পুরীর অতুল ঋদ্ধি বর্ণায় অমনি ॥
পার্থ ! আজি প্রথমতঃ এপুরী দেখিয়া,
বিচিত্র কি জন্মিবে তোমার বিস্ময়।
চির দিন গেল মোর এখানে থাকিয়া,
অদৃষ্টপূর্ব্বের মত তবু বোধ হয় ॥

৩। কারণ্ডব, জলচর পক্ষিবিশেষ, খড়িহাঁস। চক্রাঙ্গ, হংস।

৪। দ্বন্দ্বশঃ জোড়া জোড়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ে।

১০। ঋদ্ধি, সম্পত্তি।

১৪। অদৃষ্টপূর্ব্ব, যাহা পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট হয় নাই।

কোথা বা হইতে কি বা আনি উপাদান,
সৃজিলা কোন্ বা বিধি এ অমরাবতী।
যেখানে যা লাগে তাহা সেখানে নির্ম্মাণ,
কল্পনা আপনি বুঝি হৈল মূর্ত্তিমতী॥
এই পুরে বাস আশে রাজ-ঋষিগণ,
অশ্বমেধ বাজপেয় সতত আচরে।
স্বপনেও কারো নাই দুঃখ দরশন,
অস্বপ্ন অমর-বৃন্দ হেথা বাস করে॥
মৃত্তিকা সুবর্ণময়ী অমরাবতীতে,
ইহাতে পানীয় দ্রব্য স্বাদু সুধা রস।
পুরোডাশ, সাধারণ-ভোজ্য এপুরীতে,
স্নানীয় স্বর্নদীজল জুড়ায় মানস॥
এ নগরে কল্পতরু আপনি বণিক,
ধরিয়াছে নানা দ্রব্য স্কন্ধের উপরে।
যাহা চাই তাহা পাই বাঞ্ছার অধিক,
বিনা মূল্যে অমূল্য পদার্থ দান করে॥

১। উপাদান, সমবায়ি কারণ, ইট কাঠ ইত্যাদি।

১১। পুরোডাশ, দেবতাদিগের ভোজ্য হবি-বিশেষ।

ক্ষীরোদের ফেনপুঞ্জে যেন বিরচিত,
বিশুদ্ধ প্রাসাদ সৌধ এখানে আশ্রয়।
কৃত্রিম বধূকে বুঝি মানিনী যোষিত,
কামী জন তারে যথা করে অনুনয়॥
স্ফাটিক কুট্টিমে যার ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
নিজ নয়নের প্রতিবিম্ব নিরখিয়া।
কর্ণোৎপল স্খলন আশঙ্কা করি চিতে,
লজ্জা পায় মুগ্ধ বধূ হাত বাড়াইয়া॥
দেখিয়া আপন ছায়া মণিময় ভিতে,
যেখানে মানিনী জন সপত্নীর ভ্রমে।
বিনা অপরাধে কোপে লোহিত দৃষ্টিতে,
কান্তকে মজায় বৃথা মানভঙ্গ-শ্রমে॥
অপরূপ-রূপা দেবী গন্ধর্ব্বী কিন্নরী,
বিদ্যাধরী অপ্সরা নাগরী এ নগরে।
অতনু এস্থানে বাস করে তনু ধরি,
উপবন নন্দন যৌগিক নাম ধরে॥

৫। স্ফাটিক কুট্টিম, স্ফটিকমণি-নির্ম্মিত মেঝে, স্ফটিকময় ভূতল।

১৫। অতনু, যাহার শরীর নাই, অর্থাৎ কন্দর্প।

১৬। নন্দন এই নামের অর্থ আনন্দ-জনক।

এইরূপ বলিয়া মাতলি ধীরে ধীরে,
উত্তোরণ রাজপথে রথ চালাইল।
হেন কালে পার্থেরে হেরিতে সৌধশিরে,
ঔৎসুক্যে নাগরীগণ চড়িতে লাগিল॥
রথ-ঘোষ শুনি যেন অজ্ঞান হইয়া,
কার্য্য পরিহরি সবে ধাইল ত্বরায়।
কেহ যায় হারলতা শ্রোণীতে পরিয়া,
হাতের বলয় কেহ পায়ে দিয়া ধায়॥
উত্তরীয় অধর বসন কোন বামা,
পরিবর্ত্ত করিয়া পরিয়া দ্রুত চলে।
কর্ণপূর পরিল করেতে অন্য রামা,
গ্রৈবেয়ক ধরে কেহ সীঁতিপাটিস্থলে॥

২। উত্তোরণ। তোরণ, বহির্দ্বার। উন্নত বহি-র্দ্বারযুক্ত।

৭। শ্রোণী, কটি।

৯। উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর, ওড়না। অধর বস্ত্র, যাহা পরিয়া থাকা যায়।

১১। কর্ণপূর, কাণবালা।

১২। গ্রৈবেয়ক, কণ্ঠভূষণ, চিকমালা।

বেশের থাকুক কথা আপনা ভুলিয়া,
গবাক্ষের প্রতি কেহ ধাইল প্রমদে।
কেহ যায় অৰ্দ্ধ-বদ্ধ কুন্তল ধরিয়া,
মাল্যদাম খসিতে খসিতে পদে পদে॥
একমাত্র নেত্রপদ্মে পরিয়া অঞ্জন,
কোন জন শলাকা ধরিয়া ডানি করে।
উদ্ধত গমনে খসে নীবীর বন্ধন,
তবু শূন্যমনে যেন যায় বেগভরে॥
কোন নারী অলক্তক পরিতে পরিতে,
রঞ্জিত এক চরণে চলিল ধাইয়া।
কাহারো টুটিল হার চলিতে চলিতে,
কাহারো রসনাদাম পড়িল ছিঁড়িয়া॥
চলন সম্ভ্রমে বস্ত্র লাগিয়া চরণে,
স্খলিত হইয়া কেহ হাস্যাস্পদ হয়।
নূপুর-শিঞ্জিতে আর মেখলা-নিক্কণে,
মুখর হইল যেন সৌধ সমুদয়॥

২। প্রমদ, হর্ষ।
৭। নীবী, কটির বস্ত্র।
১২। রসনা দাম, চন্দ্রহার।
১৩। চলন সম্ভ্রম, চলনের ত্বরা।

তাদের নয়নব্রজে হইয়া আকুল,
নীলোৎপল-ময় যেন গবাক্ষ শোভিল ;
কোমল কর-পল্লবে কেহ লাজ-ফুল,
পার্থোদ্দেশে কল্পলতা সদৃশ বর্ষিল ॥
দিব্য-বধূ-কর-মুক্ত লাজ বরিষণ,
মূর্ত্ত যেন শুভ পার্থ লইল আদরে।
প্রভাতে শিখর দেশে নক্ষত্র-পতন,
চরম পর্ব্বত যথা অনুভব করে ॥
অনন্তর পৌর নারী-দৃষ্টি সঙ্কারে,
পুরবীথি অতিক্রমি পাণ্ডব চলিলা ;
সপ্ত জলনিধি প্রায় সপ্ত কক্ষ্যা-পারে,
বৈজয়ন্ত ধামে ধীর ক্রমে উত্তরিলা ॥
আলম্বিয়া কুন্তীসুত মাতলির কর,
নামিল সোপান পথে বিমান হইতে।

৬। লাজ-ফুল, খই স্বরূপ পুষ্প, মঙ্গলার্থ খই ছিটান ব্যবহার-সিদ্ধ।

৬। মূর্ত্ত, মূর্ত্তিমান।

৮। চরম পর্ব্বত, অস্ত পর্ব্বত।

১০। পুরবীথি, নগরের রাস্তা।

১১। কক্ষ্যা, প্রকোষ্ঠ।

পূজিতে আসিল তারে গন্ধর্ব্ব অমর,
মণিময় অর্ঘ্যপাত্র ধরিয়া পাণিতে ॥
কল্পতরু ফল মিশ্র অর্ঘ্যে ইন্দ্রাজ্ঞায়,
প্রত্যুদ্‌গমি দেবগণ পূজিল অর্জ্জুনে।
কি ছোট কি বড় অভ্যাগতের পূজায়,
সুজনের মান বৃদ্ধি হয় বহুগুণে ॥
সপর্য্যা গ্রহণ করি চলিলা পাণ্ডব,
মাতলি-দর্শিত পুষ্প-কীর্ণ পদবীতে।
প্রবেশিলা ইন্দ্রালয়ে নিজগুণ-স্তব,
দেবর্ষিগণের মুখে শুনিতে শুনিতে ॥
অগ্রসর-বালিখিল্য-স্তুতি গান শুনি,
অম্বরে অম্বর-মণি প্রবেশে যেমন।
দেব-সভা মাঝে ইন্দ্রে দেখিলা ফাল্‌গুণি,
মুকুতা-মালাতে যথা নায়ক রতন ॥

৪। প্রত্যুদ্‌গমি, প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া। প্রত্যুদ্‌গমন, আগ বাড়াইয়া আনয়ন।

৭। সপর্য্যা, পূজা।

৮। পদবী, পথ।

৯। গুণ-স্তব, গুণের প্রশংসা।

১২। অম্বর-মণি, সূর্য্য।

১৪। নায়ক, মালার মধ্যস্থলে যে প্রধান মণি থাকে।

দীপ্তিমান্ মণিময় সিংহাসনে স্থিত,
রবিবিম্ব-মধ্যবর্ত্তী যেন নারায়ণ।
পুঞ্জীভূত যেন স্বর্গ-লক্ষ্মীর হসিত,
শিরেতে শোভিছে শুভ্র-আতপ-বারণ॥
গন্ধেতে অধিবাসিত চামর বিশদ,
ঢাকায় উভয় পার্শ্বে বিদ্যাধরী জন।
সমুখেতে হাহা হূহূ তুম্বুরু নারদ,
সাম-গাথা গান করে সুদিব্য গায়ন॥
মন্ত্র-দক্ষ ইন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত প্রায়,
দক্ষিণে অমরাচার্য্য কার্য্য দৃষ্টি করে।
সহস্র নয়ন যাহা দেখিতে না পায়,
হেন অর্থ দেখে এক প্রজ্ঞা-নেত্র বরে॥
বসিয়াছে বাসবে বেড়িয়া সারি সারি,
দিব্য বেশে দিব্যাসনে দেবতা সকল।

৪। আতপ-বারণ, ছত্র।
৫। গন্ধেতে অধিবাসিত, গন্ধদ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত।
৮। সামগাথা, সামবেদের ছন্দঃ।
৯। মন্ত্র-দক্ষ, মন্ত্রণা-কার্য্যে নিপুণ।
১২। অর্থ, পদার্থ, বিষয়।

দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি যত কহিতে না পারি,
সুমেরু গিরির পাশে যেন কুলাচল॥
সিদ্ধ সাধ্য বসু রুদ্র আদিত্য চারণ,
বিশ্বদেব দশ উন-পঞ্চাশ পবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর গণ,
অপসর গুহ্যক দেব-যোনি অগণন॥
ইক্ষ্বাকু দিলীপ মনু রাজঋষি যত,
নবগ্রহ লোকপাল অশ্বিনীকুমার।
পরিবার সহ অধিদেব শত শত,
সনৎকুমার আর কুমার উমার॥
ফুল-বাণ হাতে স্কন্ধে ফুল-শরাসন,
বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু সঙ্গে মার।
দেবতা তেত্রিশ কোটি সভার ভূষণ,
ভুবনে উপমাস্থান নাই সুধর্ম্মার॥
সভার যে স্থানে দৃষ্টি নিপতিত হয়,
বদ্ধপ্রায় চিরকাল রহে সেই স্থানে।
শোভা নিরখিয়া পার্থ মানিয়া বিস্ময়,
উপস্থিত হইলা বাসব সন্নিধানে॥

১২। মার, কন্দর্প, মদন।

প্রণাম করিতে না করিতে ধনঞ্জয়,
সহসা উঠিল ইন্দ্র আসন হইতে।
থাক থাক বলি প্রসারিয়া বাহুদ্বয়,
স্নেহ আর ঔৎসুক্যে আইলা আলিঙ্গিতে॥
যুগতুল্য বাহুযুগে পুত্রে আলিঙ্গিয়া,
হাতে ধরি নিজাসনে কাছে বসাইলা।
সমাদরে পুনঃপুন শির আঘ্রাইয়া,
স্বহস্তে সুতের মুখ মার্জ্জিতে লাগিলা॥
অনিমিষ সহস্র লোচনে পুত্রানন,
নেহালে তথাপি তৃপ্ত নহে পুরন্দর।
পড়িল পার্থের প্রতি সবার নয়ন,
রসালে বসন্তে যেন ভ্রমর নিকর॥
ক্ষণকাল সুর-সভা স্তিমিত হইয়া,
রহিল নীরবে চিত্র-লিখিতের ন্যায়।

৫। যুগ তুল্য, যোয়ালের সদৃশ।
৯। অনিমিষ সহস্র লোচন, স্বভাবতই দেবতার চক্ষুতে নিমেষ নাই।
১২। রসাল, আম্র বৃক্ষ।
১৩। স্তিমিত, নিশ্চল, স্পন্দহীন বা স্থির।

কুশল-প্রশ্নের অন্তে সময় বুঝিয়া,
আরম্ভিল সঙ্গীত অপ্সরা সমুদায় ॥

প্রবর্ত্তিল তৌর্য্যত্রিক বাজিল মৃদঙ্গ,
আনন্দে হইল সবে পুলকিত-অঙ্গ।
শুনি নব জলদের গভীর ধ্বনন,
উল্লসিতমনা হয় ময়ূর যেমন ॥
নর্ত্তকী উর্ব্বশী আদি লাগিল নাচিতে,
ক্ষীণ মাঝা ভাঙ্গে বুঝি হেন লয় চিতে।
মণি-ভূষণে ভূষিত অঙ্গের বিভ্রম,
সভ্যের হৃদয়ে দেয় তড়িতের ভ্রম ॥
চেতনা হরিয়া আগে কর-বিলসিতে,
যত্ন করে বাতাহত-পদ্মশ্রী হরিতে।

২। অপ্সরা সমুদায় যদিচ সংস্কৃতানুসারে অপ্সরঃ সমুদায় ইহাই হইতে পারে, তথাপি বঙ্গভাষায় এরূপ পদ দূষণাবহ হয় না, প্রত্যুত শুনিতে কোমল হয়। যথা ভ্রাতাগণ।

৩। প্রবর্ত্তিল, প্রবৃত্ত হইল। তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য-গীত বাদ্য।

৯। বিভ্রম, বিলাস, ললিত।

কিবা হাব কিবা ভাব কিবা পদক্ষেপ,
অন্যের কি কথা হরে মুনি-অবলেপ ॥
স্থলমধ্যে কোকনদ-বন অনায়াসে,
রচে যেন সুরঞ্জিত চরণ বিন্যাসে।
শ্রবণে অমৃত যেন ঢালিয়া প্রচুর,
পদে পদে ঝুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর ॥
সবিলাস অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যেন নিজে,
মোহনাস্ত্র সন্ধান শিখায় মনসিজে।
অঞ্জিত কটাক্ষপাতে ব্যোমে পুনঃপুন,
ইন্দীবর মালা যেন গাঁথে বিনা গুণ ॥
বাদ্য লয় সঙ্গি কিবা মধুর সঙ্গীত,
উচ্চরিল রাগগ্রাম মূর্চ্ছনা-আশ্রিত।

১। হাব, হেলা লীলাদি। ভাব, মানসিক বিকার।
২। মুনি-অবলেপ, মুনির গর্ব্ব।
৩। কোকনদ, রক্তোৎপল।
৪। সুরঞ্জিত, উত্তমরূপে আলতা দিয়া রক্তীকৃত।
১০। ইন্দীবরমালা নীলোৎপলের মালা। বিনা গুণ, সূতা ব্যতিরেকে।
১২। উচ্চরিল, উত্থিত হইল।

যেন সেই স্বরের মাধুরী শিখিবারে,
বাজিছে বিবিধ বীণা গান-অনুসারে ॥
পিকরব মিষ্ট নহে গানের সোসর,
বন-প্রিয় পাবে কোথা স্বর্গ-প্রিয় স্বর।
শুনিলে সে গীতধ্বনি জাগরিত হয়,
অমরের কি বা কথা মৃতেরো হৃচ্ছয় ॥
এইরূপে কতক্ষণ, নৃত্যগীতে তোষি মন,
পাইল অপ্সরাগণ, তাম্বূলের বীড়ী,
সমাজ ভাঙ্গিল পরে, সকলে শূন্য-অন্তরে,
স্বস্থানে প্রস্থান করে, করি ভিড়াভিড়ী।
চিত্রসেন অবশেষে, ধনঞ্জয়ে ইন্দ্রাদেশে,
লয়ে গেল রম্য দেশে, দিতে বাসস্থান,
নানাবিধ ভোগে নাকে, পরম-আনন্দে থাকে,
পার্থ করি আপনাকে, চরিতার্থ জ্ঞান ॥

ইতি শ্রী মহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে সুধর্ম্ম দর্শনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

২। বীণা, সারঙ্গি প্রভৃতি।

৬। হৃচ্ছয়, হৃদয়ে যে শুইয়া থাকে অর্থাৎ কন্দর্প।

৮। বীড়ী, প্রসাদস্বরূপ পানের খিলী, ইহা দ্বারা নৃত্যগীত বিরাম করিতে ইঙ্গিত করা হইল।

পঞ্চম সর্গ।

আয়ুধ শিক্ষার্থ পার্থ সন্তুষ্ট অন্তরে,
রহে স্বর্গস্বামি-পুরে পরম আদরে।
বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের পুত্র, চিত্রসেন,
সখা হৈল সুখ দুঃখে এক আত্মা যেন॥
কখন বয়স্য সহ লাস্য দরশন,
বিচিত্র বাদিত্র সঙ্গি সঙ্গীত শ্রবণ।
কখন হরিবে হেরে নগর-গৌরব,
আখণ্ডল-বিভব পাণ্ডব দেখে সব॥
একদা আনন্দ-মনে নন্দন-কাননে,
বিহারার্থ হরিসুত গেল সখা-সনে।

১। আয়ুধ, অস্ত্র।

২। স্বর্গস্বামি-পুর, স্বর্গস্বামী ইন্দ্র, তাঁহার নগর, অর্থাৎ অমরাবতী।

৫। বয়স্য, সখা অর্থাৎ চিত্রসেন। লাস্য, নৃত্য, নাচ।

৬। বিচিত্র বাদিত্র সঙ্গি, চমৎকার বাদ্য যুক্ত।

৮। আখণ্ডল-বিভব ইন্দ্রের সম্পত্তি।

১০। হরিসুত, ইন্দ্রের পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।

রমণীয় আরাম যথার্থ নাম ধরে,
উপমা নাই বনের ভুবন ভিতরে ॥
বৃষার বৃষের পূর যেন পরিণত,
ইন্দিরার যেন তাহা মন্দির সতত।
অন্যোন্য বৈরিতা নিবারিয়া ঋতু ছয়,
সে বন সেবিয়া আছে হইয়া অক্ষয় ॥ ছেকানুপ্রাস।
নানা-জাতি তরুলতা-বিতান সুন্দর,
কিসলয় ফল ফুল তাহাতে বিস্তর।
বিদল কুসুম গন্ধে মধুব্রত যত,
উন্মত্ত সদৃশ ভৃশ ধায় ইতস্তত ॥ শ্রুত্যনুপ্রাস।

১। যথার্থ নাম, নন্দন এই নাম যথার্থ অর্থাৎ যৌগিক, নন্দন শব্দে আনন্দজনক বুঝায়।

৩। বৃষার বৃষের পূর ইত্যাদি। বৃষা ইন্দ্র, তাঁহার (বৃষের পূর) পুণ্য সঞ্চয় যেন (পরিণত) পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া বন স্বরূপ হইয়াছে।

৪। ইন্দিরা লক্ষ্মী, তাহার যেন মন্দির অর্থাৎ সর্ব্বদাই তিনি এই বনে থাকেন।

৭। বিতান, বিস্তার।

৮। কিসলয়, পল্লব।

৯। বিদল, প্রস্ফুটিত।

১০। ভৃশ, অতিশয়।

কলরব করে অলি-কুল মদকল,
কাকলী করিছে ডালে কোকিল সকল।
অগণ্য বিহঙ্গগণ গাছে গাছে বসি,
ফাল্গুণির গুণ যেন গাইছে হরষি॥ বৃত্ত্যনুপ্রাস।
সুষমার সীমা নাই, পুষ্পহাসময়,
সদা বাস করে তথা বসন্ত সময়।
কান্তা-পদাঘাত বিনা অশোক-কলিকা,
ফুটিয়া জন্মায় মানিনীর উৎকলিকা॥
আমূলে ফুটিয়া পলাশের পুষ্পচয়,
মুনিরো করিছে যেন ধৈর্য্য-অপচয়।
বকুল ফুটিছে বিনা কান্তা-মুখাসব,
ফুল কিসলয় ভরে নম্র শাখা সব॥

১। কলরব, অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি। মদকল, মদোৎকট, মত্ত।

২। কাকলী, সূক্ষ্ম মধুর ধ্বনি।

৫। সুষমা, উত্তম শোভা। পুষ্পহাসময়, পুষ্পস্বরূপ হাস্যযুক্ত।

৮। উৎকলিকা, উৎকণ্ঠা।

৯। আমূলে, মূল পর্য্যন্ত।

১১। কান্তামুখাসব, স্ত্রীদিগের মুখ-মধু অর্থাৎ স্ত্রী সকল মধু পান করিয়া যে কুলকুচা ফেলে।

বিকসিত হয় ফুল মাধবী লতার,
ছুটিছে উন্মাদকারী পরিমল তার।
মঞ্জুল মঞ্জরী শোভে প্রতি সহকারে;
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে অলি প্রিয়া সহকারে॥
পুষ্পছলে হাসি বুঝি নবমল্লী লতা,
পবন আঘাতে যেন ধরে সলীলতা।
চাঁপাতরু অলিযুক্ত-কলিকাগুলিতে,
শোভে যেন কাজল মাখিয়া অঙ্গুলিতে॥
প্রবাসীর মুখে কালী দিতে অবমানে,
কোপে বুঝি কাঁপে হত হয়ে পবমানে।

৩। মঞ্জুল, চারু, মনোজ্ঞ। প্রতি সহকারে, প্রত্যেক আম্রবৃক্ষে।

৫। নবমল্লী লতা, সুভন বেলী বা বেল ফুলের লতা।

৬। সলীলতা ধরে, লীলা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি, তদ্যুক্ত হয়।

৯। অবমানে, অবজ্ঞা করিয়া।

১০। পবমানে বাতাসে।

কুন্দ কুরবক কর্ণিকার পুষ্পবন,
আন্দোলিয়া মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
এইরূপে মধুশোভা নয়ন হরিছে,
অন্যত্র নিদাঘ-লক্ষ্মী সুখে বিহরিছে।
গ্রীষ্মের নয়ন যেন রোষেতে পাটল,
মনস্বিনী জন হেরে বিকচ পাটল ॥
শোভিতেছে অবতংস যোগ্য যুবতীর,
প্রফুল্ল শিরীষ ফুল মনোভব-তীর।
ব্রততি দেখিয়া সায়ন্তন মল্লিকার,
সতৃষ্ণ না হয় হায় নেত্র-অলি কার ॥

১। কুরবক, ঝিন্টী। কর্ণিকার, কর্ণিআর নামে খ্যাত।

২। আন্দোলিয়া আন্দোলন করিয়া।

৪। নিদাঘ-লক্ষ্মী, গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা।

৫। পাটল, শ্বেতরক্ত বর্ণ।

৬। মনস্বিনী মানিনী। বিকচ, প্রফুল্ল। পাটল, পুষ্প বিশেষ, পারুল বা গোলাপ ফুল।

৭। অবতংস যোগ্য, কর্ণভূষণের যোগ্য।

৮। মনোভবতীর, মনোভব মদন, তাহার বাণ স্বরূপ।

৯। ব্রততি, লতা। সায়ন্তন মল্লিকা, বোধ হয় রজনীগন্ধা নামে প্রসিদ্ধ।

যশে পূর্ণ নিজে যথা তাদৃশ অর্জ্জুন,
দেখিল কুসুম-ভরে সন্নত-অর্জ্জুন।
গ্রীষ্মশ্রী তোষিল পুষ্পভূষিতা তাহারে,
বিলাসিনী অলঙ্কৃতা যথা মুক্তাহারে॥ অন্তযমক।
অন্যত্র হইতে তবে কদম্বের বায়,
বর্ষার সমৃদ্ধি যেন আসিয়া জানায়।
কৃত্রিম গিরিতে থাকি নাচিয়া নাচিয়া,
শিখিগণ আনে বুঝি বর্ষারে ডাকিয়া॥
নানারত্ন-কান্তি-মিশ্র মরকত ছটা,
শৃঙ্গে শোভে যেন সেন্দ্রধনু ঘনঘটা।
বিকসিত কদম্ব-কুসুম বনে বনে,
বিড়ম্বন করে যেন অপ্সরার স্তনে॥

১। অর্জ্জুন, পাণ্ডব।

২। অর্জ্জুন, অর্জ্জুন গাছ, ককুহা তরু।

৬। সমৃদ্ধি, সম্পদ্।

৮। শিখিগণ, ময়ূর সকল।

১০। সেন্দ্রধনু ঘন ঘটা। ইন্দ্রধনু, রামধনুক, তাহার সহিত যে মেঘ সমূহ।

ভৃঙ্গ সঙ্গি কুসুমিত কুটজ কানন,
পার্শ্বে দেখে যেন মেলি সহস্র নয়ন ।
গুঞ্জরবে কণ্টকিত কেতকীর পাশে,
মধুকর চাটু যেন করে মধু-আশে ॥
যূথিকা মালতী বুঝি কুসুম-বিকাসে,
কেতকী লম্পট মধুকরে উপহাসে।
পান্থে বুঝি সাবধান করিতে চাতক,
ডাকে বনে নিরখিয়া প্রফুল্ল কেতক ॥
প্রাবৃষের কান্তি হেরি তৃপ্তি না হইতে,
শরদ্বধূ অর্জ্জুনের পড়িল দৃষ্টিতে ।
বিকসিত কাশময় বসন পরিয়া,
সপ্তচ্ছদ ফুলে যেন ঈষদ হাসিয়া ॥
শেফালিকা উপহার ধরি ইন্দ্র-সুতে,
করিছে স্বাগত প্রশ্ন সারসের রুতে।

১। ভৃঙ্গসঙ্গি, মধুকরযুক্ত। কুটজ কানন, কুড়চীর বন।

৩। কন্টকিত, কাঁটাযুক্ত অথচ রোমাঞ্চযুক্ত।

৫। যূথিকা, জুঁই।

১২। সপ্তচ্ছদ ফুল, ছাতিম ফুল।

১৩। উপহার, উপঢৌকন।

কন্দর্প রাজার যেন অলঙ্ঘ্য শাসন,
ঘোষয়ে দূতের ন্যায় মত্ত হংসগণ ॥
বন্ধূক কুসুমে বন মদনে হৃদয়,
পদ্মের পরাগে জল রাগময় হয়।
মালতীর ফুল্ল ফুলে শোভা পায় বনী,
যৌবনের প্রাদুর্ভাবে যেমন রমণী ॥
কাশের কুসুমে শুভ্র হয় চারি দিক,
বিরহীর চিত্তে হয় মালিন্য অধিক।
কালকূটে দিগ্ধ যেন কন্দর্পের বাণ,
ভ্রমরে চুম্বিত শোভে উপবনে বাণ ॥
কানন ভূমিতে ফুটে অসনের ফুল,
মধুলোভে লগ্ন তাহে মধুকর কুল।

৩। বন্ধূক, বান্ধুলী।

৪। রাগময় রক্তবর্ণ অথচ অনুরাগযুক্ত।

৫। বনী, উপবন অর্থাৎ নন্দন বন।

৯। বাণ, অস্ত্র বিশেষ, তীর।

১০। বাণ, নীল ঝিণ্টী ফুল।

১১। অসনের ফুল, পীয়াসাল নামে বিখ্যাত বৃক্ষের ফুল, ঐ ফুল পীতবর্ণ হয়।

বামনয়নার অঙ্গে শোভয়ে যেমন,
মরকত-জড়িত সুবর্ণ বিভূষণ ॥
স্থলপদ্ম ফুল ধরি বিটপাগ্র-ভুজে,
অলিরবে সম্ভাষি শরদে যেন পূজে।
অদূরে দেখিলা পার্থ স্বন্ন'দীর জলে,
বিহরে শরদলক্ষ্মী যেন কুতূহলে ॥
কুমুদ-হসিতা ফুল্ল-কমল-বদনা,
কাশাবৃত-সুবিপুল-পুলিন-জঘনা।
হংস কারণ্ডব পাঁতি সশব্দ চঞ্চল,
তাহার স্খলিত কাঞ্চী যেন অবিকল ॥
ঊর্ম্মিতে চপল নীলোৎপল বিকসিত,
কটাক্ষ নিক্ষেপ যেন ভ্রূভঙ্গ সহিত।

১। বামনয়না, সুন্দরী স্ত্রীবিশেষ।

৩। স্থলপদ্ম, তন্নামক তরু। বিটপাগ্র-ভুজে, বিটপ, ছোট ডাল, তৎস্বরূপ যে ভুজের অগ্র অর্থাৎ হস্ত তদ্দ্বারা।

৮। কাশাবৃত-সুবিপুল-পুলিন-জঘনা। কাশ, কেশে, তাহাতে আচ্ছাদিত গুরুতর যে পুলিন বালির চড়া তাহাই জঘন স্বরূপ যার।

৯। কারণ্ডব, জলচর পক্ষি বিশেষ।

১১। ঊর্ম্মি, ঢেউ।

ভৃঙ্গের সদৃশ তথা ফাল্গুণির মন,
পরিমলে হরিল বিকচ পদ্মবন ॥
হেন কালে বিকসিত কুসুমে হাসিয়া,
পবন চলনে যেন নাচিয়া নাচিয়া।
ভৃঙ্গ-শব্দে লবঙ্গ-লতিকা পার্থে কহে,
হেমন্ত সময় ইহা শরৎকাল নহে ॥
দেখিয়া প্রিয় হেমন্তে পুষ্পোদ্গম-ভরে,
প্রিয়ঙ্গু লতিকা যেন আনন্দে শিহরে।
কানন-সীমাতে শুনি ক্রৌঞ্চের কূজন,
মান ছাড়ি প্রাণ রাখে মানবতী জন ॥
হরিয়া লবঙ্গ-গন্ধ লোধ্রের পরাগ,
মারুত না জন্মায় কার অনুরাগ।
অন্য দিকে দেখে পার্থ শিশির লক্ষণ,
ধীরে ধীরে সুশীতল বহিছে পবন ॥
শিশির-লক্ষ্মীর যেন মন্দ মন্দ স্মিত,
প্রতি বনে কুন্দপাঁতি হয় বিকসিত।

৮। প্রিয়ঙ্গু লতিকা, শ্যাম লতা।
৯। ক্রৌঞ্চ, পক্ষিবিশেষ, কূজন, তাহার শব্দ।
১১। লোধ্র, লোধ।

উপকণ্ঠে বনাবলী কুন্দমালা ধরে,
মুকুতার হার যথা বিলাসিনী পরে॥
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধে অন্ধপ্রায় অলি,
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে আসি নাহি মানে কলি।
ফুলের সৌরভে ঘ্রাণ, শোভাতে নয়ন,
অলিগানে হৃতপ্রায় পার্থের শ্রবণ॥
এরূপে কৌন্তেয় তথা রহে স্থাণু যেন,
হেন কালে তাহারে কহিছে চিত্রসেন।
এক ঋতু ছয় কালে এক কালে ছয়,
মূর্ত্তিমান্ হয়ে যেন এই বনে রয়॥
দেখ সখা, কোন ডালে রসালে মুকুল,
কোন ডালে কুঁড়ী ফল কোন ডালে ফুল।
কোন ডালে স্বর্ণবর্ণ পরিণত ফল,
মনোহর সৌরভেতে করিছে বিকল॥
স্নিগ্ধপত্র তরুলতা এরূপে সতত,
প্রসব করিয়া থাকে ফুল ফল কত।

৭। স্থাণু, স্থাবর, থুণী।
১৩। পরিণত, পক্ক।
১৫। স্নিগ্ধপত্র, চিক্‌চিকা পাতাযুক্ত।

নাম নির্দ্দেশিয়া নানাবিধ চমৎকার,
দেখাইল ইন্দ্রস্থতে বয়স্য তাহার ॥
সন্তান হরিচন্দন অমন্দ মন্দার,
কল্পতরু দেখে ধীর পারিজাত আর।
বিস্তারিয়া ফুল ফলে সৌরভ-বৈভব,
অন্য ফুলগন্ধ তারা করে অভিভব ॥
কৌরব বংশেতে পঞ্চ পাণ্ডব যেমন,
অন্যের অপেক্ষা যশ প্রকটে শোভন।
পাণ্ডবদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠির সম,
দেবতরু মাঝে কল্পবৃক্ষ শ্রেষ্ঠতম ॥
পুষ্প, হার বলয়াদি, পল্লব, বসন,
সে তরুরাজের শাখা রম্য নিকেতন ॥
কামদুঘ, তরু-রত্ন অচিন্ত্য-বিভব,
যাচকতা করে যার আপনি বাসব ॥

মনোহর বহুতর লতাঘর বনে,
দেখে ধীর কদলীর গৃহ স্থির-মনে।

৮। প্রকটে, প্রকাশ করে বা বিস্তার করে।
১৩। কামদুঘ, যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই সে দান করে।

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে মঞ্জু গুঞ্জে অলি,
পুণ্যে গম্য কাম-হর্ম্ম্য সেই রম্য স্থলী ॥
দিব্য পয় যন্ত্রালয় শৈত্যময়-স্থানে,
সখা সার্থ দেখে পার্থ চরিতার্থ জ্ঞানে।
প্রিয়াসনে হৃষ্টমনে বিহরণে রত,
হেরে দক্ষ-পার্থ যক্ষ সিদ্ধ রক্ষ শত ॥
অগণন পশুগণ সেই বন-চারী,
পক্ষিচয় সুখে রয় অতিশয় হারী।
পরস্পরে প্রেমভরে সবে চরে তথা,
নির্ব্বিশেষ সমাবেশ নাই দ্বেষ-কথা ॥
কৃষ্ণসার, তৃণাকার জটাভার হেরি,
কেশরীর শুঁকে শির তবু স্থির হরি।
শার্দ্দূলের নাহি ফের সে মৃগের শৃঙ্গে,
নিজকায় চুলকায় হর্ষ পায় রঙ্গে ॥

১। মঞ্জু গুঞ্জে, মনোহর গুন্‌গুন্ শব্দ করে।
২। কাম-হর্ম্ম্য, কন্দর্পের বালাখানা স্বরূপ।
৩। পয়-যন্ত্রালয়, ফোয়ারা যুক্ত বাড়ী। শৈত্যময়, শীতল।
৬। দক্ষ, পটু।
৮। অতিশয় হারী, অত্যন্ত মনোহারী।
১২। কেশরী, সিংহ। হরি, সিংহ।
১৩। শার্দ্দূল, বাঘ।

সিংহস্থলে কুতূহলে যদি চলে করী,
নহে হেয় পূজা দেয় আতিথেয় হরি।
মিত্র সম, ভুজঙ্গম সঙ্গে শম-রত,
শিখিবরে সমাদরে খেলা করে কত॥
বিড়ালেতে ইন্দুরেতে সৌহার্দ্দেতে রহে,
ভেক-ধ্বনি শুনি ফণী ভাই গণি সহে।
শ্যেন আর পায়রার নির্ব্বিকার চিত,
এক বাসে পাশে পাশে অনায়াসে স্থিত॥

এই রূপে দেখে পার্থ ইন্দ্রের আরাম,
অবিরাম ফল ফুলে পূর্ণ অভিরাম।
বসন্তাদি ঋতু সহ সদা যথা কাম,
চূতাঙ্কুর-শর হস্তে বিহরে প্রকাম॥

১। করী, হস্তী।
২। আতিথেয়, যে ব্যক্তি অতিথি সেবা করে।
৩। শম-রত, শান্তিতে আসক্ত।
৪। শিখিবর, ময়ূর শ্রেষ্ঠ।
৫। সৌহার্দ্দ, প্রণয়।
৭। শ্যেন, বাজপক্ষী।
৯। আরাম, উপবন।
১০। অবিরাম, সর্ব্বদা। অভিরাম, মনোহর।
১২। প্রকাম, ইচ্ছানুসারে।

নন্দন বর কাননে অনঙ্গের দাস,
সদা রঙ্গে নদে পিক গায় অলি গান।
নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা, সখেদে,
দেখে সতান নয়নে কৌরব নন্দন॥ পদ্মবন্ধ।
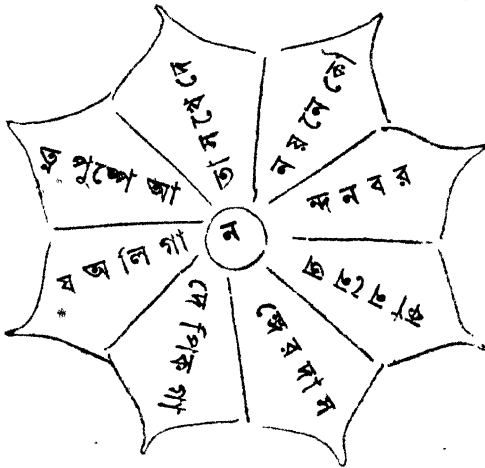
১। নন্দন বর কাননে, নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ উপবনে। অনঙ্গের দাস, কন্দর্পের দূত স্বরূপ।

২। পিক, কোকিল। নদে, শব্দ করে।

৩। নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা সখেদে (নগালি) তরু-শ্রেণী, (অযত্ন পুষ্প) যত্ন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুষ্পের ভারে, (সখেদে) খিন্ন হইয়া, (আনতা) অবনত হইয়াছে।

৪। সতান নয়নে, বিস্ময় হেতুক বিস্তার যুক্ত লোচনে। কৌরবনন্দন, কুরুবংশে জাত কৌরব, পাণ্ডু, তাহার পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।

নিত্য নিত্য পার্থ অদ্ভুত যেন,
বিবিধ পদার্থ হেরিয়া হেন।
অস্ত্র শিখে স্বর্গ-লোকে থাকিয়া,
অস্ত্র প্রতি তার রহিল হিয়া ॥
সপ্ত স্বর্গ দেখে গন্ধর্ব্ব পুর,
সমাদর করে যতেক সুর।
তবু প্রীতি নাই সে সবে তার,
চিন্তা করে মনে বৈরি-নিকার ॥
কিবা ভাল লাগে সতত যার,
মাথে রহে গুরু-কাজের ভার।
সদা অন্য মনে বিহরে পার্থ,
ধনুর্ব্বেদ চিন্তে সখার সার্থ ॥
কাব্য চিন্তা ব্যগ্র করি যেমন,
উন্মনেতে করে শয়নাশন।
ধনুর্ব্বেদে তারে করিয়া দীক্ষা,
বাসব দিলেন আয়ুধ শিক্ষা ॥
আচার্য্য মঘবা, শিষ্য অর্জ্জুন,
উপযুক্ত স্থানে পড়িল গুণ।

৯। বৈরি-নিকার, শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব

নানাবিধ অস্ত্র শিখিল বীর,
এক ধনুর্ধর হইল ধীর ॥

এই রূপে ইন্দ্র-স্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিতে,
প্রায় পাঁচ বর্ষ তার গেল স্বর্গ-পুরীতে।
অরিবধূ মুখপদ্ম ম্লান করি ত্বরিতে,
অর্জ্জুন অর্জ্জুন[৬] যশ লাগিল বিস্তারিতে ॥

ইতি শ্রী মহেশচন্দ্রকৃতৌ নিবাত-কবচ-বধে
মহাকাব্যে নন্দনাদি দর্শনং নাম

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

৬। অর্জ্জুন যশ, শুভ্র অর্থাৎ বিমল কীর্ত্তি।

অরিজয়ে করি জেদ, পার্থ শিখে ধনুর্ব্বেদ।
সুরাসুর যক্ষ নাগে, দেখি চমৎকার লাগে॥
যত অস্ত্র ইন্দ্র জানে, সব শিখে তার স্থানে।
নৈর্ঋত উরগ বসু, সিদ্ধ সাধ্য বিভাবসু॥
অনিলাদি যত আর, অস্ত্র নিল সবাকার।
বৈষ্ণব আয়ুধ সহ, শিখে অস্ত্র পৈতামহ॥
ইন্দ্র হস্তের ভিদুর, প্রসাদ লভিলা শূর।
গন্ধর্ব্ব নগরে গত, হইয়া গান্ধর্ব্ব যত॥
চিত্রসেন সন্নিধানে, শিখিল বহু সম্মানে।
শিখে তথা অবিগীত, নর্ত্তন বাদন গীত॥

৪। নৈর্ঋত, রাক্ষস। উরগ, নাগ। বসু, আট জন গণ-দেবতা। বিভাবসু, অগ্নি।

৬। বৈষ্ণব, যে অস্ত্রের অধিদেবতা বিষ্ণু। পৈতা-মহ, যে অস্ত্রের অধিদেবতা ব্রহ্মা।

৭। ভিদুর, বজ্র।

১০। অবিগীত, অনিন্দিত, সুন্দর।

সমুদায় অস্ত্র শিখি, পার্থ যেন হুত শিখী।
নিদাঘের রবি সম, হইলা অসহ্য তম॥
বিচক্ষণ হৈল সুত, দেখি প্রীত পুরুহূত।
অনন্তর দেবরাজ, সাধিতে আপন কাজ॥
এক দিন বীরবরে, ডাকাইল সমাদরে।
যত্নে করি আলিঙ্গন, শিরে চুম্বে ঘন ঘন॥
নিজপাশে বসাইয়া, পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া।
সুধামাখা মুখে হরি, সুতে কহে স্নেহ করি॥
শুন বাছা সাবধানে, গুরু কাজ গুরু স্থানে॥
পাঁচ বর্ষ অবিচ্ছেদ, পড়াইনু ধনুর্ব্বেদ॥
সহজে তোমার সার, ত্রিভুবনে অনিবার।
দৈব অস্ত্র যোগ তায়, অগ্নির সহায় বায়॥
হেন অস্ত্র লোকে নাই, তোমারে যা না জানাই।
প্রতাপে তোমার আগে, অগ্নি সূর্য্য নাহি লাগে॥
মর্ত্ত্যে হেন কেবা আছে, দাঁড়ায় তোমার কাছে।
যার জন্যে এত শ্রম, সে তোমার তৃণসম॥

১। হুত শিখী, যাহাতে ঘৃত দেওয়া গিয়াছে সেই অগ্নি।

৩। পুরুহূত, ইন্দ্র।

ভীষ্ম দ্রোণ নহে তুল্য, রাধেয়ের কত মূল্য[১]।
এক ধনুর্দ্ধর হয়ে, কেন বৃথা মজ ভয়ে॥
দক্ষিণা দিয়া এক্ষণে, প্রীত কর গুরুজনে।
নিজ কার্য্য সাধি যে বা, না দেয় গুরুর সেবা॥
ইহ কালে পরে আর, মঙ্গল না হয় তার।
আচার্য্যে যে জন তোষে, তার যশ সদা ঘোষে॥
বিদ্যার না হয় ক্ষয়, সর্ব্বত্র তাহার জয়।
বুঝিয়া দক্ষিণা দেহ, জুড়াউক মোর দেহ॥
যদি হও মনোগত, দক্ষিণা দিতে সম্মত।
প্রকাশিয়া তবে বলি, নতুবা বৃথা সকলি॥
পিতার বচন শুনি, কহিলা তারে ফাল্গুনি।
মোর সাধ্য হবে যাহা, সম্পন্ন মানুন তাহা॥
শক্তি-অনুসারে কার্য্য, সাধি দিব অবধার্য্য।
প্রাণান্তেও যদি হয়, এ ভৃত্য কাতর নয়॥
হরিষে সুতের প্রতি, পুন কহে সুরপতি।
হেন কাজ আছে কিবা, তুমি যাহা না পারিবা॥
তোমার অসাধ্য কাজ, এ কথা কহিতে লাজ।
সুরাসুর-সাধ্যাতীত, তোমার সাধ্য নিশ্চিত॥

১। রাধেয়, কর্ণ।

অশক্যে মাদৃশ জন, না দেয় ভার কখন।
যে কর্ম্মেতে দিব ভার, বিবরণ শুন তার॥
সুরাসুরে চিরদ্বেষ, খ্যাত আছে সবিশেষ।
নিবাতকবচ নাম, দুর্দ্দান্ত দনুজ-গ্রাম॥
ক্রূরের স্বভাব মন্দ, সদা তারা করে দ্বন্দ্ব।
গণনায় কোটি তিন, বিক্রমেও নহে হীন॥
জিনি মত্ত দন্তাবল, প্রত্যেকেই মহাবল॥
সমুদ্র কুক্ষি-আশ্রয়ে, তাহারা রহে নির্ভয়ে॥
স্বয়ম্ভুর তপস্যায়, হয়েছে দুঃসাধ্য প্রায়।
দেবের অবধ্য বর, দিয়াছেন প্রজেশ্বর॥
অভিমান সেই বরে, আমাকেও নাহি ডরে।
মায়াবীরা মায়া-বলে, অজেয় সমর-স্থলে॥
যেন তারা সশরীর, অপকার জগতীর।
হেন শত্রু জিনিবারে, তোমা বিনা অন্যে নারে॥
বলিয়াছে আত্মভব, তোমারি বধ্য দানব।

১। অশক্য, যে বিষয়টি শক্তির অসাধ্য।

৯। স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা।

১২। অজেয়, যাহাকে জয় বা পরাভব করিতে পারা যায় না।

১৫। আত্মভব, ব্রহ্মা।

এই হেতু গুরু ভারে, নিযোজি বাপু তোমারে॥
এ কাজ যদ্যপি সাধ, দেবগণে ঋণে বাঁধ।
দেবসেনা চতুরঙ্গে, পাঠাব তোমার সঙ্গে॥
তুমি সেনাপতি হও, দৈত্য জিনি যশ লও।
পূর্ব্ব কালে মহাসেন, তারকে জিনিল যেন॥
সহায় করি পবন, অগ্নি যথা দহে বন।
দেবতা সহায় যার, অমঙ্গল নাই তার॥

একথা শুনিয়া পুন, পিতারে কহে ফাল্গুণ।
করিব যে আজ্ঞা হয়, মোর ইহা ভাগ্যোদয়॥
প্রভু দিলে কার্য্য ভার, প্রেষ্য দয়া মানে তার।
আপনারো বৈরী রহে, এ কথা কি কানে সহে॥
কোন্ ছার দৈত্য-কুল, আপনি যাতে আকুল।
ক্ষুদ্র কাঁটা করিবরে, অথবা, উদ্বিগ্ন করে॥
যা হউক দৈত্যকুলে, বধিব আমি সমূলে।
অধিক বা কি বলিব, ফলে ভক্তি জানাইব॥
আশীর্ব্বাদ মাত্র চাই, সৈন্য সাথী চাহি নাই।
দেবসেনা-পতি হই, হেন যোগ্য আমি নই॥

১০। প্রেষ্য, ভৃত্য।

একমাত্র শক্তিধর, সেই কাজে শক্তি-ধর।
কেবল মাতলি সঙ্গে, পশিব সংগ্রাম-রঙ্গে॥
গাণ্ডীব রহিবে আর, সেই মোর সৈন্যসার।
অদ্যই যাইব আমি, আজ্ঞা দেন্ দেবস্বামী॥
দৈত্য সনে মোর রণ, দেখুক অমর গণ।
এই কথা যবে বলি, বিরমিল পার্থ বলী॥

আমনি হরিষে হরি, রোমাঞ্চ-কঞ্চুক ধরি।
দুর্দ্দান্ত দানবগণে, জিতপ্রায় করে মনে॥
মাতলিকে অনন্তর, ডাকাইলা পুরন্দর।
প্রমদ-গদ্গদ স্বরে, কহিলা তারে আদরে॥
রথ সাজাইয়া দ্রুত, আনহে মাতলি সূত।
নিবাতকবচ গণে, অর্জ্জুন জিনিবে রণে॥
তুমি তারে রথে লয়ে, যাও সাবধান হয়ে।
ভারসহ রথ যাহা, বাছিয়া লইবে তাহা॥

১। (প্রথম) শক্তিধর, কার্ত্তিকেয়। (দ্বিতীয়) শক্তিধর, যোগ্যতা বা সামর্থ্য ধারী।

১৩। ভারসহ, ভার সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ দৃঢ়তর।

রণোৎসাহী যে যে বাজী, সেই সব যুড় আজি।
তুমি মাত্র রবে সার্থে, সঙ্কটে দেখিও পার্থে॥

যে আজ্ঞা বলিয়া সূত, রথ কৈল সজ্জাযুত।
আসিয়া ইন্দ্রের স্থান, নিবেদিল সজ্জ যান॥
তনয়েরে দেবরাজ, অমনি পরায় সাজ।
পার্থের শিরেতে সাধে, আপনি মুকুট বাঁধে॥
মহার্ঘ কুণ্ডল কানে, পরাইল বহুমানে।
গণ্ডান্তে কুণ্ডল ভায়, চন্দ্রের পরিধি প্রায়॥
তনুত্রে তনু ঢাকিল, বাহুতে কেয়ূর দিল।
অঙ্গুলিতে অতি চিত্র, বান্ধি দিল অঙ্গুলিত্র॥
অজর অচ্ছেদ্য ছিলা, গাণ্ডিবে যুড়িতে দিলা।
বাসব নিজেই তারে, সাজাইল এ প্রকারে॥
স্নেহে যাহা করা যায়, সকলি সৌষ্ঠব পায়।
সমর সজ্জার পরে, নমে পার্থ পুরন্দরে॥

১। বাজী, ঘোড়া। ৭। মহার্ঘ, মহামূল্য।

৮। গণ্ডান্তে, গণ্ডের সমীপে। ভায়, শোভাপায়। পরিধি, পরিবেশ অর্থাৎ চন্দ্রের নিকটে কখন কখন যে গোল রেখা হয়।

১০। অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিতে যে কবচ পরা হয়, এই যুদ্ধসাজ প্রাচীন।

আশীঃ সহ পদধূলি, মস্তকে লইল তুলি।
পাবক-শরণে গিয়া, দেবগণে সন্তর্পিয়া॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি, চলে যেন মত্ত করী।
পৃষ্ঠে তূণ দোলায়িত, ধনু বাম হাতে স্থিত॥
খোলা অসি-লতা-পাশে, উল্লাসেই যেন হাসে।
হেন মতে পাণ্ডু-সুত, রথে আরোহিলা দ্রুত॥
বিমানে শোভিল বীর, দ্বিতীয় যেন মিহির।
মাঙ্গল্য দুন্দুভিধ্বনি, গগণ ব্যাপে অমনি॥
অশ্বগণ ধায় মদে, রথ-চক্র ধীর নদে।
অকস্মাত্ ভেরীধ্বানে, দেবেরা বিস্ময় মানে॥
যে বা যেই স্থানে ছিল, সকলে তথা আসিল।
হেরিয়া সুসজ্জ যান, সবে করে অনুমান॥
বুঝি ইন্দ্র কোন স্থলে, আপনি যুঝিতে চলে।
সন্নিধানে গিয়া শেষ, চিনিয়া পুছে বিশেষ॥
অর্জ্জুন কহ কি কাজে, কোথা যাও যুদ্ধ-সাজে।
অমর সমূহে নমি, উত্তর দিল বিক্রমী॥

---

*। পাবক-শরণ, হোমীয় অগ্নি থাকিবার গৃহ।

নিবাতকবচ গণে, জিনিতে যাইব রণে।
পিতার আদেশে আজি, দৈত্য সনে দিব আজি॥
আশিষ করুন সবে, কার্য্য সিদ্ধি মানি তবে।
কহিছে দেবতা সার্থ, সাধু সাধু সাধু পার্থ॥
ধন্য মানি পুরুহূতে, সুতী যেই তোমা-সুতে।
জয়ন্ত অপেক্ষা তুমি, ইন্দ্রের প্রণয়-ভূমি॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি, যাও বাছা জিন অরি।
এ রথে যে যুদ্ধে চলে, তার জয় করতলে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র এই যানে, জয়ী হৈল বহু স্থানে।
শম্বর প্রহ্লাদ বল, বৃত্র জম্ভ মহাবল॥
নরক নমুচি আদি, যত দৈত্য অবিবাদী।
সে সবারে যথা জিনি, যশ লভিলেন তিনি॥
তথা তব হবে জয়, দেববাণী মিথ্যা নয়।
দেবদত্ত নামে এই, জলজ তোমারে দেই॥
এশঙ্খ লইয়া গেলে, জয় পাবে অবহেলে।
শুনিলে এ কম্বু-নাদ, বৈরিরা গণে প্রমাদ॥

২। (প্রথম) আজি, অদ্য। (দ্বিতীয়) আজি, যুদ্ধ, রণ।

১৪। জলজ, শঙ্খ।

১৬। কম্বুনাদ, শঙ্খের ধ্বনি।

সাগরের রত্ন সার, এই শঙ্খ গুণাধার।
কহি পার্থে এই মত, শঙ্খ দিল দেব যত ॥
মূর্ত্ত যেন শুভরাশি, শঙ্খ নিলা বীর হাসি।
পুন পার্থ যোড়করে, সুরসার্থে নমস্করে ॥
সময় বুঝিয়া সূত, রথ চালাইল দ্রুত।
মনোমত বেগে রথ, লঙ্ঘিল গগণ-পথ ॥
ক্ষণে সিন্ধু-সন্নিধানে, পার্থ উত্তরিল যানে।
নিরখিয়া সরিৎপতি, সূত কহে পার্থ প্রতি ॥

অম্বুরাশি এই কান্ত ভীষণ,
ইন্দ্রনীল জিনি কান্তি চিকণ,
ভূমিতলে বুঝি জলদগণ,
বিশ্রাম লভিছে শুইয়া।
গৌরবের সীমা নাই ইহার,
দেব-পেয় সুধা ইহার সার,
অনন্ত রত্নের এই আধার,
রাজ-কোষগৃহ জিনিয়া।

৩। মূর্ত্ত, মূর্ত্তিমান্।

৯। কান্ত, রত্নাদি থাকাতে কমনীয়। ভীষণ, জল-জন্তু থাকাতে ভয়ানক।

১৬। রাজ-কোষগৃহ; রাজার ধনাগার।

কৌস্তুভ রতন অদ্ভুত অতি,
তব বংশধর ওষধিপতি,
সুন্দরীর সীমা কমলা সতী,
উঠিল ইহাতে জন্মিয়া।
সুধা লাগি এই মকরকেতু,
সুরাসুর দোঁহা দ্বন্দ্বের হেতু,
বাঁধ পার্থ এবে যশের সেতু,
সেই দৈত্যদল বধিয়া।
ফেণ-পুঞ্জে কর নয়ন-পাত,
অম্বুধির যেন সহাস দাঁত,
আশীর্ব্বাদ হেতু তরঙ্গ-হাত,
তুলিছে তোমায় দেখিয়া।
রতনেতে পূর্ণ পোত নিকর,
চলিছে পাইলে করিয়া ভর,
ইন্দ্রভীত যেন সপক্ষ ধর,
পলায় সাগর তরিয়া।

২। ওষধিপতি, চন্দ্র।

৫। মকরকেতু, সমুদ্র।

১৩। পোতনিকর, সাগরে গমনোপযুক্ত নৌকা সকল।

১৫। সপক্ষধর, পাখাওয়ালা পর্ব্বত, যেরূপ মৈনাক।

অল্প অল্প জলে হের কুমার,
শঙ্খ যূথ শোভে বিশদাকার,
ব্যোমে তারা যেন করে প্রচার,
লঘু মেঘে বৃত হইয়া।
যাদোগণ দেখ করিছে খেলা,
বেগেতে তরঙ্গ লঙ্ঘিছে বেলা,
জলে মগ্নপ্রায় হইছে ভেলা,
নাবিকেরা পড়ে লাফিয়া।
প্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠেতে পাঠীন যায়,
নক্র আক্রমিতে তাহারে চায়,
তারে পুন তিমি ধরিতে ধায়,
দেখ অন্যত্র নেত্র দিয়া।

২। বিশদাকার, শুভ্র আকৃতি যুক্ত।

৪। লঘু মেঘ, পাতলা মেঘ।

৫। যাদোগণ, জলজন্তু সকল।

৬। বেলা, সমুদ্রের কূল।

৯। প্রোষ্ঠী পুঁটিমাছ। পাঠীন, বোয়াল বা চিতোল মাছ।

১০। নক্র, কুম্ভীর।

সন সন ধ্বনি করি ভীষণ,
ঘন ঘন ঘুরে ঘোর পবন,
প্রলয়ে সংহরে হর যেমন,
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়িয়া।
জলহস্তী আর কূর্ম্ম অক্ষুদ্র,
রৌদ্র শিশুমার মকর উদ্র,
পর্ব্বত সকল যেন সমুদ্র-
সলিলেতে আছে মজিয়া।
সর্পগণ বাত আহার আশে,
ঊর্ম্মি-নির্ব্বিশেষে সলিলে ভাসে,
ধরে তায় ফণামণি প্রকাশে,
তার্ক্ষ্য পক্ষী লক্ষ্য করিয়া।
কোথাও লম্বিত অম্বুদচয়,
গভীর গরজি তুলিছে পয়,
দিক্‌কুঞ্জর যেন মনেতে লয়,
জল পান করে আসিয়া।

৬। রৌদ্র, উগ্রস্বভাব। শিশুমার, শুশুক। উদ্র, উদ।

১২। তার্ক্ষ্যপক্ষী, গরুড়পাখী।

১৩। লম্বিত, অবনত।

অন্যত্র খলের মন যেমন,
সলিলের পাক পড়ে তেমন,
তার মাঝে পড়ি তরণি গণ,
ডুবিতেছে দেখ ঘুরিয়া।
বিস্ময়-জনক অপর স্থলে,
সলিল-দাহক পাবক জ্বলে,
বাড়ব অনল ইহাকে বলে,
দেখ বীর নেত্র অর্পিয়া।
বিজুলী যেমন ঝলকে ঘনে,
অগাধে দেখহ রতন-গণে,
উর্ম্মিবেগে উঠি পড়িয়া ক্ষণে,
মন বুঝি নিল কাড়িয়া।
শত শত নদী ফেণায় হাসি,
অভিসারিকার ভাব প্রকাশি,
মিলে সাগরের সহিত আসি,
তরঙ্গ ভুজ পসারিয়া।

৩। তরণিগণ, নৌকা সকল।
৬। পাবক, অগ্নি।
১০। অগাধে, অতলস্পর্শ জলেতে।

বহু মহীধর এই সাগরে,
জল-দুর্গ জ্ঞানে আশ্রয় করে,
বাসবের ভয়ে ভীত অন্তরে,
অক্ষত পক্ষতি ধরিয়া।
রসাতল-গত যজ্ঞিয় হয়,
অন্বেষিতে সগরের তনয়,
পূর্ব্বকালে এই সলিলাশয়,
বাড়াইল ভূমি খুঁড়িয়া।
এ জলে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব হয়,
এই জলে পালে জলদ চয়,
এজল করিবে সৃষ্টির লয়,
চরম সময় পাইয়া।
যুগান্ত সময়ে এই সাগরে,
অনন্ত ফণীর শয্যা উপরে,
পুরুষ-প্রবর শয়ন করে,
নিখিল ভুবন নাশিয়া।

৪। অক্ষত পক্ষতি, অচ্ছিন্ন পাখার মূল।

৫। যজ্ঞিয় হয়, অশ্বমেধ যাগের ঘোড়া।

১২। চরম, অন্ত, শেষ।

অষ্টমূরতির এই মূরতি,
নিদান, সুধাংশুবংশের প্রতি,
কুমার, ইঁহাকে কর প্রণতি,
প্রণমে ফাল্গুনি শুনিয়া।
অঙ্গুলিতে নির্দ্দেশিয়া, সিন্ধু-কুক্ষে দেখাইয়া,
মাতলি বলিছে পুন তারে,
এই দেখ মনোরম, মানবের সুদুর্গম,
দানবের পুরী পারাবারে।
নিবাতকবচ-গণ, ব্রহ্ম-বরে দৃপ্ত-মন,
অবজ্ঞা করিয়া দেবতারে,
এই পুরে করে বাস, তিন লোকে দেয় ত্রাস,
ইন্দ্র যারে আঁটিতে না পারে ॥

১। অষ্টমূরতি, অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব, তাঁহার জলময়ী মূর্ত্তি।

২। নিদান ইত্যাদি, অর্থাৎ এই সাগর চন্দ্রবংশের আদি কারণ। সাগরে চন্দ্র জন্মিয়াছে, চন্দ্র হইতেই চন্দ্রবংশ হইয়াছে।

৮। পারাবার, সমুদ্র।

৯। দৃপ্তমন, যাহাদিগের মন দর্পযুক্ত।

পাণ্ডব, সমররঙ্গ তাণ্ডবের নট
উৎসাহে পূরিল পুরী দেখি সন্নিকট।
বর্ণনীয় স্থান দেখি সৎকবি যেমন
কাব্য রসোদয়ে হয় পুলকিত-মন॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র-কৃতৌ নিবাতকবচবধে
মহাকাব্যে দৈত্যপুর দর্শনং নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

১। সমর রঙ্গ তাণ্ডবের নট, (সমর) রণভূমি-স্বরূপ যে রঙ্গভূমি তাহাতে (তাণ্ডব) নাট্য বিধান কার্য্যে, নট স্বরূপ অর্জ্জুন।

অবিলম্বে অম্বর হইতে
রথবর নামিল ভূমিতে।
আষাঢ়িয়া ঘন-ঘটা যেন
গভীর গরজে চাকা হেন॥
আকর্ণিয়া রথনেমি-ধ্বনি
বাসবের আগমন গণি।
দৈত্যবৃন্দ সম্ভ্রমে বিকল
লাগাইল গোপুরে অর্গল॥
বদ্ধদ্বারে পুরী ভীতমনে
রহে যেন মুদ্রিত নয়নে।
দ্বারে উত্তরিয়া পার্থ শূর
অবরুদ্ধ করিল সে পুর॥

৫। আকর্ণিয়া, শুনিয়া। নেমি, চাকার প্রান্তভাগ অর্থাৎ লৌহদ্বারা যে ভাগ বেষ্টিত থাকে।

৭। সম্ভ্রমে, ভয় জন্য ত্বরাতে।

৮। গোপুর, সহরের দ্বার। অর্গল, খিল বা হুড়কা।

দেবদত্ত শঙ্খ ভীমরুত
তারে বাজাইল পৃথাসুত।
কম্বু-শব্দ ব্যাপিয়া আকাশ
প্রতিধ্বানে জনমায় ত্রাস॥
ঘোরাকার যাদোগণ ক্ষণে
অগাধে পশিল ব্যগ্রমনে।
ধরণি কাঁপিল থরথরে
উল্লসিল কল্লোল সাগরে॥
সংহরিতে শিঙ্গা·মৃত্যুঞ্জয়
বাজাইল হেন জ্ঞান হয়।
ধ্মাতে যেন হৈল কর্ণরোধ
দৈত্যগণে উপজিল ক্রোধ॥
রোষজ্বরে তপ্ত কারো কায়
কাঁপে কদলীর পত্র প্রায়।
কাহারো সর্ব্বাঙ্গে অবিশ্রাম
প্রবাহে বহিয়া পড়ে ঘাম॥

১। ভীমরুত, ভয়ানক শব্দকারী।

২। তারে, উচ্চৈঃস্বরে। পৃথা, কুন্তীর নাম।

৮। উল্লসিল, উত্থিত হইল। কল্লোল, বৃহৎ তরঙ্গ।

৯। সংহরিতে, সংহার করিতে।

১১। ধ্মাতে, শঙ্খের ধ্বনিতে।

পর্ব্বত হইতে বেগভরে
প্রাবৃষে নির্ঝর যথা ঝরে।
কারো ভালে ভ্রুকুটী বিলাস
দেখিলে পুত্রেরো হয় ত্রাস॥
কেহবা অধর দংশে দন্তে
কৃতান্ত যেমন সৃষ্টি-অন্তে।
কারো রক্ত নেত্রের বিভ্রমে
বুঝি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গমে॥
কুম্ভকার-চক্রের মতন
ঘুরে আঁখি ঘোর দরশন।
কামভস্ম সময়ে যেমন
মহেশের তৃতীয় লোচন॥
দন্তে দন্তে কেহবা ঘরিষে
যাঁতাতে কলায় যেন পিষে।
অন্যে ছাড়ে শ্বাস ঘন ঘন
ক্রোধোদ্ধত তক্ষক যেমন॥

২। প্রাবৃষে, বর্ষাকালে।

৩। ভালে, ললাটে।

১৬। ক্রোধোদ্ধত, ক্রোধ হওয়াতে অবিনীত, অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ।

অপরে বাঁধিছে পরিকর১
করতলে কেহ ঘর্ষে কর।
আসন হইতে উঠি কেহ
দড়বড়ি পশে অস্ত্র গেহ॥
কেহবা বাহুতে ঘসি মাটি
তাল ঠুকে অতিশয় আঁটি।
ফট ফট ঘোর শব্দ ছুটে
গৃহদাহে বাঁশ যেন ফুটে॥
সিংহনাদ ছাড়ে কোন জন
গুহা-মাঝে কেশরী যেমন।
কেহ বলে লহ যুদ্ধ সাজ
মার মার নাই কাল ব্যাজ॥
হেন কালে অন্য দৈত্য কয়
সহসা সমর যুক্ত নয়।
না বুঝিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয়
কার্য্য করে মূঢ় যেই হয়॥
দূত পাঠাইয়া আগে জান
কি জন্যে কে আসিল এস্থান।

১। পরিকর, মালকোঁচা।

তার বাক্যে সায় দিল সবে
দূতে ডাকি দৈত্য কহে তবে ॥
ওহে দূত শীঘ্র জান গিয়া
শঙ্খধ্বনি কে করে আসিয়া।
রণার্থে আসিয়া থাকে যদি
তরিবে সে বৈতরণী নদী ॥
এই স্থানে দৈত্য-আবসথ
দেখুক সে পলাইতে পথ।
সে যদ্যপি মহেন্দ্রও হয়
তবু হবে অমরতা ক্ষয় ॥
আমাদের কথা বিশেষিয়া
কহ তার নিকটে যাইয়া।
যে আজ্ঞা বলিয়া গেল দ্রুত
পশ্চিম দুয়ার খুলি দূত ॥

৬। তরিবে, পার হইবে অর্থাৎ যমপুরে গমন করিবে।

৭। দৈত্য-আবসথ, দৈত্যদের বাসস্থান বা আলয়।

১৪। পশ্চিম দুয়ার, খিড়্‌কীর দ্বার, ক্ষুদ্র দ্বার।

পার্থ যথা, গিয়া সেই স্থলে
সন্দেশ সন্দেশহর বলে।
নিবাতকবচ নামধেয়
তিন কোটি বিখ্যাত দৈতেয় ॥
এই দ্বীপমাঝে যাঁরা স্বামী
তাঁহাদের দূত হই আমি।
বলি আমি তাঁদের সন্দেশ
স্থিরমনে লহ উপদেশ ॥
জানি না চিনি না কেবা তুমি
যেই হও ত্যজ এই ভূমি ॥
কি হেতু আসিলা যুদ্ধ বেশে
এই মহাভয়ঙ্কর দেশে ॥
ইহাঁদিগে কেবা নাহি জানে
পক্ষীও না সঞ্চরে এ স্থানে।
হেথা যদি আইসে বাসব
অবশ্য সে দেখে পুনর্ভব ॥

২। সন্দেশ, দূতের দ্বারা যে বাক্য অন্যকে বলা যায়। সন্দেশহর, দূত।

৩। নামধেয়, নাম।

১৬। পুনর্ভব, পুনর্জন্ম।

বাঁচিতে যদ্যপি থাকে আশ
ফিরিয়া পলাও নিজ বাস।
যুঝিতে আসিয়া যদি থাক
এ মাংসে তর্পিবে গৃধ্র কাক॥
ক্ষান্ত হৈল দূত এই বলি
কহে তারে হাসিয়া মাতলি॥
তোমার রাজারে বল দূত
রণার্থে আসিল ইন্দ্রসুত॥
ইন্দ্রসুত কিম্বা তব যম
জিষ্ণু নামে পাণ্ডব মধ্যম।
আশ্রয় করিয়া যাঁর ভুজ
খাণ্ডব দহিল হবির্ভুজ॥
একাকী যাদব-বল জিনি
সুভদ্রা হরিয়া নিল যিনি।
যুদ্ধে ব্যাধরূপী ভূতপতি
সুপ্রীত হইলা যাঁর প্রতি॥

১০। জিষ্ণু, অর্জ্জুনের নাম।
১২। হবির্ভুজ, অগ্নি।
১৩ যাদব বল, যদুবংশীয় সৈন্য।
১৫। ভূতপতি, শিব মহাদেব।

একা যিনি জিনিল মেদিনী
সেই বীর-শিরোমণি ইনি।
আগে ধনুর্ব্বেদে দেখি পার
তরিল সামান্য পারাবার॥
পিতৃ-বৈরী বিনাশি সমূলে
পুন যাইবেন অন্য কূলে।
পাণ্ডবের ভুজ-বীর্য্যানল
আশুগের প্রভাবে প্রবল॥
দহিবে দানব-বংশ সব
পূর্ব্বে যথা দহিল খাণ্ডব।
সাধ্য থাকে এই স্থানে আসি
যুদ্ধ দেহ বীরতা প্রকাশি॥

৮। আশুগ, (ভুজবীর্য্যপক্ষে) বাণ, (অনলপক্ষে) পবন, বাতাস।

৯। দানব বংশ দৈত্যদের কুল, অনল পক্ষে তৎ-স্বরূপ বাঁশ।

১০। যথা দহিল খাণ্ডব, অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রতাপের সাহায্যে অনল যেরূপ খাণ্ডব বন দহিয়াছিল সেইরূপ দানব দিগকে তাঁহার প্রতাপই দহিবে।

শমন রাজার রাজ্যে তবে
তিন কোটি প্রজা বৃদ্ধি হবে।
বীর নহে যুদ্ধে পরাঙমুখ
সমরে মরিলে পরে সুখ ॥
ভয়ে যদি বেঁধে রাখ দ্বার
তবু তব নাহিক নিস্তার।
দৈত্য সহ পুরী দিব্য শরে
মজাইব অগাধ সাগরে ॥
ব্রহ্মার বরেতে অভিমানে
নাহি মান দেব মরুত্বানে।
যত কষ্ট হইল তাঁহার
মূলে সুদে শুধিব সে ধার ॥
আজি রক্ষা নাই যদি ধাতা
নিজে আসি হয় তব ত্রাতা।
কাল যারে নিমন্ত্রে আদরে
সে কি কভু ফিরি যায় ঘরে ॥

১০। মরুত্বানে, ইন্দ্রকে।
১৩। ধাতা, ব্রহ্মা।

মাতলি সহায় গুড়াকেশ
দৈত্যের করিবে অদ্য শেষ।
তর্পিবে গাণ্ডীব মুক্ত বাণ
উষ্ণ দৈত্য-রক্ত করি পান॥
শুনিয়া কহিছে দূত রোষে
মূঢ় জন মজে নিজ দোষে।
হুতবহ শলভ নিবহে
ইচ্ছাক্রমে কখন কি দহে॥
কহিনু তোমারে বাক্য হিত
না শুনিলে মরিবে ত্বরিত।
রোগী যেন আসন্ন মরণ
নাহি করে ঔষধ সেবন॥
ক্ষণমাত্র অপেক্ষিয়া রহ
সাক্ষাত হইবে মৃত্যু সহ।
যাবত না আইসে দানব
তাবত্ প্রাণের আশা তব॥

৭। হুতবহ, অগ্নি। শলভনিবহে, পতঙ্গ সকলকে।

ভাগ্যগুণে শঙ্খধ্বনি ক্ষণে
দৈত্যকুল না পশিল রণে।
একাল পর্য্যন্ত সে কারণ
তোমাদের রয়েছে জীবন॥
এই রূপে কহিয়া জিষ্ণুরে
প্রবেশিল দূত দৈত্যপুরে।
উত্তরিয়া দূত সাবধানে
দানব-পতির সন্নিধানে॥
জয় মহারাজের বলিয়া
নিবেদিল অঞ্জলি বাঁধিয়া।
শুন দেব ইন্দুবংশে জাত
পাণ্ডব করিল শঙ্খধ্মাত॥
বাসবের তনয় কৌন্তেয়
অর্জ্জন তাহার নামধেয়।
পিতার গৌরবে দৃপ্ততম
মরিতে আসিল নরাধম॥
কহিলাম বহু হিত বাণী
যুদ্ধ চাহে সে কথা না মানি।

৫। দৃপ্ততম, অতিশয় দর্পযুক্ত।

মানব হইয়া সেই মূঢ়
দানব-পতিকে কহে রূঢ় ॥
যেরূপ পরুষ উক্তি করে
সে কথা কাহার মুখে সরে।
শক্রের সারথি যে মাতলি
দুর্মতি তাহার বলে বলী ॥
স্কন্ধে বুঝি ধরেছে মরণ
দৈত্যগণ সনে যাচে রণ।
একাকী আসিয়া করে দর্প
তার্ক্ষ্যকে খাইতে চাহে সর্প ॥
যাঁহাদের বাহুর প্রতাপে
দেবরাজ থর থরে কাঁপে।
দিবা নিশি দশ দিক-পানে
নিরখে সহস্র দৃষ্টি দানে ॥

৩। পরুষ উক্তি নিষ্ঠুর, বাক্য
৫। শক্র, ইন্দ্র।
৮। যাচে, যাচ্ঞা করে।
১০। তার্ক্ষ্য, গরুড়।

ত্যজিয়া যাঁদের ঘোর রণ
অমরতা রাখে সুরগণ।
হেন বীর দৈত্যবৃন্দ সহ
যুদ্ধ দেয় এরূপ কে কহ! ॥
নিজ বল না বুঝে অধম
খদ্যোত ধ্বংসিতে চায় তম।
উল্লঙ্ঘিতে গিয়া বৈশ্বানরে
পতঙ্গ আপন দোষে মরে ॥
ত্র্যম্বকে জিনিতে গিয়া মার
পাইল উচিত প্রতিকার।
সেইরূপ মারিয়া সমরে
প্রতিফল দর্শাও পামরে ॥
কণ্টক সে কুরু-কুলাঙ্গার
বিঁধিল উদ্ধার কর তার।
অবিলম্বে যুঝ মহাশয়
এই যুক্তি মোর মনে লয় ॥

৬। খদ্যোত, জোনাকি পোকা।
৭। বৈশ্বানর, অগ্নি।
৯। ত্র্যম্বক, শিব, মহাদেব। মার, কন্দর্প।
১৩। কণ্টক, কাঁটা এবং ক্ষুদ্র শত্রু।

শুনিয়া রুষিল দৈত্যগণ
মাররে মাররে নরে কহিছে বচন ।
আমি আগে সে দুষ্টে মারিয়া
কবোষ্ণ রুধির পিব উদর পূরিয়া ॥
এই কথা বলিয়া সকলে
অহম্পূর্ব্বিকাতে বেগে ধায় রণস্থলে ।
নাই অস্ত্র নাই যুদ্ধসাজ
শূন্য হস্তে চলে যত দানব-সমাজ ॥
কোন শুক্রশিষ্য পাছে থাকি
হেন কালে বলে যত দানবেরে ডাকি ।
ফির সবে রণ-সাজ লহ
এ বেশে সমরে যাত্রা নহে যুক্তিসহ ॥
বিপক্ষ যদ্যপি ক্ষীণ হয়
তথাপি উপেক্ষা করা নীতিসিদ্ধ নয় ।

---

৪ । কবোষ্ণ, ঈষদ্ উষ্ণ অর্থাৎ টাট্কা ।

৬ । অহম্পূর্ব্বিকাতে, আমিই পূর্ব্বে যাই, আমিই পূর্ব্বে যাই, এইরূপে ।

৮ । দানব সমাজ, দৈত্য সমূহ ।

১২ । যুক্তিসহ, যাহা যুক্তি সহিতে পারে অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত ।

নিরস্ত্র হইলে বীর, তারে
দুর্ব্বলে জিনিতে পারে তীক্ষ্ণ-অস্ত্রসারে ॥
যে কেশরী নখদংষ্ট্রা হীন
কি আশ্চর্য্য তারে শৃঙ্গে মারিবে হরিণ ।
বিশেষত বাসবতনয়
সাধারণ বীর জ্ঞানে অবজ্ঞেয় নয় ॥
সে যে বলী বাসব হইতে
বাসবে জিনিয়াছিল খাণ্ডব দহিতে ।
আমাদের অংশ সুযোধন
অর্জুনের ভয়ে সদা সচকিত মন ॥
এজন্যে আমার মনে লয়
উপযুক্ত সজ্জা করি যুঝ দৈত্যচয় ।
লহ অস্ত্র, পরহ সন্নাহ
আরোহ দুঃসহ যে বা রথ গজ বাহ ॥

২। অস্ত্রসারে, অস্ত্রস্বরূপ বলদ্বারা।

৬। অবজ্ঞেয়, অবহেলা করার যোগ্য।

৯। সুযোধন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন।

১৩। সন্নাহ, কবচ, সাঁজোয়া।

১৪। আরোহ, আরোহণ কর। বাহ, অশ্ব, ঘোড়া।

শুনি কেহ সাধুবাদ দেয়
শ্রুত ও অশ্রুত প্রায় কেহ করে হেয়।
কেহ কহে ভীরু এই জন
ভীরু সহ অন্তঃপুরে থাকুক এখন॥
অন্যে বলে বৃদ্ধ-বাক্য ধর
নীতি-অনুসারে সবে রণ-সাজ পর।
তার বাক্যে সবে দিল সায়
ফিরি কেহ দংশে কেহ অস্ত্রগৃহে যায়॥
তনু ঢাকে আয়স-দংশনে
বর্ষাকালে শৈল যথা আচ্ছাদিত ঘনে।
মণিময় শিরস্ত্র মাথাতে
উদয়াদ্রি-শৃঙ্গে যেন সূর্য্য শোভে প্রাতে॥

৩। ভীরু, ভয়াতুর।

৪। ভীরু সহ, স্ত্রীদিগের সহিত।

৮। দংশে, কবচ পরিধান করে।

৯। আয়স দংশনে, লৌহ নির্ম্মিত কবচ দ্বারা।

১১। শিরস্ত্র, যুদ্ধকালে মাথা ঢাকিবার মুকুট বিশেষ।

অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র দিল
পঞ্চশীর্ষ ফণী যেন ফণা বিস্তারিল।
অনন্তর অস্ত্রালয়ে গিয়া
সকলে লইল অস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া॥
কেহ বা লইল ধনুঃ শর
কেহ নিল অসি, চর্ম্ম, ভূষণ্ডী, তোমর।
পরিঘ, নালীক, ভিন্দিপাল,
পরশ্বধ, গদা, ঋষ্টি, শূল, করবাল॥
ক্ষুরপ্র, শতঘ্নী শক্তি, প্রাস
নারাচ, মুষল, শেল, দণ্ড, নাগপাশ।
মুদগর, সাক্ষাৎ যেন অন্ত
পট্টিশ, কূট মুদগর, চক্র, বৎসদন্ত॥
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রাম
লইল যতেক তার কত কব নাম।
দৈত্য-সেনা সাজিল ভীষণ
ইন্দ্রধনু করকা বজ্রেতে যেন ঘন॥

১৩। অস্ত্র শস্ত্র গ্রাম, অস্ত্র শস্ত্র সমূহ।
১৬। করকা, মেঘ হইতে যে পাথর পড়ে।

অনীকিনী শোভে চতুরঙ্গে
পদাতি স্যন্দন আর মাতঙ্গ তুরঙ্গে ॥
ঘন বাজে বিবিধ বাদিত্র
আনক পণব শঙ্খ দুন্দুভি বিচিত্র ॥
যাত্রাকালে দানব চমূর
অশুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইল প্রচুর।
সহসা হইল উল্কাপাত
প্রতিকূল বহিতে লাগিল চণ্ড বাত ॥
দক্ষ পার্শ্ব অবলম্বি সব
শিবাগণ করে রব শ্রবণ-ভৈরব।
উড়িয়া পড়িছে যাত্রা-ক্ষণে
মাংস-গৃধ্নু গৃধ্র কাক রথের কেতনে ॥
অশ্বগণ পৃষ্ঠ দিকে যায়
কশাঘাত করে তবু সম্মুখে না ধায়।

১। অনীকিনী, সেনা।

৫। দানবচমূর, দৈত্য সেনার।

১০। শ্রবণ ভৈরব, শুনিতে ভয়ানক।

১২। মাংসগৃধ্নু, মাংসলোভী, মাংস আকাঙ্ক্ষী। কেতনে, ধ্বজাতে।

প্রয়াণে দন্তীর স্খলে পদ
নেত্রে অশ্রু ঝরে গণ্ডে নাহি ক্ষরে মদ ॥
রূক্ষবর্ণ জলধরাবলী
অলক্ষিতে আচ্ছাদিল গগণমণ্ডলী।
বাত্যাচক্র করিয়া ভ্রমণ
সৈন্যের নয়নে করে বালুকা-বর্ষণ ॥
বসুন্ধরা কাঁপিল সঘনে
ধূমকেতু দেখা যায় দিবসে গগণে।
রথধুরী ভাঙ্গে অকস্মাৎ
অকারণে কোষ হৈতে হয় শস্ত্র-পাত ॥
অন্তঃপুরে দৈত্য-বনিতার
কুচভার হইতে টুটিল মুক্তাহার।
খসে হস্ত হইতে বলয়
আতুরের ন্যায় কাঁপে সহসা হৃদয় ॥
নিরখিয়া অশুভ লক্ষণ
ভয়ে ভীরুতর হয় যত ভীরুজন।

৫। বাত্যা-চক্র, ঘুরনা বাতাসকে বাত্যা কহে, তৎ-স্বরূপ যে চাকা।

১০। কোষ, তরওয়ার ইত্যাদির খাপ।

ইতস্তত করে নিরীক্ষণ
ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনি হরিণী যেমন ॥
বিশৃঙ্খলে স্খলিতেছে গতি
ধাইয়া তথাপি সবে যায় প্রিয়প্রতি।
পথ আগুলিয়া যত নারী
সেনার সম্মুখে দাঁড়াইল সারি সারি ॥
রাজদারা দেখিয়া বাহিরে
সৈন্যগণ আঁখি মুদি পৃষ্ঠ দিকে ফিরে।
উদ্ভ্রান্ত নয়নে রামাগণ
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহে গদ্গদ বচন ॥
অমঙ্গল-ভয়ে না কান্দিয়া
দয়িতে নিষেধ করে বিনয় করিয়া।
দৈত্যরাজ ক্ষান্ত হও রণে
হৃদয় মোদের কাঁপে উৎপাত দর্শনে ॥
ভূকম্প নির্ঘাত অবিরত
নভ আবরিছে ভস্মবর্ণ মেঘ যত।
শুনিয়াছি মানবের ভয়
উপজিবে দৈত্যকুল হ্রাসের সময় ॥

৩। বিশৃঙ্খলে, বেআড়া রকমে।

অদ্য বুঝি আসিল সে জন
বদ্ধ-দ্বার পুরে রহ না করিহ রণ।
ইন্দ্রকে জিনিলে বহুবার
কোন কালে না হইল অশুভ সঞ্চার॥
শুনি হাস্য করে দৈত্যগণ
স্ত্রীবাক্যে অবজ্ঞা করি বলিছে তখন।
প্রেয়সি কি ভয় আছে তার
অমরে জিনিতে পারি মর্ত্ত্য কোন ছার॥
ক্ষণ মাত্রে মারিব তাহারে
অবরোধে থাক গিয়া ভয় পরিহারে।
এ সকল নহে তো উৎপাত
বহু দিন হয় হেন ভূকম্প নির্ঘাত॥
আজি ইহা নহে অসম্ভব
বায়স-তালীয় ন্যায়ে হইল এ সব।
প্রচণ্ডসমীরে কিবা ভয়
সাগরের কূলে ইহা প্রতিদিন হয়॥

১০। অবরোধ, অন্তঃপুর।

১৪। বায়সতালীয় ন্যায়, কাকতালীয় ন্যায়—যথা তালগাছে কাক পড়ার পরেই কোন অন্য কারণ বশতঃ তাল ফল পতিত হইলে যেরূপ হয় তাহার ন্যায়।

আশ্বাসিয়া এরূপ বচনে
অন্তঃপুরে পাঠাইল যত রামাগণে।
অনন্তর উৎপাত সকল
তৃণ জ্ঞানে গণি দৈত্য যায় রণস্থল॥

চলে সাজিয়া বাহিনী চারি অঙ্গে,
মদে মাতিয়া ঘোর সংগ্রাম রঙ্গে।
ধ্বনে চক্রনেমী, শিখী মগ্ন তোষে,
যথা পুষ্করাবর্ত্তকাম্ভোদ-ঘোষে॥
হয়ে হেষিছে, বৃংহিছে মত্ত হাতী,
অহঙ্কারি-হূঙ্কার ছাড়ে পদাতি।

৫। বাহিনী, সেনা।

৭। ধ্বনে, শব্দ করে। চক্রনেমী, চাকার প্রান্তভাগ। শিখী, ময়ূর।

৮। পুষ্করাবর্ত্তকাম্ভোদ ঘোষে, পুষ্করাবর্ত্তক নামে যে মেঘ তাহার শব্দে।

৯। হয়, ঘোড়া। হেষিছে, শব্দ করিতেছে। বৃংহিছে শব্দ করিতেছে।

ঠনাঠন্ করে শব্দ ঘণ্টা সহস্রে,
বৃহৎ ক্ষ্বেড়িছে যোধবৃন্দে অজস্রে ॥
ধনুষ্টঙ্করে কেহ বা তীব্র রোষে,
ঝণাঝঞ্ঝণা বাজিছে খড়্গ-কোষে।
ফুঁকে কেহবা শঙ্খ নিঃশঙ্ক চিত্তে,
বিশাল ধ্বনি ব্যাপিল ব্যোম ভিত্তে ॥
দৃঢ়ে বাজিছে তূর্য্য ডঙ্কা প্রকাণ্ড,
সুগম্ভীর ভেরী তুরী বাদ্যভাণ্ড।
উঠে সর্ব্ব নির্ঘোষ একত্র হৈয়া,
শুনা যায় দূণা প্রতিধ্বান লৈয়া ॥
মহা সিন্ধুতে সৃষ্টি সংহার কালে,
যথা উচ্চরে শব্দ কল্লোল মালে।
শুনে লাগয়ে কর্ণরন্ধ্রের তালা,
ত্যজে গর্ভ সে, গর্ভিণী যেই বালা ॥

২। ক্ষ্বেড়িছে, সিংহনাদ করিতেছে। যোধ, যোদ্ধা। অজস্রে, অনবরত।

৬। ব্যোমভিত্তে, গগণস্বরূপ যে ভিত্তি অর্থাৎ ভিত তাহা ব্যাপ্ত করিল।

১২। উচ্চরে, উত্থিত হয়। কল্লোলমালে বৃহৎ তরঙ্গ শ্রেণীতে।

সমুদ্রোদকে সেই শব্দে তরাসে,
মহাপ্রাণি বৃন্দে ত্যজি প্রাণ ভাসে।
হিয়া শুষ্ক কাঁপে মহেন্দ্রের, ভীতে,
পড়ে তৎক্ষণাৎ হ্লাদিনী মেদিনীতে॥
সুরারাতি-সেনার চণ্ডপ্রতাপে,
পদাঘাত বেগে ধরা-বিম্ব কাঁপে।
ধরে কষ্ট স্পষ্টে ধরিত্রী অনন্তে,
ভরে কুঞ্চিত-স্কন্ধ দন্তী দিগন্তে॥
উড়ে দিগ্বিদিগ্ব্যাপিয়া ধূলি রাশি,
দিনেতে দিনেশের আভা বিনাশি।
অমা রাত্রিতে যেন গাঢ়ান্ধকারে,
হঠে আবরে লোক দৃষ্টি প্রচারে॥

৪। হ্লাদিনী, ইন্দ্রের বজ্র।

৬। ধরা-বিম্ব, পৃথিবী মণ্ডল।

৮। ভরে কুঞ্চিত ইত্যাদি, দিগন্তস্থিত যে সকল হস্তী অর্থাৎ দিগ্-হস্তী, তাহারা দৈত্যসেনার পদ-ভরে স্কন্ধ-দেশ আকুঞ্চন অর্থাৎ কোঁকড়া করিয়াছে—প্রসিদ্ধি আছে দিগ্দন্তীরা পৃথিবীকে স্কন্ধে করিয়া আছে।

১২। হঠে, বলপূর্ব্বক। আবরে, আচ্ছাদন করে।

করে গর্ভবাস-স্থিতিজ্ঞান, লোকে,
মজে চক্রচক্রী বিয়োগের শোকে।
পয়োদভ্রমে ডাকিছে স্তোকপাখী,
রহে মুদ্রিয়া পদ্মিনী পদ্ম-আঁখি॥
পড়ে বারিতে ভূরি ধূলীর রাশি।
ধরে দুগ্ধসিন্ধুপ্রভা, অম্বুরাশি।
চমূ-মস্তকে রেণুপুঞ্জের পাতে,
ধলা কেশদাড়ী যথা বৃদ্ধতাতে॥
রজোধ্বান্ত মধ্যে জ্বলে অস্ত্রমাত্রে,
যথা বিদ্যুদাভা ঘনাচ্ছন্ন রাত্রে।
মহারেণুতে অন্ধকার-প্রভাবে,
অভেদে ত্রিলোকী রহে এক ভাবে॥

২। চক্র চক্রী, চক্রবাক ও চক্রবাকী, চখাচখী।

৩। স্তোকপাখী, চাতক পক্ষী।

৪। পদ্মিনী, পুষ্করিণী, পদ্মযুক্তা সরসী। এই কাব্যে যে যে স্থলে পদ্মিনী নলিনী প্রভৃতি শব্দ আছে সেই খানেই এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৮। বৃদ্ধতাতে, বৃদ্ধ দশাতে, বুড়া হইলে।

৯। রজোধ্বান্ত, ধূলার অন্ধকার।

সুরারাতি-নির্যাণ দেখে তথাপি,
রহে নির্ভয়ে স্যন্দনে পার্থ চাপি।
বসে শৈলপৃষ্ঠে যথা বৈনতেয়,
ভুজঙ্গপ্রয়াতে করি জ্ঞান হেয়॥

পুরদ্বার হইতে নির্গমি দৈত্যবল,
সহসা পশিল গিয়া সমরের স্থল।
জোয়ারে নদীর মুখে সাগরের জল,
আসিয়া প্লাবয়ে যথা বেগে ভুমিতল॥
গিরিগুহা হইতে দিনান্তে ধ্বান্তমল,
নিষ্ক্রমি আক্রমে যেন গগণমণ্ডল।

১। সুরারাতি, অসুর, দৈত্য।
৩। বৈনতেয়, গরুড়,
৪। ভুজঙ্গপ্রয়াতে, সর্পের প্রয়াণে।
৯। ধ্বান্ত মল, অন্ধকার স্বরূপ মলা,
১০। নিষ্ক্রমি, নির্গত হইয়া।

যামিনীর মুখে যেন ছাড়িয়া পল্বল,[1]
গ্রামের ভিতরে পশে বন্য ক্রোড়দল[2] ॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র-কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে নিবাতকবচ নির্যাণং
নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

—888—

১। পল্বল, ডোবা, অল্প জলাশয়।
২। ক্রোড়দল, শূকর সকল।

অষ্টম সর্গ।

দৈত্যসেনা আগত দেখিয়া ধনঞ্জয়,
পূর্ব্ব মুখে শুচিমনে স্মরে অস্ত্রচয়।
নরলোকে দেবলোকে যত অস্ত্র ছিল,
দেবমূর্ত্তি ধরি সবে তখনি আসিল॥
কিঙ্করে যে আজ্ঞা হবে বহিবে অচিরে,
কহিয়া হইল লীন বীরের শরীরে।
অস্ত্রবলে বীর-সিংহ প্রতপে দ্বিগুণ,
ভাস্করের তেজে যেন রাত্রিতে আগুন॥
তেজঃপুঞ্জে সুদুষ্প্রেক্ষ্য হইল বিক্রমী,
সূর্য্য যেন নভোমধ্য নিদাঘে আক্রমি।

৫। অচিরে, অবিলম্বে, শীঘ্র।

৭। প্রতপে, প্রতাপযুক্ত হয়।

৮। ভাস্করের ইত্যাদি। প্রসিদ্ধি আছে রাত্রিতে সূর্য্য স্বীয় তেজ অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া অস্তগত হন।

৯। সুদুষ্প্রেক্ষ্য, যাহা অতিকষ্টে দেখিতে পারা যায়।

অনন্তর কম্বু দেবদত্ত-নামধেয়,
ফুঁকাইল প্রগুণিত-নিস্বনে কৌন্তেয়॥
ভূমি ভূমিধরে যেন করিয়া বিদীর্ণ,
নিমিষে হইল ধ্বনি সর্ব্বদিকে কীর্ণ।
রণ-শঙ্খ বাদ্য শুনি ফাল্গুনির প্রতি,
প্রতিশব্দ-ছলে সিন্ধু দিল অনুমতি॥
শ্রবণকুহর যেন হইল বধির,
চমকিল তিন লোক সহসা অধীর।
শব্দে স্তব্ধ হয় স্বর্গে দেব সমুদায়,
বুঝিল যুঝিতে শঙ্খ অর্জ্জুন বাজায়॥
সুরাসুর সুরমুনি গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ঔৎসুক্যে আকুল সবে দেখিতে সমর।
কার্য্য পরিহরি নিজ নিজ যানে চড়ি,
রণস্থলে ব্যোমতলে চলে তড়বড়ি॥
আসিলেন ঐরাবতে আরোহিয়া হরি,
বামার তিলক বামে ইন্দ্রাণী সুন্দরী।

১। কম্বু, শাঁখ।
২। প্রগুণিত, যাহা গুণন করা হইয়াছে
৩। ভূমিধর, পর্ব্বত।
৪। হরি, ইন্দ্র।

স্নান হয় উমা সঙ্গে অনঙ্গ-দমন,
তক্ষন কৈলাস শৃঙ্গে কৈলা আগমন॥
শিরে ছত্র বিচিত্র শোভিছে শুভ্র-ছবি,
পূর্ব্বাহ্নেতে পূর্ব্বাদ্রির ঊর্দ্ধে যেন রবি।
দেবতা তেত্রিশ কোটি চৌদিকে বেড়িয়া,
কুলাচল রহে যেন সুমেরু ঘেরিয়া॥
রণ-মুখে হত যোধ গ্রহণ করিতে,
লক্ষ লক্ষ সুরাঙ্গনা আসিল ত্বরিতে।
বেশ ভূষা রূপের ছটাতে লয় চিতে,
মেঘ বিনা নভ বুঝি ব্যাপিল তড়িতে॥
আসিয়া শনক আদি সপ্তর্ষি মণ্ডল,
বাত্রে যথা, অলঙ্করে তথা নভস্থল।
চিত্ররথ বিশ্বাবসু যুদ্ধ দেখিবারে,
উত্তরিলা গন্ধর্ব্ব পৃতনা পরিবারে॥

১। অনঙ্গ-দমন, শিব, মহাদেব।

৩। শুভ্র-ছবি, ধবল কান্তি যুক্ত।

৭। যোধ, যোদ্ধা,

১২। অলঙ্করে, সুশোভিত করে।

১৪। গন্ধর্ব্ব পৃতনা পরিবারে, গন্ধর্ব্ব জাতীয় সৈন্য-পরিবৃত হইয়া।

গুহ্যক কিন্নর সিদ্ধ যক্ষ-অনুচরে,
কুবের পুষ্পক রথে অম্বর আবরে।
পাতাল করিয়া শূন্য শূন্য আবরিয়া,
বাসুকি প্রভৃতি নাগ আসিল ধাইয়া॥
বিজয়ের প্রতিকূলে আকাঙ্ক্ষি বিজয়,
আসিল অসুর রক্ষঃ পিশাচ নিচয়।
দেবযোনি যত আছে সবে সমুৎসুক,
দেখিতে আসিল সেই রণের কৌতুক॥
শরৎ সময়ে সরঃ যেন পদ্মফুলে,
সঙ্কুল হইল ব্যোম তথা দেবকুলে।
ঊর্দ্ধে থাকি দেখে যুদ্ধ অমর সকল,
হস্তি সিংহে রণ যথা হেরে পাখিদল॥
নিবাতকবচগণ প্রথমে আসিয়া,
ঘেরিল পার্থের রথ চৌদিকে বেড়িয়া।
শিশির সময়ে ঘোর কুয়াশা যেমন,
পূর্ব্বাহ্নে তপন বিম্বে করে আবরণ।

৫। বিজয়ের, অর্জ্জুনের।

রুক্ষ চক্ষু ঘুরাইয়া তরক্ষুর মত,
সরোষে পরুষ ভাষে দিতিসুত যত।
রে কৌরবাধম! তোর সাহস দুর্ব্বার,
ক্ষুধিত হর্য্যক্ষ-মুখে পড়িলি পামর॥
যুঝিতে দুর্ব্বুদ্ধি তোরে দিল কোন জন,
ডাক তারে সে আসিয়া রাখুক এখন।
বুঝিয়াছি বাসব দিয়াছে পরামর্শ,
তোর প্রতি ছিল তার পূর্ব্বের অমর্ষ॥
শচীর চাতুর্য্যাবর্ত্তে, অথবা পড়িয়া,
মরিলি রে মূঢ় হিতাহিত না বুঝিয়া।
বিমাতা সপত্নীসুতে যেরূপ প্রণয়,
অহি আর নকুলেও তার তুল্য নয়॥
সংহারিতে তোরে শচী করিল কৌশল,
তাহার কথায় মতি দিল আখণ্ডল।

১। তরক্ষু, নেকড়িয়া বাঘ, ব্যাঘ্র বিশেষ।

২। পরুষ, নিষ্ঠুর কথা,

৪। হর্য্যক্ষ, সিংহ, কেশরী।

৯। চাতুর্য্যাবর্ত্ত, চাতুর্য্য স্বরূপ আবর্ত্ত, জলের পাক।

তুই মলে শোকে কুন্তী মরিবে নিশ্চয়,
দূর হবে পৌলোমীর সপত্নীর ভয় ॥
যা হউক সে হউক তোরে সংহারিব,
প্রণিপাত অনুনয় কিছু না মানিব।
দুর্য্যোধন সনে তুই করিস্ বিরোধ,
তেঁই তোর প্রতি আছে আমাদের ক্রোধ ॥
চিরদিন পক্ষপাতী মোরা তার প্রতি,
স্বভাবে পক্ষের গুণে বদ্ধ দিনপতি।
তার ভয়ে পলাইয়া স্বদেশ হইতে,
এখানে পড়িলি পুন ঘোরতর ভীতে ॥
মৃগ যেন এড়াইতে তরক্ষুর দায়,
প্রবেশে ভীষণ সিংহ সেবিত গুহায়।
প্রথমে বধিব তোরে মরিবে পশ্চাতে,
অযত্নে পাণ্ডব চারি শোক শল্য পাতে ॥

---

* ২। পৌলোমী, ইন্দ্রাণী, শচী।

৫। দুর্য্যোধন সনে ইত্যাদি। মহাভারতে আছে দুর্য্যোধন দৈত্যাদিগের অংশে জাত।

১০। ভীতে, ভয়েতে; ভী, ভয়।

১৪। শোক শল্য পাতে, শোক স্বরূপ যে শল্য অস্ত্র-বিশেষ তাহার পতনে।

নিষ্কণ্টকে ধার্ত্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভুঞ্জিবে,
তোদের নিবাপকার্য্য কৃপাতে করিবে।
দ্রৌপদী হইবে যোগ্যা মহিষী তাহার,
নৃপ বিনা বানরে কি সাজে মুক্তাহার॥
নানাবিধ কটু বাক্যে দৈত্যরাজগণ,
এই রূপে বীভৎসুকে করিল ভৎ‍র্সন।
কালকূটে ভরাইয়া অর্জ্জুনের কান,
পশিল সে বাক্য হৃদে যেন দিগ্ধ বাণ॥
ঈষদ্ অমর্ষে পার্থ স্ফুরিত-অধর,
অম্ভোদ-গম্ভীর স্বরে করিলা উত্তর।

১। নিষ্কণ্টকে, পাণ্ডব রূপ ক্ষুদ্র শত্রু বিহীন হইয়া। ধার্ত্তরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন।

২। নিবাপ কার্য্য, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে তিল-তোয়াঞ্জলি প্রভৃতি দেওয়া যায় তৎস্বরূপ ক্রিয়া।

৬। বীভৎসুকে, অর্জ্জুনকে।

৮। দিগ্ধ বাণ, বিষাক্ত তীর।

৯। ঈষদ অমর্ষে, অল্প ক্রোধে। স্ফুরিত-অধর, যাহার নীচ ওষ্ঠ কাঁপিতেছে।

১০। অম্ভোদ গম্ভীর। অম্ভোদ, মেঘ তাহার ন্যায় গম্ভীর।

উর্জ্জস্বি বচনমাত্রে বীর কেহ নয়,
শাস্ত্র অধ্যয়ন মাত্রে ধীর কেবা হয়॥
দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র মাত্রে না হয় ব্রাহ্মণ,
কেবল বিজয়ে রাজা না হয় কখন।
উৎসাহেতে জানি বীর ধৈর্য্যে ধীর জানি,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ, রঞ্জনে রাজা মানি॥
কার্য্যেতে প্রকাশে গুণ গুণী যেই জন,
শরন্মেঘ সম বৃথা না করে গর্জ্জন।
তপন নিঃশব্দে তপে, মৌনে অগ্নি দহে,
শ্লাঘা বিনা সর্ব্বংসহা সর্ব্ব ভার সহে॥
শক্তি থাকে প্রকাশহ বীরতা বিভব,
গাণ্ডীব ধরিয়া এই রহিল পাণ্ডব।
করিয়াছ মহেন্দ্রের বহু অপকার,
মোর হস্তে লহ অদ্য তার প্রতিকার॥
সবারে করিব ক্ষণে যমের অধীন,
দশ দিন চোরের সাধুর এক দিন।

১। উর্জ্জস্বি তেজস্বী। গর্ব্বিত।
১০। সর্ব্বংসহা, পৃথিবী।

এইমাত্র বলিয়া গাণ্ডীব ধনু ধরি,
গিরীন্দ্র-গৌরবে বীর রহে রথোপরি॥
বীর্য্যমদে মাতিয়া রুষিল দৈত্যকুল,
দানব মানবে যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
সিংহনাদে গর্জ্জিয়া হাঁকিয়া স্ব স্ব নাম,
দৈত্যগণ ছাড়ে খরতর শরগ্রাম॥
কোন মল্ল মারে ভল্ল ধনু উল্লাসিয়া,
অন্যে হানে কর্ণি বাণ আকর্ণ টানিয়া।
কেহ মুঞ্চে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ শিতধার,
বিপাঠে অপর ভট করিল প্রহার॥
ক্ষিপ্র কেহ ক্ষুরপ্র চালায় দীপ্রতর,
অন্যে ছাড়ে শঙ্কাকারী কঙ্কপত্র শর।
ত্যজে কেহ কূর্ম্মনখ বাণ মর্ম্মভেদী,
অন্তকারী বৎসদন্ত কোন অস্ত্রবেদী॥
বিবিধ আয়ুধ ক্রোধে ছাড়ে দৈত্য যোধ,
সহসা হইল শরে সুরপথ রোধ।

২। গিরীন্দ্র-গৌরবে। গিরীন্দ্র, হিমালয় বা সুমেরু তাহার যেরূপ গরিমা সেইরূপ গরিমাতে।
১১। ক্ষিপ্র, শীঘ্র। দীপ্রতর অতিশয় দীপ্তিযুক্ত বা উজ্জ্বল।
১৬। সুরপথ, আকাশ।

দীপ্ত শরজাল ব্যোমে লাগিল শোভিতে,
খদ্যোত আবলি যেন বর্ষার রাত্রিতে ॥
অবিরল শরাসার পার্থের রথেতে,
জলধারা পড়ে যেন শৈলের পৃষ্ঠেতে।
ইষুবর্ষে আচ্ছাদিত হইল স্যন্দন,
শলভ পতনে ঢাকে পাদপ যেমন ॥
বৈরীর বিশিখ বৃষ্টি দৃষ্টে পাণ্ডুসুত,
চণ্ডরবে গাণ্ডীব কোদণ্ড টানে দ্রুত।
ভীমানুজ ভুজবলে গর্জ্জিল শিঞ্জিনী,
গিরিপক্ষ চ্ছেদে যথা ইন্দ্রের হ্লাদিনী ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর তূণীর হইতে,
তুলিল অতুলতর শর আচম্বিতে।

২। খদ্যোত, জোনাকী পোকা।

৩। শরাসার, বাণ বৃষ্টি।

৫। ইষু বর্ষে, বাণ বর্ষণে।

৬। শলভ, পতঙ্গ, এক প্রকার ফড়িঙ্গ।

৮। কোদণ্ড, ধনুঃ।

৯। ভীমানুজ ভুজবলে, অর্জ্জুনের বাহুবলে আকৃষ্ট হওয়াতে। শিঞ্জিনী, ধনুকের ছিলা বা গুণ।

১০। হ্লাদিনী, বজ্র।

১২। অতুলতর, যাহার তুলনা হইতে পারে না।

আকর্ণ টানিয়া গুণ গুণাঢ্য ফাল্গুন,
শত শত শিত বাণ এড়ে পুনঃ পুন ॥
তারা হেন ছুটে তীর বেগে অনর্গল,
চাকে ঢেলা দিলে যেন মৌমাছি সকল।
অর্জ্জুনের বাণাগ্নি দৈত্যের শরবণে,
দহিল পূর্ব্বেতে যেন খাণ্ডব কাননে ॥
নিমিষে বৈরীর বীর বাণ বিনাশিয়া,
নারাচ সন্ধান করে ধনুতে হাসিয়া।
অলক্ষিতে প্রত্যেক দানবে লক্ষ্য করি,
দশ দশ নারাচ এড়িল নরহরি ॥
গাণ্ডীব হইতে যেন সমান সময়,
শ্বাসিয়া বাহিরাইল নারাচ নিচয়।
ভূতেশের জটাজূট হইতে যেমন,
সংহারে নির্গমে বেগে আশীবিষগণ ॥
গরুড়ে দেখিলে সর্প নিবর্ত্তে তরাসে,
অমোঘ পার্থের বাণ গরুড়েও নাশে।

১০। নরহরি, মনুষ্যমধ্যে সিংহের ন্যায়, অর্থাৎ মানব শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন।

১৩। ভূতেশ, মহাদেব, শিব।

১৬। অমোঘ, অব্যর্থ। নাশে, নাশিতে পারে।

নারাচের আঘাতে অনেক দৈত্যসেনা,
মরিল উগারি মুখে রক্ত আর ফেনা ॥
কেহ বা হইল হত কেহ বা আহত,
হস্ত পদচ্ছেদে কেহ কুষ্মাণ্ডের মত।
সহসা মস্তক কারো পড়িল ধরায়,
কবন্ধের ন্যায় তবু পূর্ব্ববেগে ধায় ॥
সারথি বিনাশে কোন রথীর স্যন্দন,
অবিরত ঘুরে মাত্র বাত্যার মতন।
শরাঘাতে অশ্বারোহী পড়ে রণস্থলে,
ব্যূহ ভাঙ্গি বেগে অশ্ব ধায় বিশৃঙ্খলে ॥
করিকুম্ভ বিদারিয়া পার্থ তীক্ষ্ণ শরে,
যশে আর মুক্তাফলে ধরা পূর্ণ করে।
দেবলোকে উঠে কীর্ত্তি পার্থের অচিরে,
দেব-মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পড়ে তার শিরে ॥

৬। কবন্ধ, মস্তকহীন ভূত বিশেষ।

৮। বাত্যা, ঘুরণিয়া বাতাস।

১০। বিশৃঙ্খলে, বে আড়া রকমে।

১১। করিকুম্ভ, হস্তীর কুম্ভ।

১৩। অচিরে, অবিলম্বে।

পার্থ-বাণে দৈত্যসৈন্য হইল আকুল,
অনল-আক্রান্ত বনে যথা মৃগকুল।
হেন কালে পুন শঙ্খ বাজাইল জিষ্ণু,
জম্ভের সমরে পাঞ্চজন্য যথা বিষ্ণু॥
সে বিশাল নিনাদে কাঁপিল সমকাল,
বৈরীর হৃদয় আর ধরা-চক্রবাল।
বধির করিয়া কর্ণ-কুহর অমনি,
আট দিক্ হইতে উঠিল প্রতিধ্বনি॥
ভগ্নপ্রায় ব্যূহ দেখি দানব সকল,
অধিক রুষিল যেন মত্ত দন্তাবল।
পাণ্ডবের রথ-পথ আগুলিল গিয়া,
সূর্য্যপথ যথা বিন্ধ্য পূর্ব্বেতে বাড়িয়া॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া পূর্ব্বে নাম শুনাইয়া,
পুন অস্ত্রশস্ত্র এড়ে অর্জ্জুনে লক্ষিয়া।
গিরিকূট সদৃশ ভীষণ দরশন,
ঘুরাইয়া গদা কেহ করিল ক্ষেপণ॥

৩। জিষ্ণু, অর্জ্জুন।

৪। জম্ভের সমরে, জম্ভ নামক অসুরের সহিত যুদ্ধে।

৬। ধরা-চক্রবাল, পৃথিবী মণ্ডল।

১৫। গিরিকূট, পর্ব্বতের শৃঙ্গ।

অধর দংশিয়া কেহ রাঙ্গাইয়া দৃষ্টি,
সৃষ্টি সংহারিতে যেন করে ঋষ্টি-বৃষ্টি।
পরুষ গর্জ্জিয়া কেহ পরশু তুলিয়া,
একতাল গিরি সম আক্রমে ধাইয়া॥
শূল রোগ সদৃশ কেহবা শূল লয়ে,
জ্বরের মতন ধায় ভীমাকৃতি হয়ে।
মুদ্গার ঘুরায় কেহ মণ্ডলী করিয়া,
পদভরে ধরা কাঁপে দেখি কাঁপে হিয়া॥
কোন দৈত্য মূর্ত্তিমতী যেন বীর-শক্তি,
সমরে আসক্তি দর্শাইয়া ছাড়ে শক্তি।
দণ্ডধর সোসর, হইয়া দণ্ডপাণি,
পার্থপ্রতি ধায় কোন দৈত্য অভিমানী।
মাতলিকে বিনাশিতে কোন মহাবল,
বেগে ধায় করে ধরি বিশাল মুষল।
অন্যে চলে কোষ-মুক্ত নিশিত-অসিতে.
যজ্ঞিয় পশুর ন্যায় অশ্বে বিনাশিতে॥

৩। পরুষ, নিষ্ঠুর।
১১। দণ্ডধর সোসর, যমের সদৃশ।
১৬। যজ্ঞিয় পশু, অশ্বমেধাদির অশ্বাদি

দেখিয়া মহেন্দ্র-সুত, ধনুতে যুড়িল দ্রুত,
মাধব নামে অদ্ভুত, ইন্দ্রপ্রিয় অস্ত্র।
উল্কা হেন বেগবান্, ছুটে অস্ত্র খরশাণ,
কাটে করি খান খান, দৈত্যদের শস্ত্র॥
বিপক্ষের শস্ত্র যত, নিবারিয়া শত শত
শর যুড়ে অবিরত, পুন বীর চাপে।
কি দক্ষিণ কিবা বাম, দুই হাতে অবিশ্রাম,
সব্যসাচী শরগ্রাম, এড়িল প্রতাপে॥
ক্ষণমাত্রে শরেশরে, অর্জ্জুন দুর্দ্দিন করে,
মধ্যে বায়ু না সঞ্চরে, ঢাকিল আলোক।
অন্যোন্যে যেন লাগিয়া, শরগণ বেগে গিয়া,
বিদারিয়া দৈত্যহিয়া, পশে নাগলোক॥
যে যথা হয় গোচর, তথা তারে হানে শর,
পার্থের না সহে ভর, দৃষ্টি ফিরাইতে।
অরি-শিরে রণ স্থল, ব্যাপ্ত করে মহাবল,
বীজ যথা কৃষীবল, ছড়ায় ভূমিতে॥

১২। নাগলোক, পাতাল।

১৬। কৃষীবল, কৃষক, কৃষাণ।

রণে হয়ে কুতূহলী, চালায় রথ মাতলি,
ভূমে বহু দৈত্যে বলী, পাড়িয়া নিমিষে।
বহু তবু অল্পপ্রায়, অশ্বগণ বেগে ধায়,
খুর দিয়া দৈত্যকায়, হানিয়া হরিষে॥
অর্জ্জুনের বাণপাতে, অশ্বের চরণাঘাতে,
মাতলি সূতের হাতে, কশার প্রহারে।
বহু হৈল যমাধীন, দৈত্যেরা তবু অদীন,
কাতর কি হয় মীন, পুত্রশোক ভারে॥
মৃত তুরঙ্গ মাতঙ্গে, বিকট দানব অঙ্গে,
তিলমাত্র যুদ্ধরঙ্গে, স্থান নাহি খালী।
শিবা গৃধ্র কাক চিল, আসি করে কিল কিল,
পিশাচ বেগে আসিল, দিয়া করতালী॥
রণভূমি, পিতৃবন, হইল অতি ভীষণ,
তাহে পুন ভূতগণ, কোলাহল করে।
দূরে থাক দরশন, শুনিলে সে বিবরণ,
হৃদয় কাঁপে সঘন, শরীর শিহরে॥

১৩। পিতৃবন, শ্মশান।

শোণিতের স্রোতস্বতী, বহে অতি বেগবতী,
আবর্ত্তে আকুলগতি, তরঙ্গে বিষম ॥
রাশি রাশি ভাসে ফেন, চর্ম্ম ভাসে কূর্ম্ম হেন,
হস্তী জলহস্তী যেন, পত্তি মীন-সম ॥
সহস্র সহস্র হয়, মকর কুম্ভীর হয়,
কেশ শ্মশ্রু সমুদয়, হইল শৈবাল।
বর্ম্ম হৈল শিশুমার, রথ ধুরী সর্পাকার,
রথ-চক্র ভাসে আর, যেন ঘড়িয়াল ॥
রক্ত-নদী রস-ভরে, বিস্তৃত তরঙ্গ করে,
সাগরেতে অভিসরে, দ্রুততর গিয়া।
নূতন দয়িতা সঙ্গে, অবিলম্বে স্ফীত-অঙ্গে,
অনুরক্ত হয় রঙ্গে, জলধির হিয়া ॥

১। স্রোতস্বতী, নদী।

৩। চর্ম্ম, ঢাল।

৪। পত্তি, পদাতিক সৈন্য।

৫। সহস্র সহস্র হয়, হাজার হাজার ঘোড়া।

৬। শিশুমার, শুশুক।

৭। রক্তনদী, শোণিতের নদী, অথচ অনুরক্তা নদী। রসভরে, শোণিতস্বরূপ জলের আধিক্যে, অথচ অনুরাগের আতিশয্যে।

ধরণীর রক্ত-রজে, অম্বর রক্তিমা ভজে,
সন্ধ্যার জলদ ব্রজে, ব্যাপিলে যেমন।
রেণুতে ঢাকি অমনি, যেন পদ্মরাগ মণি,
ধরিল অম্বর-মণি, লোহিত বরণ ॥
এরূপে অরি সংহরি, রণেতে নর-কেশরী,
বনে যথা চরে হরি, হরিণ মারিয়া।
তবু নহে মন্দবল, প্রশান্ত কি হয় বল,
সাগরে বাড়বানল, সলিল দহিয়া ॥
সমর সময়ে তার, দেখিয়া ভীম আকার,
যুঝিতে না পারে আর, দিতিসুতগণ।
সংসার সংহার তরে, হর যবে ক্রোধ ধরে,
হেন কার সাধ্য করে, সে মূর্ত্তি দর্শন ॥

অর্জ্জুনের শর, দানব নিকর,
সহিতে নারিল যবে,
সমুখ সমর, ছাড়িয়া সত্বর,
পলাইয়া যায় সবে।

১। অম্বর, আকাশ, অথচ বস্ত্র।

৪। অম্বরমণি, সূর্য্য।

৬। হরি, সিংহ।

মায়াবী সকলে, নানা মায়া বলে,
পুন যুঝিবার তরে,
সভয় হৃদয়ে, অন্তর্হিত হয়ে,
অম্বর-মণ্ডলে চরে ॥
দৈত্যে না হেরিয়া, হরিষে চাহিয়া,
সূতের বদন পানে,
বুঝি দৈত্যকুলে, নাশিনু সমূলে,
কুন্তীসুত হেন মানে।
আকার ইঙ্গিতে, বুঝিয়া ভঙ্গীতে,
মনের আশয় তার,
মাতলি ঈষদ, হাসিয়া গদ্‌গদ,
বচনে কহিছে সার ॥
জাননা ফাল্গুণ, দৈত্যদের গুণ,
কুশল তারা মায়ায়,
মায়ার বিস্তারে, সাধুকে প্রতারে,
ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়।

১৪। কুশল, নৈপুণ্যশালী।

১৫। প্রতারে, প্রতারণা করে, ঠকায়।

১৬। ঐন্দ্রজালিক, ভেলকীওয়ালা, বাজিকর।

এখনো দানব, মরে নাই সব,
পার্থ হও সাবধান,
পুন ধূর্ত্তগণ, দিবে মায়া-রণ,
এই করি অনুমান ॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে যুদ্ধারম্ভো নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ।

—৫৪৪—

ক্ষণমাত্র বিলম্বিয়া, পার্থে জিনিতে বাঞ্ছিয়া,
মায়া বিস্তারিল দৈত্যগণ,
কুঞ্জরে নিরখি বনে, শূকর বুঝিয়া মনে,
জাল পাতে কিরাত যেমন।
হুঙ্কার ছাড়িয়া চণ্ড, বরিষে প্রস্তর-খণ্ড,
অর্জ্জুনের রথের উপরে,
গর্জ্জিয়া সলিলধর, যেন করকা-প্রকর,
ধরাধর-পৃষ্ঠে বৃষ্টি করে ॥

৪। কিরাত, ব্যাধ।

৭। সলিলধর, মেঘ। করকাপ্রকর, মেঘ হইতে যে শিল পড়ে তৎসমূহ।

৮। ধরাধর, পর্ব্বত।

বিস্তর প্রস্তর বর্ষে, ধনুতে পার্থ অমর্ষে,
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিল,
গিরির শিলা বৃষ্টিতে, রুষিয়া পক্ষ ভেদিতে,
ইন্দ্র যথা পূর্ব্বে বজ্র নিল।
শিলা পড়ে যথা যথা, তীক্ষ্ণ বাণে তথা তথা,
পণ্ডিত পাণ্ডব লক্ষ্য করে,
শরের আঘাতে তূর্ণ, প্রস্তর হইল চূর্ণ,
স্ফুলিঙ্গ নির্গমে ঝরঝরে॥
হেন মতে ক্ষিপ্ত শিলা, ক্রমে বীর বিনাশিলা,
দৈত্যদের জয়াশা সহিত,
হুঙ্কারে লক্ষিয়া বীর, পরে শব্দবেধী তীর,
ছাড়ি মারে প্রচুর অহিত।
ছায়া দেখি ভূমিতলে, আকাশে কাহারো গলে,
বিঁধিল বিষম শরজালে,

৩। গিরির ইত্যাদি—গিরিশব্দে এস্থানে পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্যথা পর্ব্বতের শিলাবৃষ্টি সম্ভব হয় না। যথা, পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ। ইতি রঘুবংশে ৪র্থ সর্গে ৪০ শ্লোক।

কৃষ্ণার বরণ দিনে, মৎস্য-চক্র-স্থিত মীনে
বিভেদিল যথা পূর্ব্ব কালে ॥
ব্যর্থ দেখি শিলা বৃষ্টি, পুনশ্চ মায়ার-সৃষ্টি
দৈত্যগণ দম্ভে আরম্ভিল,
ঝম ঝম বৃষ্টিপাত, সন সন চণ্ড বাত,
সহসা সমরে উপজিল।
মায়াময় ঘনঘটা, মায়া-বিদ্যুতের ছটা,
মাঝে মাঝে ঘোর গরজন,
শ্রাবণের বর্ষা জিনি, বৃষ্টিতে পূরে মেদিনী,
অন্য কিছু না হয় দর্শন ॥
সুশিক্ষিত গুড়াকেশ, তথাপি না মানে ক্লেশ.
পবনে কি গিরিবর কাঁপে,
বিশোষণ অস্ত্র বলে, শুষিল নিখিল জলে,
নিদাঘের রবির প্রতাপে।
বৃষ্টির হইল শোষ, দৈত্যেরা করিয়া রোষ,
জনমায় চণ্ড পবমান,

১। কৃষ্ণা, দ্রৌপদী।
১১। গুড়াকেশ, অর্জ্জুন।
১৬। পবমান, বাতাস।

তৃণ ধূলি উড়াইয়া, তরু লতা উপাড়িয়া,
বহিল অনিল বেগবান্‌ ॥
পার্থ-রথে বায়ু লাগে, রথ নাহি চলে আগে,
শঙ্কা দেয় পশ্চাতে যাইতে,
মাতলি অদ্ভুত মানে, কশা দিয়া অশ্বে হানে,
তবু অশ্ব না পারে টানিতে।
চাহিয়া সূতের আস্য, করিয়া ঈষদ হাস্য,
অস্ত্র নিল পার্থ মহাবল,
বীর পর্ব্বতাস্ত্র দিয়া, বায়ুর বেগ ধরিয়া,
দেখাইল শিক্ষার কৌশল ॥
দৈত্যগণ অমর্ষণ, পুনশ্চ করে বর্ষণ,
মায়াময় দুঃসহ দহন,
হুঁহুঁ শব্দে সে অনল, ব্যাপিয়া নভোমণ্ডল,
আক্রমিল পার্থের স্যন্দন।
লেলিহান জিহ্বা সম, শত শত দীপ্ততম,
শিখা উঠে দেখি লাগে ভয়,

৭। আস্য, মুখ।
১১। অমর্ষণ, ক্রোধান্ধ অথবা ক্ষমা-রহিত।
১৫। লেলিহান জিহ্বা, অর্থাৎ যে জিহ্বা দিয়া কোন বস্তু চাটা যাইতেছে।

যে দিকে ফিরায় দৃষ্টি, সেই দিকে অগ্নি বৃষ্টি,
সৃষ্টি যেন হৈল অগ্নিময় ॥
তবে অস্ত্র জলময়, অভিমন্ত্রে ধনঞ্জয়,
বাম হস্তে ধরি দিব্য চাপ,
সেই আয়ুধ সন্ধানে, নিবাইল শিখাবানে,
মূর্ত্ত যেন অরির প্রতাপ।
মায়া যদি গেল দূরে, দৈত্যবৃন্দ রোষে পূরে,
হুঙ্কারে এড়িল নাগ পাশ,
সহস্র সহস্র নাগ, আবরিয়া নভো ভাগ,
বেগে ধায় পাণ্ডবের পাশ ॥
উঠাইয়া অগ্রকায়, ফণা বিস্তারিয়া যায়,
ফণা-মণি জ্বলে ধক ধকে,
মুখে বিষ উগারিয়া, সৃক্কদ্বয় জিহ্বা দিয়া,
মুহুর্মুহু চাটে লক লকে।

৩। অভিমন্ত্রে, মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত বা পূত করে।

৫। শিখাবানে, অগ্নিকে।

৬। মূর্ত্ত, মূর্ত্তিমান্।

১১। অগ্রকায়, শরীরের পূর্ব্বভাগ।

১৩। সৃক্কদ্বয়, মুখচ্ছিদ্রের ডানি বাম দুই পার্শ্ব।

আলোহিত চক্ষুর্দ্বয়, যেন অগ্নি শিখাময়,
অমর্ষে ঘূর্ণায়মান ভৃশ,
গণ্ড ফুলাইয়া ঘন, শ্বসিয়া করে গর্জ্জন,
কামারের ভস্ত্রার সদৃশ ॥
হেন কালে জপি মন্ত্র, বৈনতেয়-পরতন্ত্র,
অস্ত্র ছাড়ে কুরুবংশ-মণি,
ভুজঙ্গের সংখ্যা যত, গরুড় হইয়া তত,
ধনু হৈতে নির্গমে অমনি।
পাখ সাট দিয়া ঘন, ধাইয়া গরুড় গণ,
শত শত ভুজঙ্গমে গ্রাসে,
তখনি ত্যজিয়া দর্প, মাথা গুঁজি কত সর্প,
ভূমির বিবরে পশে ত্রাসে ॥
এইরূপে অরি-সার্থ, যত মায়া করে পার্থ,
সকলি নিবারে অস্ত্র-বলে,
দেখিয়া অধিকতর, রুষিল দৈত্য নিকর,
ঝড়ে যেন সাগর উথলে।

৪। ভস্ত্রা, হেতেন।

৫। বৈনতেয় পরতন্ত্র, যে মন্ত্রের বা অস্ত্রের দেবতা গরুড় তাদৃশ মন্ত্র বা অস্ত্র।

১১। অরিসার্থ, শত্রুসমূহ।

পাণ্ডবে করিতে জয়, পুন সজে দৈত্যচয়,
বহুবিধ মায়ার প্রপঞ্চ;
মাতরিশ্বা, বৈশ্বানর, আয়ুধ, সর্প, প্রস্তর,
একদা বর্ষিল এই পঞ্চ ॥
শম্ভু শিরে গঙ্গা যেন, পার্থের মস্তকে হেন,
পড়িল সে বৃষ্টি ভয়ঙ্কর,
সে বেগ ধরিল ধীর, ঊর্ম্মিবেগ জলধির,
সহে যথা সহ্য মহীধর।
পার্থে পঞ্চ মায়াবল, হইল যদি বিফল,
যতিতে কামের যেন বাণ,
উশনারও নীতি হর, আরম্ভে দৈত্য-নিকর,
অন্যবিধ মায়ার বিধান ॥

২। প্রপঞ্চ, বিস্তার।

৩। মাতরিশ্বা, পবন,। বৈশ্বানর, অগ্নি।

১০। যতিতে, মুনিতে অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়াছে।

১১। উশনারও, শুক্রাচার্য্যেরও।

যুদ্ধ-রঙ্গে অলক্ষিতে, পড়িল ঊর্দ্ধ হইতে,
যবনিকা সদৃশ আঁধার।
সূর্য্যেরো অবার্য্য তম, দিবসে তামসী ভ্রম,
জন্মাইয়া, পাইল বিস্তার॥
ঢাকিয়া সূর্য্যের কর, চারি দিকে সান্দ্রতর,
অন্ধকার ব্যাপিল গগণ।
অমানিশি অর্দ্ধরাত্রে, প্রদীপ নির্ব্বাণ মাত্রে,
দ্বার-রুদ্ধ গৃহেতে যেমন॥
চলিত অথবা স্থিত, অসিত অথবা সিত,
উচ্চ নীচ দর্শন না হয়।
চক্ষুতে আঙ্গুল দিলে, অনুভব নাহি মিলে,
অকালে প্রবর্ত্তে যেন লয়॥
প্রগাঢ় তিমির-ভরে, শ্বাস যেন রোধ করে,
শরীরেতে চাপা যেন লাগে।

২। যবনিকা, পর্দ্দা।

৩। অবার্য্য, যাহাকে বারণ করা যায় না। তামসী, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি।

৫। সান্দ্রতর, অতিশয় নিবিড়।

৯। অসিত, কাল। সিত, শুক্লবর্ণ।

কালিন্দী জল সমূহে, অথবা অঞ্জনব্যূহে,
শূন্য বুঝি মুজিল দিগ্‌ভাগে ॥
বিশ্ব দেখি ধ্বান্তময়, মাতলি পাইল ভয়,
সবিস্ময় ইন্দ্রসুত বীর।
তুরঙ্গে না শুঝে পথ, বিশৃঙ্খলে চলে রথ,
আসন নড়িল সারথির ॥
পড়িয়া অবনিতলে, মাতলি পাণ্ডবে বলে,
ভয়ে ভিন্ন স্বরে পুনঃপুন।
আয়ুষ্মন্! বল বল, তোমার মঙ্গল বল,
কোথা তুমি রয়েছ ফাল্গুন ॥
হেথা আমি স্থানভ্রষ্টে, ভূমিতে পড়িনু কষ্টে,
স্যন্দনের বিষম গমনে।
চাবুক পড়িল কোথা, রথ কোথা তুমি কোথা,
কিছুমাত্র না দেখি নয়নে ॥
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গে, সোনার কশার সঙ্গে,
হারাইনু বুদ্ধিশুদ্ধি যত।

১। কালিন্দী, যমুনা নদী।

৮। ভিন্নস্বরে, গলাভাঙ্গা সুরে।

৯। আয়ুষ্মন্, দীর্ঘ আয়ু যাহার আছে

সঙ্কট দেখিয়া ঘোর, অদ্যই হইল মোর,
অভিনব ভয় উপনত ॥
শুনিয়া থাকিবে পার্থ, দেবাসুরে অমৃতার্থ,
পূর্ব্বেতে বাজিল ঘোর আজি।
বহ্নি তাহে সুরস্বামী, সারথি মারুত আমি,
ইন্ধন দনুজ বংশ রাজি ॥
শম্বর নমুচি জম্ভ, যেন মূর্ত্তিমান্ দম্ভ,
যবে দিল তুমুল আহব।
মোর রথপোতে বসি, অহিত-সাগরে পশি,
জয়-রত্ন লভিল বাসব ॥

৫। সুরস্বামী, ইন্দ্র।

৬। ইন্ধন, দাহ্যবস্তু, কাষ্ঠ ইত্যাদি। বংশ, কুল অথচ বাঁশ। রাজি, শ্রেণী, সমূহ।

৮। আহব, যুদ্ধ।

৯। রথপোতে, রথস্বরূপ অর্ণবযানে অর্থাৎ জাহাজে।

হঠে যবে ত্রিভুবন, আক্রমিল দশানন,
নিশাকর অন্ধকার ছবি।
আমারে করি সারথি, তারে নাশে দাশরথি,
অরুণ সহায় যথা রবি ॥
দেখিয়াছি সুস্থমনে, ত্রিপুরপুর-মথনে,
মৃত্যুর উৎসব ঘোর যুদ্ধ।
অকালে সংশয় দিয়া, সংহারী-রূপ ধরিয়া,
যে রণে পশিল হর ক্রুদ্ধ ॥
তারক নামে দৈতেয়, তারে যবে কার্ত্তিকেয়,
জিনিল তুমুল রণ-মুখে।
ইন্দ্রের হইয়া সূত, নিরখিয়া সে অদ্ভুত,
সাহসে ছিলাম আমি সুখে ॥
সঙ্খ্যা দিব কত আর, বড় বড় সম্প্রহার,
দৃক্‌পথে পড়িল বহুতর।

১। হঠে, বলপূর্ব্বক।

২। অন্ধকার ছবি, আঁধারের মত যাহার কান্তি।

৪। অরুণ, সূর্য্যের সারথি, যাহার নাম অনূরু।

৫। পুরমথন, মহাদেব, শিব।

১৩। সম্প্রহার, যুদ্ধ।

কিন্তু বয়ঃক্রমে মোর, এ হেন সমর ঘোর,
কখন না হইল গোচর ॥
হেন বুঝি বিধি আজি, ছল করি এই আজি,
প্রজাগণে করিবে সংহার।
বিনা প্রলয় সময়, অনুমানি কভু নয়,
সূচীভেদ্য হেন অন্ধকার ॥
পার্থ হও সাবধান, না করিহ ভয়-জ্ঞান,
অনর্থ তরুর মূল ভয়।
ভয়ে জ্ঞান চুরি করে, অজ্ঞানে শূরতা হরে,
শূরতা অভাবে নাহি জয় ॥
শুনি বাণী মাতলির, সভয় হইল ধীর,
তথাপি অভীরুভাবে বলে।
সূতবর স্থির রহ, ক্ষণমাত্র কষ্ট সহ,
ছলতমঃ বিনাশিব ছলে ॥
বিষে বিষ পায় ক্ষয়, কণ্টকে উদ্ধৃত হয়
কণ্টক, জলেতে কাটে জল।
গাণ্ডীব কোদণ্ড চণ্ড, অস্ত্র আর ভুজদণ্ড,
এ তিনের দেখ অদ্য বল ॥

৩। এই আজি, এই যুদ্ধ।
৬। সূচীভেদ্য, সূঁচ দিয়া যাহা ফোঁড়া যায়।

এতেক কহিয়া পার্থ, দৈত্য-মায়া বিনাশার্থ,
দৈবী অস্ত্র মায়া বিরচিল।
মন্ত্রিত মোহনী মায়া, বিপক্ষের মায়া ছায়া,
সহসা সকল বিনাশিল ॥
তমস্কাণ্ড গেল দূরে, ভুবন আলোকে পূরে,
পুলকে পূরিল দেখি সুত।
রথে আরোহিয়া পুন, ধরিয়া অশ্বের গুণ,
পার্থগুণ মানিল অদ্ভুত ॥
প্রকাশে হইল দৃষ্ট, শব-মুণ্ডে ক্ষিতিপৃষ্ঠ,
আবৃত হয়েছে অবিরলে।
দেখিলে সিহরে রোম, তামসী নিশিতে ব্যোম,
ঢাকে যথা নক্ষত্রপটলে ॥
পাদ বাড়াইতে স্থান, ভূমে নাই, দেখি যান,
নভঃপথে বহে অশ্ব যত।

২। দৈবী, দেবতা-সম্বন্ধিনী অর্থাৎ দেবতাদিগের নিকট শিক্ষিত।

৩। মন্ত্রিত, মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত। মোহনী অর্থাৎ শত্রুদিগের মোহজনিকা।

৫। তমস্কাণ্ড, অন্ধকার সমূহ।

১২। নক্ষত্র পটল, তারা সমূহ।

জ্ঞানবর বুঝি পার্থ, শরজালে অরি-সার্থ
বিনাশে নিমিষে শত শত ॥
দনু-সুত তবু ক্রোধে, সৃজিয়া মায়া বিরোধে,
পুনঃপুন জয়-অভিলাষে।
ক্ষণে সৃষ্টি তমোময়, ক্ষণেতে আলোক হয়,
পুন অন্ধকার বিশ্ব গ্রাসে ॥
ক্ষণে বৃষ্টি অতিশয়, ধরণী আপ্লুত হয়,
ক্ষণে পুন বহে চণ্ড বাত।
ক্ষণে বর্ষে বৈশ্বানর, পুন বর্ষে ঘোর শর,
পুনশ্চ প্রস্তর বৃষ্টি পাত ॥
এরূপে দনুজবর্গ, মায়াময় উপসর্গ,
যত যত সৃজে রোগ-সম।
নিপুণ বৈদ্যের ন্যায়, পাণ্ডুপুত্র বীর তায়,
সদ্য সদ্য করে উপশম ॥
হিমমুক্ত রবি সম, দানব-কুলের যম,
বীর হেন বিহরে সমরে।

৩। দনুসুত, অসুর। বিরোধে, বিরোধ করে।
১১। হিমমুক্ত, নীহারাবরণ হইতে নির্গত।

তথাপি অসুরগণ, জিনিতে করে যতন,
দরিদ্রে রতন সাধ করে ॥
মায়াতে সম্বরি দেহ, শাল তরু তুলি কেহ,
পাণ্ডুসুতে মারিতে ঘুরায়।
শালতরু অনুসারে, বিঁধিয়া কুমার তারে,
শাল সহ পাড়িল ধরায় ॥
ছাড়িল কেহ বিশাল, কাল-দণ্ড তুল্য তাল,
গরজি গভীর ভীমনাদে।
যুড়িয়া সুধার তীর, সেই তালগাছ বীর,
তিলে তিলে কাটে অবিবাদে।
দানব কতকগুলি, গুরু গিরিকূট তুলি,
নিক্ষেপিল বেগে রথোপরি।
গগণে ভ্রমিয়া রড়ে, সে শৃঙ্গ অধোতে পড়ে,
দেখি রোষে মনুজ-কেশরী ॥
অমনি পাণ্ডবমণি, এড়িয়া চণ্ড-অশনি,
ফিরাইল গিরির শিখর।
যথা জোয়ারের বলে, নদের সবেগ জলে,
বিপরীতে ফিরায় সাগর ॥

১৫। অশনি, বজ্র।

অনেকে ভূতলে গিয়া, রথের ধুরী ধরিয়া,
সহসা উলটাইতে চায়।
অপর দানব যোধ, করিতে গতির রোধ,
চাপি ধরে তুরঙ্গের পায় ॥
গতি-ভেদ নিরূপিয়া, মাতলি তাহা বুঝিয়া,
ইঙ্গিতে জানায় পাণ্ডুপুত্রে।
সে সবারে একশরে, গাঁথে বীর থরে থরে,
মালা যেন গাঁথে সূঁচ সূত্রে ॥
অবিষয়ে দৃষ্টি যথা, কভু নাহি পড়ে তথা,
পার্থশর না পড়ে অলক্ষ্যে।
কি আকাশে কি ভূতলে, যে জন রহে যে স্থলে,
বাণ পশে তথা তার বক্ষে ॥
পলাইলে নাহি ত্রাণ, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ধায় বাণ,
নাহি ফিরে লক্ষ্য না বিঁধিয়া।
জয়ন্ত কাকের প্রতি, রামের শর যেমতি,
গিয়াছিল পূর্ব্বেতে ধাইয়া ॥

৫। গতিভেদ, রথগমনের বৈলক্ষণ্য। নিরূপিয়া জানিতে পারিয়া। তাহা বুঝিয়া অর্থাৎ অসুরেরা তুরঙ্গের চরণে ধরিয়াছে ইহা বুঝিয়া।

৯। অবিষয়ে, চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্নেতে।

লঘু হস্তে পাণ্ডুসুত, শর ছাড়ে মন্ত্রপূত,
বিদ্ধ হয় অরি লক্ষ লক্ষ।
দৃশ্য নহে তূণ স্পর্শ, ধনুর গুণ আকর্ষ,
সন্ধান মোক্ষণ নহে লক্ষ্য॥
অপূর্ব্ব শিক্ষার গুণ, শুনা যায় পুনঃ পুন,
গাণ্ডীবের কেবল বিস্ফার।
দেখা যায় পরক্ষণে, দৈত্যমুণ্ড পড়ে রণে,
পাকা তাল-ফলের আকার॥
দেখিয়া স্বপক্ষ ক্ষয়, রুষিয়া অসুরচয়,
দশনে অঙ্গুলী কামড়ায়।
সহসা করিয়া মায়া, ধরিতে গিরির ছায়া,
বাড়াইল নিজ নিজ কায়॥
আকৃতি ফিরিয়া হৈল, নিমিষে বিশাল শৈল,
অভ্র-ভেদি উঠিল শিখর।
নিতম্ব, নিতম্বস্থান, গভীর নাসিকা কান-
মুখ ছিদ্র হইল গহ্বর॥

৬। বিস্ফার, ধনুর টঙ্কার শব্দ।

১৪। অভ্র, মেঘ বা আকাশ।

১৫। নিতম্বস্থান, পর্ব্বতের কটক দেশ।

দীর্ঘ স্থূল তনুরুহ, হইল ধরণিরুহ,
ঘন-ঘর্ম্মপ্রবাহ নির্ঝর।
লৌহময় সন্নহন, জলধর দরশন,
অস্থি তাহে কঠিন পাথর ॥
আবরি সমরাঙ্গন, বেগে বাড়ে গিরিগণ,
কিরীটীর ঘেরিয়া স্যন্দন।
বিন্ধ্যের বর্দ্ধন ভয়, পুনশ্চ সূর্য্যের হয়,
শৃঙ্গ লগ্নে রুগ্ন গ্রহগণ ॥
গুহাসম অল্প ফাঁকে, কষ্টে পাণ্ডুসুত থাকে,
ভুধর পড়িতে চায় শিরে।
নিরখিয়া মায়াময়, শিখরীর উপচয়,
ভয় উপজিল মহাবীরে ॥
ঘামিয়া কাঁপিল তনু, খসিল হাতের ধনু,
দিবাচন্দ্র সদৃশ বদন।
রথীর বিকৃত হিয়া, চিহ্ন দেখি অনুমিয়া,
সূত কহে অক্লীব বচন ॥

১। তনুরুহ, রোম, লোম। ধরণিরুহ, বৃক্ষ, গাছ।
৩। সন্নহন, কবচ, সাঁজোয়া।
৮। রুগ্ন, পীড়িত।
১১। শিখরী, গিরি। উপচয়, বৃদ্ধি।

বীরের তিলক তুমি, পাণ্ডব ! ধৈরজ-ভূমি,
ভয়ে কি উচিত তব খেদ।
পবনের বেগবলে, উভয়েই যদি চলে,
তৃণ আর গিরিতে কি ভেদ ॥
কুলিশ আয়ুধ যার, দর্শাও পৌরুষ সার,
অরিকে নিকার দেহ বীর।
মঘবা যেন রুষিয়া, পূর্ব্বে সেই অস্ত্র দিয়া
পক্ষভেদ করিল গিরির ॥
মাতলির সুবচনে, পুন বিজয়ের মনে,
নূতন উৎসাহ যেন হয়।
বজ্রের মন্ত্র জপিয়া, চাপে বাণ আরোপিয়া,
গিরিতে এড়িল ধনঞ্জয় ॥
গাণ্ডীব হইতে দ্রুত, বাহিরিল বজ্রভূত,
বজ্রের প্রেরিত বাণ জাল।
মহীধর-রূপ-ধর-দৈত্যহৃদে অস্ত্রবর,
প্রবেশিল গরজি করাল ॥

৫। কুলিশ, বজ্র।
৬। নিকার, পরাভব।
৭। মঘবা, ইন্দ্র।
১৬। করাল, ভয়ানক।

সে ভীম বিশাল ধ্বান, বধির করিল কান,
থরহরে কাঁপিল জগৎ।
পুষ্করাবর্ত্তক আর, বুঝি ক্ষুব্ধ পারাবার,
ধ্বনিল যুগান্তে যুগপৎ॥
মরম-ভেদী ভিদুর, দনুজের অস্থি চূর
করি ফিরে কিরীটীর পাশে।
আলিঙ্গিয়া পরস্পার, পড়িল দৈত্য নিকর,
ধরাতলে জীবন বিনাশে॥
এরূপে দনুজ গজে, পাড়িয়া ক্ষিতির রজে,
সিংহনাদ নৃসিংহ ছাড়িল।
পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু-দানবে দানবরিপু,
বধিয়া যেরূপ প্রক্ষেড়িল॥
নিবাতকবচ-চয়, গেল যদি যমালয়,
অবশিষ্ট অল্প দিতিসুত।
ঝাঁপিয়া সাগরজলে, ভূমি বিদারিয়া বলে,
পাতালে পশিল ভয়ে দ্রুত॥

৫। ভিদুর, বজ্র।
৯। রজে, ধূলাতে।
১১। দানব-রিপু, বিষ্ণু।
১২। প্রক্ষেড়িল, সিংহনাদ করিল

ভুজদণ্ডে পার্থ রথী, অরি-বল সিন্ধু মথি,
উপার্জ্জিল বিজয়-কৌস্তুভ।
অকলঙ্ক কলা পূর্ণ, সে সিন্ধু হইতে তূর্ণ,
উঠে পুন যশ-ইন্দু শুভ॥
দনুজ পাইল ক্ষয়, জগতী সুস্থিত হয়,
ঝড়বেগ-বিরামে যেমন।
মঙ্গল্য দুন্দুভিনাদ,-সহকারে সাধুবাদ,
উচ্চরিল স্বরগে তখন॥
সমরে অমররাজ, নিরখি সুতের কাজ,
আপনাকে প্রাশরে হরিবে।
দেবের যত রমণী, পার্থের শিরে অমনি,
দেবদ্রুম-কুসুম বরিষে॥
ফুলের কোমল স্পর্শে, অর্জ্জুন শিহরি হর্ষে,
ভুলিল বৈরীর শর-ব্যথা।
ঝলসি দব-দহনে, অমৃতের বরিষণে,
পল্লবিত হয় তরু যথা॥

১। ভুজদণ্ডে, ভুজস্বরূপ মন্থান-দণ্ডে।
৮। উচ্চরিল, উত্থিত হইল। ৯। অমররাজ, ইন্দ্র
১২। দেবদ্রুম-কুসুম, কল্পদ্রুমের ফুল।
১৫। দব-দহন, বনে জাত অগ্নি, দাবানল।
১৬। পল্লবিত, পল্লবযুক্ত।

মরিল অসুরগণ, কাঁদে তার বধূজন,
দৈত্যপুরী পূরে কোলাহলে।
কৃষ্ণসার বিরহিণী, দুখিনী যেন হরিণী,
আর্ত্তনাদ করে বনস্থলে॥

পরে রণাঙ্গন ত্যজি, মাতলি হরিষে মজি,
অসুর-পুরের পথে, তুরঙ্গ চালায়।
অশ্ব দেখি দশশত, অসুর-বনিতা যত,
ইতস্তত ভয়ত্রাসে, স্খলিয়া পলায়॥
অন্ধকার পরিভবি, প্রতাপে আক্রমি রবি,
গগণমণ্ডলে যবে, মহাজবে যায়।
তেজঃকান্তিলোপে ক্ষীণ, তারকাবলি মলিন,
প্রভাতে সহসা যথা, অদর্শন পায়॥

ইতি শ্রী মহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে নিবাতকবচ-বধো নাম
নবমঃ সর্গঃ।

৮। স্খলিয়া, স্খলিত হইয়া।

১০। মহাজবে, অতিশয় বেগে।

১১। তারকাবলি, নক্ষত্রশ্রেণী।

দশম সর্গ।

—০০০—

পুরীতে পশিবামাত্র সুষমা হেরিয়া,
বীরের শিহরে গাত্র বিকসিত হিয়া।
চটুল প্রস্ফার-তর ঘুরে দুনয়ন,
মধ্যন্দিনে বাতাহত নলিন যেমন॥
উপমা *

"আহা আহা এইস্থানে রহ মহাশয়,
দেখি দেখি পুন দেখি" সুতে পার্থ কয়।
অসুরের মায়া একি অথবা স্বপন,
দেবপুরী দেখিলাম না দেখি এমন॥

১। সুষমা, উত্তম শোভা।
৩। চটুল প্রস্ফারতর, চঞ্চল অথচ অতিশয় বিস্তীর্ণ।
৪। মধ্যন্দিনে, দিনের মধ্য সময়ে।

---

* উপমার লক্ষণ। উপমান উপমেয় ভাবাপন্ন দুইটী পদার্থের একবাক্যে অবিশেষে সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) বাচ্য হইলে উপমা হয়।

মুকুতার হার যথা নায়ক-বিহীন,
মধুকর বিনা যেন বিকচ নলিন।
ইন্দু বিনা নভ যথা শরদ সময়ে,
প্রভুহীন পুর তবু সহজে শোভয়ে॥

মালোপমা *

দেখাইতে বুঝি কারিকরীর চাতুরী,
গড়িলা নমুনারূপে বিধি এই পুরী।
হেরিয়া নয়ন মন তৃপ্ত মোর নয়,
যত দেখি ততই দেখিতে তৃষ্ণা হয়॥
লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ,
তাহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন।

১। নায়ক, হারের মধ্যস্থানে স্থিত বড় মণি।

২। বিকচ, প্রফুল্ল।

---

* যেরূপ একটী সূত্রে বহুগুটিকা গাঁথিলে মালা হয় তাহার ন্যায় একটী উপমেয়ের অন্যূন তিনটী উপমান বিশেষণ হইলে মালোপমা বলাযায়।

কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ,
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন ॥

রসনোপমা *

তুল্যকান্তি ইহার অমরাবতী নয়,
স্বর্গীয়েরো স্বর্গ ইহা হেন জ্ঞান হয়।
কলা মাত্র ইহার অলকাপুরে মানি,
রাকার নিকটে যথা প্রতিপদে জানি ॥
এই নগরীর তুল্য এই সে নগরী,
এর কারিকরী যেন এই কারিকরী।

৪। তুল্যকান্তি, শোভা সম্পত্তিতে সমান।
৬। কলা, ষোড়শাংশ।
৭। রাকা, পূর্ণিমা তিথি।

---

* রসনা অর্থাৎ বিছা অলঙ্কারেতে যেরূপ একটী কৌড়ার উপরে আর একটী, তাহারও উপরে আর একটি, এই ক্রমে গাঁথা থাকে, তাহার ন্যায় সকলের অধস্থ (অর্থাৎ বিশেষ্য) উপমেয় পদার্থের উপরে যে উপমান তদুপরি আর একটি উপমান, এইরূপে অন্যূন তিনটি উপমান উপর্য্যুপরি নিবেশিত হইলে রসনোপমা বলাযায়।

অট্টালক প্রাচীর প্রাসাদ যত আছে,
আপনি সদৃশ সবে আপনার কাছে ॥
অনন্বয়ঃ *

শুনি যন্তা পার্থে কহে সত্য ইহা বটে,
অমর-নগরী তুচ্ছ ইহার নিকটে।
পূর্ব্বে মহেন্দ্রের বাস ছিল এই পুর,
ব্রহ্ম-বরে পরে বলে লভিল অসুর ॥
বিভবে মহেন্দ্র যথা এপুর তেমতি,
এপুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি।
এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধূ তথা,
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা ॥
উপমেয়োপমা †

১১। শুদ্ধান্ত, অন্তঃপুর, খিড়কী।

---

* অনন্বয়। একটি পদার্থই যদি উপমান এবং উপমেয় হয় তবে অনন্বয় বলা যায়।

† উপমেয়োপমা। পূর্ব্ব বাক্যের উপমান ও উপমেয় দুইটি পদার্থ যদি উত্তর বাক্যে (বিপরীতভাবে) উপমেয় এবং উপমানরূপে বর্ণিত হয় তবে উক্ত নামক অলঙ্কার বলা যায়।

এই তো গোপুর পার হইলে কেবল,
চল আগে দেখাইব রম্যতর স্থল।
গজ-বাজি-শালা দেখ গজ-বাজি-হীন,
পরাণ বিহনে দেহ যেমতি মলিন॥
বিপণিতে দুই দিকে দেখ সারি সারি,
প্রবাল মুকুতারত্ন শঙ্খ মনোহারি।
রত্নাকর গর্ভ মনে পড়িল এখানে,
শোষিল অগস্ত্যমুনি যবে জলপানে॥

স্মৃতিঃ*।

ভুবনের দ্রব্যজাত হেথা সংগৃহীত,
গজযূথ দেখি যথা দর্পণে বিম্বিত।
যে দোকানে পড়ে সেই খানে রহে আঁখি,
পতঙ্গ দেখিয়া যেন ফাঁদে পড়ে পাখী॥

১। গোপুর, নগরের দ্বার।

৩। বাজি, ঘোড়া, অশ্ব।

৫। বিপণি, দোকান, পসারি।

১০। দ্রব্য-জাত, দ্রব্য সমূহ। ১১। বিম্বিত, প্রতিবিম্বিত।

---

* প্রস্তুত পদার্থের অনুভব হওয়াতে উদ্বোধক বশতঃ তৎসদৃশ বস্তুর স্মরণেতে যে চমৎকার-বিশেষ তাহাকে স্মৃতি কহে।

দানব যমের কারাভবন নরক,
দোর্দণ্ডে অনুশাসিত দেখ ভয়ানক।
দুস্তর পরিখা-বৈতরণীতে বেষ্টিত,
যাতনা ভুঞ্জিয়া হেথা বন্দী প্রেত স্থিত॥
রূপক *

শুনি প্রহরীকে আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্রসুত,
বন্দীর নিগড় বন্ধ ঘুচাইল দ্রুত।
ভব-বন্ধ বিচ্ছেদিয়া যেন ভক্ত জনে,
মুক্তি দেয় মহেশ্বর সকরুণ মনে॥

১। কারাভবন, জেলখানা, ফাটক।
২। দোর্দণ্ডে, বাহু স্বরূপ দণ্ড অর্থাৎ যমদণ্ড দ্বারা।
৩। পরিখা, জল-গড়।
৪। প্রেত, নরকবাসী প্রাণী।
৭। নিগড়, লৌহ-শৃঙ্খল।

---

* উপমেয় পদার্থকে শব্দদ্বারা উদ্দেশ করিয়া অভেদ সম্বন্ধে উপমান পদার্থের সারোপা-লক্ষণা-মূলক যে আরোপ তজ্জন্য চমৎকার বিশেষকে রূপক বলাযায়। দানব যমের ইত্যাদি কবিতাতে যাতনা ভোগই রূপকের সাধক।

তবে কত দূর গিয়া যন্তা পার্শ্বে কয়,
বামভাগে হর্ম্ম্যশ্রেণী দেখ মহাশয়।
মদন ব্যাধের ফাঁদ রসের এ হ্রদ,
পিরীতি মণির খনি গণিকা আস্পদ॥
মালা রূপক।

অদূরে বিরাজে উচ্চ রাজার প্রাসাদ,
দেখ মূর্ত্তিমান্ যেন মনের প্রসাদ।
উপকার্য্যা-পথ এই স্ফটিকে রচিত,
পুরীর সীমন্ত যেন হের হরে চিত॥

১। যন্তা, সারথি, এখানে মাতলি।

৪। গণিকা-আস্পদ, বেশ্যাদিগের স্থান।

৭। প্রসাদ, প্রসন্নতা।

৮। উপকার্য্যা পথ, রাজধানীতে গমনের পথ।

৯। সীমন্ত, সীঁতি।

---

* আরোপের বিষয় একটি পদার্থকে উদ্দেশ করিয়া অন্ততঃ তিনটি উপমানের আরোপ হইলে মালা-রূপক হয়।

কল্পতরু বীথী দেখ পথের দুধারে,
অবনত শিরে শোভে ফুলফলভারে।
ছায়াতে যাদের তল শীতল শোভন,
পথিকের পক্ষে হয় সুলভ সদন॥

পরিণাম *

পাশে উপবন হের জুড়াও নয়ন,
পোড়া অঙ্গ জুড়াইল এখানে মদন।
ত্রিভুবনে হেন বন আর নাহি মিলে,
পুত্রশোক ভুলে লোক এস্থানে আসিলে॥
ভূষণ মুকুতা কিম্বা হাস্য ঋতুশ্রীর,
মূর্ত্তিমান পুণ্যরাশি কিম্বা বিলাসীর।

১। ঋতুশ্রীর, বসন্ত ঋতু-লক্ষ্মীর।

---

* আরোপ্যমাণ (আরোপের বিধেয়) পদার্থ যে স্থলে স্বকীয় প্রয়োজন-কারিতা হেতুক আরোপের উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয় সেই বৈচিত্র্য-বিশেষকে পরিণাম কহে। এখানে পথিকের সদন, কল্পতরুতলরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সদনে যেরূপ সুখে ভোজন শয়ন করাযায় ইহাতেও তাদৃশ সুখজনকতা আছে। সুলভতা হেতু ইহা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য পরিণাম।

বটে বটে বুঝিলাম কুসুম এসব,
ঘুচাইল সংশয় অলির কলরব ॥ সংশয় *
কুসুম বিকাসে হাসি পবনে কাঁপিয়া,
বিটপীর কাঁধে শাখা বাহু পসারিয়া।
মকরন্দ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র আর্দ্র কায়,
অনুরাগ চিহ্ন হেথা লতাও দেখায় ॥
পরিহাসে লুক্কায়িত কামিনী খুঁজিতে,
কামী জন এই বনে প্রিয়া বুঝি চিতে।
প্রত্যেক লতিকা ধরি ঠকিয়া ঠকিয়া,
কান্তাকেও ধরিতে না চায় নিরখিয়া ॥
ভ্রান্তিমান্ †

৪। বিটপী, বৃক্ষ, তরু।

৫। মকরন্দ, পুষ্পরস, ফুলের মধু।

* প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের যে সন্দেহ তজ্জন্য চমৎকার-বিশেষকে সংশয় কহে। এস্থলে নিশ্চয়ান্ত সংশয়।

† প্রস্তুত পদার্থে সাদৃশ্য-মূলক অপ্রস্তুত পদার্থের ভ্রম হইলে যে চমৎকার হয় তাহাকে ভ্রান্তিমান্ কহে। এস্থলে লতাতে কামিনী-ভ্রম এবং কামিনীতে লতা-ভ্রম হেতুক ভ্রান্তিমান্।

পরস্পর অবিরোধী হেথা ঋতুগণ,
অগ্নি জল দুই রহে সাগরে যেমন।
মুকুল কুসুম ফল নব পল্লবেতে,
তরু লতা পূর্ণ সদা দিব্য প্রভাবেতে॥
অলি পিক দেখে ইহা মধুর অধীন,
বর্ষাশ্রী ভূষিত বুঝে চাতক বর্হিণ।
মরাল সারস মানে শরদে আশ্রিত,
খঞ্জন খঞ্জনী জানে শীতে অধিকৃত॥

উল্লেখ *

লতাকুঞ্জ আক্রীড়-পর্ব্বত সরোবর,
স্থানে স্থানে হের আহা কিবা মনোহর।
কোকিল ময়ূর আর ভ্রমরের কলে,
জাগরূক তনুশয় সদা এই স্থলে॥

৬। বর্হিণ, ময়ূর।
৭। মরাল, হংস, হাঁস।
১০। আক্রীড় পর্ব্বত, বিহারার্থ কৃত্রিম পর্ব্বত।
১২। কল, অব্যক্ত অথচ মিষ্ট শব্দ।
১৩। তনুশয়, শরীরেতে যে শুইয়া থাকে অর্থাৎ কন্দর্প।

---

* জ্ঞাতার অথবা বিষয়ের ভেদ-নিবন্ধন এক পদার্থে-বই যে অনেকধা উল্লেখ, তাহাকে উল্লেখ বলাযায়।

নলিনীর ছলে দেখ সমুখে যোষিত,
উর্ম্মিময় এই তার ভুরুর ললিত।
অলি-সক্ত পদ্ম ছদ্মে অপাঙ্গ চলন,
চক্রবাক দ্বন্দ্ব নয় এই দুটী স্তন॥

অপহ্নুতি *

সলিল ইহার পদ্ম-কুমুদে আচিত,
সোপান-ভঙ্গীতে ঘাট স্ফটিকে রচিত।
সরসীর তীরে হের সহকার বন,
কুরবক চম্পক বকুল অগণন॥
পুষ্পিত কিংশুক হের ভৃঙ্গে আকুলিত,
দাবানল নহে ইহা ধূমের সহিত।

১। নলিনী, পদ্মযুক্তা সরসী, পুষ্করিণী।

৬। আচিত, ব্যাপ্ত।

৭। সোপান-ভঙ্গীতে, পইটার প্রকারে।

১০। কিংশুক, পলাশ।

---

* প্রস্তুত পদার্থের অপলাপ পূর্ব্বক অপ্রস্তুত রূপে তাহাকে বিধান করিলে অপহ্নুতি বলে।

তথাপি বিরহী জন কি জানি বুঝিয়া,
পরিহরে এই বন দূরেতে থাকিয়া ॥

নিশ্চয় *

মন্দার হরিচন্দন সন্তান প্রভৃতি,
এ বনের দেবতরু পঞ্চ অলঙ্কৃতি।
নিন্দিত নন্দন-বন ইহার নিকটে,
ষোড়শাংশ চৈত্ররথ বটে কি না বটে ॥
উপবন অতিক্রমি এই রাজধানী,
কৈলাস দ্বিতীয় যেন শোভে হেন মানি ;
জ্ঞান হয় যেখানে চিকণ শুক্ল ভাসে,
বৈজয়ন্তে সৌধগণ বুঝি উপহাসে ॥

উৎপ্রেক্ষা †

সম্পদে আমার তুল্য কিম্বা উন্নতিতে,
আছে কি না আছে কোন বস্তু ত্রিলোকীতে।

৭। চৈত্ররথ; কুবেরের উদ্যান।

---

*। সংশয় সম্ভাবনাতে অপ্রকৃত কোটির নিরাস করিয়া প্রকৃত কোটির নিশ্চয় হইলে তাহাকে নিশ্চয় বলাযায়।

†। উপমেয় পদার্থে উপমান প্রকারেতে যে উৎকট-কোটিক সম্ভাবনা (সংশয়) তাহাকে উৎপ্রেক্ষা কহে।

ইহাই দেখিছে বুঝি নৃপতি-মন্দির,
কুতূহলে ব্যোমতলে উঠাইয়া শির ॥
অন্যই ইহার বটে নির্ম্মাণ চাতুরী,
স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী।
দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার,
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার ॥
অতিশয়োক্তি *

ইষ্টক রজত আর সুবর্ণে রচিত,
বিবিধ সদন দেখ রতনে খচিত।
শিরে লগ্ন মণি-জালে নিশায় নিশায়,
নক্ষত্র-মালার সঙ্খ্যা যে সবে বাড়ায় ॥

৬। প্রস্ফার, বিস্তৃত, প্রসারিত।

---

* প্রকৃত বিষয়ের নিগরণ (অধঃকরণ) হেতুক সিদ্ধ যে অপ্রকৃতের অধ্যবসায় তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে; ইহা পাঁচ প্রকার, যথা, ভেদ সত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান, অভেদে ভেদের অধ্যবসান, সম্বন্ধ সত্ত্বে সম্বন্ধাভাবের অধ্যবসান, সম্বন্ধাভাবেতে সম্বন্ধাধ্যবসান, কার্য্যের পূর্ব্বকালে কারণ থাকে এই নিয়মের বিপর্য্যয়াধ্যবসান। এস্থলে অভেদ থাকিলেও ভেদের অধ্যবসান ও কার্য্য-কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়মের বিপর্য্যয় অধ্যবসান হেতুক অতিশয়োক্তি।

চিকণ-রোকনে লেপা স্ফটিকের ভিতে,
অন্য গৃহ শোভে এই বিশদ কান্তিতে।
মলিন ইহার কাছে মৃণাল, কুমুদ,
কুন্দ, ইন্দুবিম্ব, কম্বু, শরদ-অম্বুদ॥

তুল্যযোগিতা *

গবাক্ষে ঘটিত চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ,
হীরা মরকত কত দেয় পরভাগ।
অনন্তের ফণাশ্রেণী যেন মণিময়,
সারি সারি স্তম্ভ-পাঁতি শোভে অতিশয়॥
এত বড় বিভব সম্পদ হেন স্ফীত,
তবু ইহা দেখি এবে দুখী মোর চিত।

২। বিশদ, ধবল, শ্বেত।

৪। ইন্দুবিম্ব, চন্দ্রমণ্ডল। কম্বু, শঙ্খ, শাঁখ।

৭। পরভাগ, গুণের উৎকর্ষ।

---

* প্রস্তুত বহু পদার্থের এক ধর্ম্মে সম্বন্ধ অথবা অপ্রস্তুত বহু পদার্থের এক ধর্ম্মে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে তুল্যযোগিতা কহে। এস্থলে অপ্রস্তুত মৃণালাদির মলিনত্ব রূপ একধর্ম্ম-সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।

পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ, পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ শোভে কাব্য, অলঙ্কারে॥
দীপক *

কহিতে কহিতে হেন উত্তরিয়া দ্বারে,
নামিল মাতলি তথা পার্থ সহকারে।
দিব্য প্রভাবেতে রথ সুস্থির রহিল,
বাড়ী নিরখিতে দোঁহে ভিতরে পশিল॥
পাণ্ডবে দেখায় সূত নৃপের আস্থান,
বহুবিধ মণি দিয়া বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তুলনার স্থান নাই যাহার নিখিলে,
কৌস্তুভের দ্বিতীয় রতন কোথা মিলে॥
প্রতিবস্তুপমা †

৮। আস্থান, সভা অর্থাৎ কাচারির ঘর।

---

* প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধ বর্ণনা করিলে দীপক হয়। এস্থলে গৃহ এবং সম্পদ প্রস্তুত, তাহার সহিত অপ্রস্তুত সরোবর ও কাব্যের শোভা প্রাপ্তিরূপ এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

† পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই বাক্যে সাদৃশ্যব্যঙ্গ্য স্থলে তুল্যার্থবাচক ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা সামান্য ধর্ম্মের কথন হইলে প্রতিবস্তুপমা বলাযায়।

যেখানে মুকুতা-দাম তোরণে তোরণে,
মণি-কাঞ্চী ঝুলে যেন নারীর জঘনে।
গর্ভাগার দীপ্ত সদা মণির জ্যোৎস্নায়,
মুনির মানস যথা জ্ঞান-দীপে ভায়॥
সজ্জা আর সমৃদ্ধিতে যে সভার আগে,
বাসবের সমিতি নয়নে নাহি লাগে।
সমধিক কান্তি ইন্দু পাইলে উদয়,
সহসা কমলাকর সঙ্কুচিত হয়॥

দৃষ্টান্ত *

১। তোরণ, দ্বারের বাহির, বারাণ্ডা।
৩। গর্ভাগার, বাসগৃহ, ভিতরের ঘর।
৫। সমৃদ্ধি, উন্নত সম্পত্তি।
৬। সমিতি, সভা।
৮। কমলাকর, পদ্ম সমূহ।

* সামান্য-বাচক পদদ্বয়ের আপাততঃ ভিন্নার্থ বোধ হওয়াতে প্রণিধান (বিশেষপর্য্যালোচনা) দ্বারা যদি পূর্ব্ব ও উত্তর বাক্যে উপমান উপমেয় ভাব জানাযায় তবে দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়।

ভবনে ভবনে অধি-দেবতার ন্যায়,
মঞ্জুরূপা শালভঞ্জী শোভে যে সভায়।
কৃত্রিম কি অকৃত্রিম সেই সমুদয়,
গায়ে হাত নাহি দিলে নির্ণয় না হয়॥
তেজস্বী পরের তেজে হইলে তাপিত,
নিজ তেজ প্রকাশিতে না হয় কুণ্ঠিত।
এই জানাইয়া রবি-কর-অভিঘাতে,
সূর্য্যকান্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে॥
নিদর্শন *
মাঝে মাঝে পদ্মরাগ-মণিতে খচিত,
স্থল নিরখিয়া ইন্দ্রনীলে বিরচিত।

২। মঞ্জুরূপা, মনোহর রূপবতী। শালভঞ্জী, পুত্তল, পুত্তলী।

৬। কুণ্ঠিত, যত্নহীন, নিরুৎসুক।

---

* প্রস্তুতের বর্ণনাতে তুল্যরূপে অপ্রস্তুত পদার্থের গুণ ক্রিয়াদি জ্ঞাপিত হইলে সম্ভবদ্বস্তু-সম্বন্ধ নিদর্শন কহে এবং বাধবশতঃ যথাশ্রুত অর্থের অন্বয় না হওয়াতে যদি উপমা কল্পনা করাযায় তবে অসম্ভবদ্বস্তু-সম্বন্ধ নিদর্শন কহে। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন।

নলিনীর ভ্রমে জলচর পক্ষিগণ,
বিফল যেখানে করে গমনাগমন ॥
কাল ধল রাঙ্গা পীত সবুজ বরণ,
বিবিধ মণির রশ্মি-ছটার ছুরণ।
যে সভাতে শোভে ইন্দ্র-ধনুর সদৃশ,
কিন্তু সে নিমিষে মিশে এ নহে তাদৃশ ॥

ব্যতিরেক *

ইন্দ্রনীল-মণির দেখিয়া কান্তি-ছটা,
পোষা শিখী যেখানে বুঝিয়া ঘনঘটা।
অকালেও ডাকিয়া সুস্বরে নৃত্য করে,
চন্দ্রকে উৎপল-বন রচিয়া অম্বরে ॥

৪। ছুরণ, স্ফূর্ত্তি নির্গমন।

৯। শিখী, ময়ূর।

১১। চন্দ্রকে, ময়ূরের পুচ্ছে যে চিত্র বিচিত্র চিহ্ন থাকে তাহার নাম চন্দ্রক, তদ্দ্বারা। অম্বরে আকাশে।

---

* সাদৃশ্য বোধ স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের কোন বিশেষ গুণ বা দোষ দর্শিত হইলে ব্যতিরেক হয়।

পদ্মরাগ মণির সহিত কামী জন,
অনুরক্ত হৃদয় যেখানে অনুক্ষণ।
কামিনী বিলাস লভি যৌবনের সঙ্গে,
অপাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ফিরায় অনঙ্গে॥
সহোক্তি *

পিঞ্জরের শুকপাখী সময়ে সময়ে,
যে সভাতে বন্দিদের প্রতিনিধি হয়ে।
মৃদুপদে কাব্য রচি জিনিয়া কবিরে,
নৃপতির স্তুতিগান করে ধীরে ধীরে॥
পঙ্ক বিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয়,
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়।

২। অনুরক্ত হৃদয়, যাহার হৃদয় অনুরাগ-যুক্ত। অনুরাগ রক্তিমাবর্ণ এবং আসক্তি-বিশেষ বা রতি।

৭। বন্দিদের, স্তুতিপাঠকদিগের।

১১। যুবদ্বয়, যুবা ও যুবতী এই দুই।

---

* ভঙ্গীক্রমে সহার্থক শব্দদ্বারা গুণ ক্রিয়াদির সাদৃশ্য অথবা সমকালীনতা প্রতিপন্ন করিলে সহোক্তি বলাযায়।

তিমির-সঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী,
কণ্টক বিটপী বিনা রমণীয় বনী ॥

বিনোক্তি *

ইন্দ্রনীল ভূমি যথা কান্তির ছটায়,
কৃষ্ণ যবনিকা দিয়া আচ্ছাদিত প্রায়।
দৃষ্টি নাহি চলে তেঁই গূঢ় অতিশয়,
দিবাতেও কামীর সঙ্কেত-স্থান হয় ॥
বিরস হৃদয়ে সারা দিন কাটাইয়া,
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রিকার সঙ্গম লভিয়া।
যেখানে প্রতি-নিশাতে চন্দ্রকান্ত মণি,
জুড়ায় আপন অঙ্গ ঘামিয়া অমনি ॥

সমাসোক্তি †

২। বনী, ছোট বন, উপবন।
৫। কৃষ্ণ যবনিকা, কাল রঙ্গের পর্দ্দা।
৮। বিরস, তরল পদার্থ শূন্য এবং অনুরাগ শূন্য।

*। বিনার্থবাচক পদদ্বারা কোন পদার্থ ব্যতিরেকে তদিতরের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ জ্ঞাপন করিলে বিনোক্তি হয়।

† তুল্যরূপ কার্য্য, লিঙ্গ এবং বিশেষণের চাতুর্য্য বশতঃ প্রস্তুত পদার্থদ্বারা অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার ব্যঙ্গ্য হইলে সমাসোক্তি বলাযায়। এস্থলে চন্দ্রকান্ত মণিতে নায়ক ব্যবহারারোপ ব্যঙ্গ্য।

সলিল-যন্ত্রের জলে যাহার অঙ্গন,
ধূলি প্রক্ষালনে যেন শরদ-গগণ।
দেখাইয়া মাতলি সে সভা কিরীটীরে,
বিবরণ কহিতে লাগিলা ধীরে ধীরে॥
ব্রহ্মবরে অভিমানী মায়াবী বিক্রমী,
সাহসী দুঃসহ শূর অজেয় অক্ষমী।
নিবাতকবচগণ দেবে তাড়াইয়া,
এ সভা লইয়াছিল বলেতে কাড়িয়া॥
পরিকর *
তব বাহুদণ্ড-বলে পুন মঘবার,
এ সভাতে অধুনা হইল অধিকার।
হারাধন লাভে আর অরির নিকারে,
আজি ইন্দ্র মজিবে আনন্দ-পারাবারে॥

১০। মঘবা, ইন্দ্র।

১২। নিকার, পরাভব।

---

* অব্যর্থ (অভিপ্রায় বোধক) বহু-বিশেষণ দ্বারা উক্তিকে পরিকর বলে।

নিবাতকবচ-বধ কত গুরু আর,
তোমার বাহুতে সাজে ভুবনের ভার।
নর তুমি দেবতা হইতে শক্তিমান্,
দেবরাজ তোমাকে পাইয়া মিত্রবান্॥

শ্লেষ *

যে তপ করিয়াছিল পামর দানব,
বিশ্বাস ছিলনা কভু পাবে পরাভব।

১। নিবাতকবচ-বধ ইত্যাদি। তুমি নর অর্থাৎ মনুষ্য হইয়াও দেবতা অপেক্ষা বিক্রমশালী এবং পুত্রত্ব সম্বন্ধ প্রযুক্ত ইন্দ্রের মিত্র অর্থাৎ সুহৃদ, এই হেতুক তোমার বাহুতে ভুবন-রাজ্যের ভারও সাজে অর্থাৎ সাজিতে পারে, অযোগ্য হয় না, সুতরাং তোমার পক্ষে নিবাত-কবচের বধ গুরু ব্যাপার নহে। অপর অর্থ, তুমি নর-নামক ঋষি সুতরাং তুমি যথার্থই দেবতা অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ এবং তোমার ও নারায়ণের প্রতি সৃষ্টিপালন-কর্তৃত্ব থাকাতে তোমার বাহুতে বস্তুগত্যাই ভুবনের ভার সজ্জিত আছে সেই সম্পর্কে অর্থাৎ পালক-ইন্দ্রের সাহায্য দান হেতু তাহার মিত্রও তুমি বট, তোমার পক্ষে এই দৈত্যবধ অতি সামান্য কার্য্য ইতি।

---

* শব্দগুলি স্বভাবতঃ তুল্যার্থক হইলেও ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা যদি তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অনেক অর্থ জ্ঞাপন করে তবে শ্লেষ কহে।

সে বৈরী বধিয়া তুমি জনকে তোষিলে,
ইহার সদৃশ কাজ কি আছে নিখিলে ॥
দেবতা প্রসন্ন যারে ধন্য সেই জন,
সিদ্ধ হয় তাহার সকল প্রয়োজন।
রিপুর আশাতে পড়ে অবিলম্বে ছাই,
ইহলোকে পরলোকে কোন দুঃখ নাই ॥

অপ্রস্তুত প্রশংসা *

দেখিয়া শুনিয়া হেন শাসিয়া সে পুর,
মাতলির সঙ্গে রথে আরোহিলা শূর।
গগণে উঠিল রথ শুনিল পাণ্ডব,
পথে নভশ্চর-মুখে হেন ব্যাজস্তব ॥

৮। শাসিয়া, আয়ত্ত করিয়া।

১১। নভশ্চর, দেবতা।

---

* অপ্রস্তুত অর্থের কথন দ্বারা যদি প্রস্তুতের অবগম হয় তবে অপ্রস্তুতপ্রশংসা বলাযায়। ইহা পাঁচ প্রকার, সামান্য দ্বারা বিশেষের, বিশেষ দ্বারা সামান্যের, কার্য্য দ্বারা কারণের, কারণ দ্বারা কার্য্যের, সদৃশ দ্বারা সদৃশের ব্যঞ্জন। এস্থলে তোমার প্রতি এই বক্তব্যে যারে এই সামান্য-বাচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

বীর নও পার্থ তুমি রিপুর শুভদ,
রণান্তে তোমার বৈরী পায় উচ্চ পদ।
স্বরগে উঠিয়া দিব্য-শয়ন-ভোজনে,
অপ্সরার সঙ্গে তারা রহে হৃষ্টমনে॥
ব্যাজস্তুতি *

ব্যোমে একপুরী হেরি হেন কালে শূর,
মাতলিকে পুছে পার্থ কাহার এ পুর।
মাতলি কহিছে রহে এখানে দৈতেয়,
নামধেয় তাদের পৌলোম কালকেয়॥
নন্দনে কল্পতরুর ছাল ফুল ফল,
খাইয়াছে ইহাদের মত্ত দন্তাবল।
ইহাদের দরশনে অন্যের কি কথা,
ইন্দ্রের শরণ বাঞ্ছে নিজে ভয়ব্যথা॥
পর্য্যায়োক্ত †

---

* আপাততঃ (অর্থাৎ বাচ্য অর্থে) নিন্দা বা স্তুতি বুঝাইলেও যদি ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা তাহার বিপরীত (অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা) বুঝায় তবে ব্যাজস্তুতি বলা যায়। এস্থলে বাচ্যার্থ নিন্দা, ব্যঙ্গ্যার্থ স্তুতি।

† সরলভাবে বিবক্ষিত অর্থটি না বলিয়া তদর্থক পদ দ্বারা ভঙ্গীক্রমে কথন হেতুক বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একরূপে পর্য্যবসিত হইলে পর্য্যায়োক্ত কহে।

নিবাতকবচ হৈতে বিক্রমে অনূ্যন,
সঙ্খ্যাতে ষাটি হাজার সমরে নিপুণ।
অবধ্য ইহারা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
পন্নগ রাক্ষস যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধরে॥
পুলোমা কালকা দুই ইহাদের মাতা,
সুতার্থে করিল তপ তুষ্ট হৈলা ধাতা।
এই পুর দিলা আর দেবের অভয়,
তপোবলে ভুবনে অলভ্য কিছু নয়॥
অর্থান্তরন্যাস *

হিরণ্যপুর নামেতে সেই পুর এই,
মায়াবলে যথা ইচ্ছা তথা যায় যেই।
সেই দুই দানবীর পুত্র দৈত্যগণ,
এই পুরে করে বাস স্বর্গেতে যেমন॥

৬। ধাতা, ব্রহ্মা।

---

* প্রস্তুত বাক্যার্থ যদি অপ্রস্তুত বাক্যার্থ দ্বারা সমর্থিত (অর্থাৎ অপ্রামাণ্যাদি শঙ্কা নিরাস দ্বারা দৃঢ়তরীকৃত) হয় তবে অর্থান্তরন্যাস কহে। ইহা আট প্রকার। এস্থলে সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন।

সহজে প্রতাপী এই দানব নিকর,
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুন ইষ্টবর।
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে,
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষীণজীবি-নরে ॥

কাব্যলিঙ্গ *

নরের হাতেই কিন্তু এদের মরণ,
ইহাতে সংশয় নাই ব্রহ্মার বচন।
বজ্র অস্ত্র দিয়া এই অসুর-নিচয়ে,
অচিরে পাঠাও তুমি যমের আলয়ে ॥
তব তেজঃ-প্রাদুর্ভাবে করি অনুমান,
দৈত্য-আঁধারের আজি নিশা অবসান।
মহেন্দ্রের দশশত নেত্র-পদ্মবন,
অবশ্য বিকাস শোভা লভিবে এখন ॥

অনুমান †

---

* বাক্যের অর্থ অথবা পদের অর্থ যদি অপরার্থের প্রতি হেতু স্বরূপে প্রতিপাদিত হয় তবে কাব্যলিঙ্গ কহে। এস্থলে পূর্ব্ব দুই পাদের অর্থ পশ্চাদ্বর্ত্তি পাদ-দ্বয়ের অর্থের প্রতি হেতু।

† সাধনের জ্ঞানাধীন সাধ্যের জ্ঞান বিশেষকে অনুমিতি কহে। ঐ অনুমিতি যদি বৈচিত্র্য বিশেষ উদ্ভাবন করে তবে অনুমান অলঙ্কার হয়।

যদিও এদের বধে ইন্দ্রাদেশ নাই,
দূর করা উচিত তথাপি এ বালাই।
নিয়োগ বিনাও যে বা করে উপকার,
অকৃত্রিম মিত্র সেই তুল্য নাহি তার॥
পাপ কালকঞ্জগণ অমরের আধি,
অসৎজনের গর্ব্ব জগতের ব্যাধি।
নাশিলে ইহাদিগকে আপদ জুড়ায়,
ক্ষেত্র নিড়াইলে যেন শস্য বৃদ্ধি পায়॥

হেতু *

সম্প্রতি বধিলে এই দিতিসুত-কুলে,
দেবের বৈরিতা কথা দূর হয় মূলে।
ঋণশেষ অগ্নিশেষ আর ব্যাধিশেষ,
রাখিলে অবশ্য কালে জনমায় ক্লেশ॥
আপন আশ্রিত দৈত্যে বিপন্ন দেখিয়া,
ব্রহ্মা যদি রোষে তবে কর প্রতিক্রিয়া।

৪। অকৃত্রিম, যথার্থ, খাঁটি।
৫। আধি, মনের ব্যথা।
১৪। বিপন্ন, বিপদে পতিত।
১৫। প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার।

---

* কারণের সহিত অভেদরূপে কার্য্যের উক্তিকে হেতু কহে।

বশে আনি তাহাকেও গুণেতে বান্ধিয়া,
আনন্দ সাগর জলে রাখ ডুবাইয়া॥

অনুকূল *

শুনিয়া অর্জ্জুন কহে মাতলির প্রতি,
পুরীর নিকটে সুত যাও শীঘ্রগতি।
অমরের বিপক্ষ যেখানে যত আছে,
সবাকে প্রেরিব অদ্য শমনের কাছে॥
কিণাঙ্ক পিতার হাতে মিশুক এখন,
বজ্র নিতে আর তাঁর নাই প্রয়োজন।
গাণ্ডীব সহায় এই একাকী পাণ্ডব,
রিপুদলে দেখাইবে মৃত্যুর তাণ্ডব॥

আক্ষেপ †

৮। কিণাঙ্ক, ঘাঁটার দাগ।

১১। তাণ্ডব, নাট্য, নৃত্য।

---

* বাচ্যমুখে প্রতিকূলাচরণ বর্ণনাতেই ব্যঙ্গ্যার্থে যদি আনুকূল্য প্রতিপাদিত হয় তবে অনুকূল কহে।

† বিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছাতে বিবক্ষিত বিষয়ের নিষেধের ন্যায় উক্তিকে আক্ষেপ কহে।

অদ্য মোর শরগণ ধাবিত হইয়া,
কালকঞ্জ পৌলোমের হৃদয়ে পড়িয়া।
গৃধ্র শৃগালের সঙ্গে পিপাসা নিবারি,
সমর-উৎসবে পিবে রক্তময় বারি॥
বারিধারা বরিষণ ব্যতিরেকে অদ্য,
জগতের পরিতাপ জুড়াইবে সদ্য।
অস্ত্রের আঘাত বিনা অচিরে নিশ্চয়,
বিদীর্ণ হইবে দৈত্য-বধূর হৃদয়॥

বিভাবনা *

কহিতে কহিতে হেন সব্যসাচী বীর,
বেগে উত্তরিল রথ দ্বারে সে পুরীর।
দেখিলা দানবপুর অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
দ্বিতীয় অমরাবতী যেন হয় জ্ঞান॥
পৃথিবী সহিতে নারে যাহাদের ভার,
সেই দৈত্যগণ করে তথায় বিহার।

৪। পিবে, পান করিবে।

১০। সব্যসাচী, অর্জুনের নাম।

---

* প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি বর্ণনাকে বিভাবনা কহে।

গৌরবের সীমা নাই তবু পুরবর,
অধোতে পতিত নহে ব্যোমে স্থিরতর ॥

বিশেষোক্তি *

দ্বারে উত্তরিয়া, পুর আক্রমিয়া,
বীরেন্দ্র মহেন্দ্র-সুত।
যুঝিতে মানসে, উৎসাহের বশে,
করিলা শাঁখের রুত ॥
শুনিয়া সে রব, কালকঞ্জ সব,
আহত হইল রোষে।
মত্ত দন্তি চয়, যেন ক্রুদ্ধ হয়,
নব জলদের ঘোষে ॥

ইতি শ্রী মহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ বধে
মহাকাব্যে হিরণ্যপুরাক্রমণং নাম
দশমঃসর্গঃ।

---

* কারণ কূট সত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি বর্ণনাকে বিশেষোক্তি কহে।

একাদশ সর্গ।

—০০০—

কিরীটী করিল কম্বুর স্বন,
অচলাও তাহে কাঁপিল ঘন।
অমরের কানে অমৃত ঢালি,
দানবে সে, রব দিলেক গালি॥ বিরোধ *
পুরদ্বারে শুনি শাঁখের রুত,
কুপিল পুলোমা কালকা সুত।
নিজ বনে যদি প্রতি-কেশরী,
গরজে তবে কি ঘুমায় হরি॥
রোষজ্বরে তপ্ত দৈত্যের কায়,
সুরের হৃদয় কাঁপিল তায়।

২। অচলা, পৃথিবী অথচ যাহা চলিত (কম্পিত) হয় না।

৮। হরি, সিংহ।

---

* পরস্পর বিরুদ্ধভাবে গুণ ক্রিয়াদির ভান হইলে বিরোধ বলা যায়।

দৈত্যের নাসাতে ঝড় বহিল,
স্বরগে শচীর প্রাণ উড়িল॥ অসঙ্গতি *
রক্তনেত্রে তারা যে দিকে চায়,
সেই দিক বুঝি পুড়িয়া যায়।
আঃ, একি পাপ বলিয়া তবে,
আসন হইতে উঠিল সবে॥
অস্ত্র শস্ত্র সাজ নিয়া ত্বরিতে,
চলিল তাহারা পার্থে জিনিতে।
জানে না যে ইনি তাদের কাল,
জয়ের কি আশা বাঁচিলে ভাল॥ বিষম †
ক্ষণে দানবেরা দ্বারে যাইয়া,
পার্থে আক্রমিল রথ ঘেরিয়া।

৯। কাল, যম।

---

* যে অধিকরণে কারণ থাকে সেই অধিকরণেই কার্য্য জন্মে, এই নিয়মের বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কার্য্য ও কারণের স্থিতি বর্ণিত হইলে অসঙ্গতি বলা যায়।

† আরব্ধ ক্রিয়ার নিষ্ফলতা অধিকন্তু অনিষ্ট ফল-জনকতা বর্ণনা করিলেও বিষম বলা যায়।

সহসা প্রখর শর-নিকরে,
অকালে গগণে দুর্দ্দিন করে ॥
বাসব-বিজয়ী দানব সব,
পিণাকীর তেজ ধরে পাণ্ডব।
সমানে সমানে বাজিল রণ,
তারক-গুহেতে পূর্ব্বে যেমন ॥ সম *
অরির আয়ুধ বরিষা ধরি,
গাণ্ডীবী গাণ্ডীব সগুণ করি।
প্রত্যেক অসুরে হানিল বীর,
অগ্নিশিখাসম একৈক তীর ॥
আশ্চর্য্য যুঝিছে অসুরচয়,
পরে প্রহারিতে প্রহার লয়।

২। দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন।

৪। পিণাকী, শিব, মহাদেব।

৬। তারক গুহ, তারক তারক নামে অসুর, গুহ পার্ব্বতীর পুত্র কার্ত্তিকেয়।

৮। সগুণ করি, ছিলা লাগাইয়া।

---

* অনুরূপ পদার্থদ্বয়ের শ্লাঘনীয় মিলনকে সম কহে।

অরির পরাণ নাশের তরে,
নিজপ্রাণ দান স্বীকার করে॥ বিচিত্র *
বুক পাতি সেই শরতাড়ন,
ফুল সম ধরি অসুরগণ।
নাম শুনাইয়া হুঙ্কার সহ,
পুন শরজাল করে দুঃসহ॥
গগণের কত বড় মহিমা,
কেবা পারে তার কহিতে সীমা।
দনুজদিগের অসঙ্খ্য বাণ,
অনায়াসে যথা পাইল স্থান॥ অধিক †
অর্জ্জুনের রথ অরির শরে,
শলভে যেমন তরু আবরে।
দেখি অর্দ্ধপথে সে শরচয়,
নিজশরে বীর করিল ক্ষয়॥
দানবের শর কাটিছে বীর,
দানবেরা কাটে পার্থের তীর।

---

* অভিলষিত ফল প্রাপ্তির আশাতে তাহার বিপরীত ফল দায়ক কার্য্যারম্ভ বর্ণনাকে বিচিত্র বলাযায়।

† আধার ও আধেয় এই দুয়ের মধ্যে অন্যতরের আধিক্য বর্ণনাকে অধিক বলাযায়।

কৃতপ্রতিকৃতে ইতরেতর,
দুই দলে যুঝে তুমুলতর ॥ অন্যোন্য *
দ্রুতবেগে রণে করি মণ্ডলী,
রথ চালাইয়া ঘুরে মাতলি।
গ্রীষ্মে রবি দেয় কিরণ যথা,
ইষুধারা সৃজে পাণ্ডব তথা ॥
সে বাণ পতনে ভয়ে বিকল,
পলাইতে চায় দনুজদল।
আগে পাছে পাশে যে দিকে ধায়,
সর্ব্বত্র অর্জ্জুনে দেখিতে পায় ॥ বিশেষ †
ভগ্নপ্রায় দেখি অরিনিবহে,
অভিমানে বীর-তিলক কহে।

১। কৃত প্রতিকৃত, একজন কোন কাজ করিল এবং তাহার প্রতিপক্ষে অন্য ব্যক্তি অন্য কাজ করিল, এই রূপে দুই জনে বিধান করিলে কৃতপ্রতিকৃত বলা যায়।

---

* দুই পদার্থ যদি পরস্পরের একজাতীয় ক্রিয়ার প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হয় তবে অন্যোন্য কহে।

† একটি পদার্থ যদি নানা স্থান স্থিত রূপে বর্ণিত হয় তাহাতেও বিশেষ অলঙ্কার কহাযায়।

পলায়ন নয় যোদ্ধার রীতি,
মানুষের সনে রণে কি ভীতি ॥
দেবে উল্লঙ্ঘিয়া গর্ব্বের ভরে,
তুচ্ছ জ্ঞান কর তোমরা নরে।
দেবলঙ্ঘনেই তোদের গর্ব্ব,
নরহস্তে আজি হইবে খর্ব্ব ॥ ব্যাঘাত। *
শূর যদি হও থাক সমরে,
যমের অতিথি করিব শরে।
নিবাতকবচে দেখিবে তথা,
ঘুচিবে বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ॥
রণে যদি মর ঘুষিবে যশ,
যশ যার, তার দেবতা বশ।

---

* কোন উপায় দ্বারা এক বস্তু যেরূপ করা হইয়াছে সেই উপায় দ্বারাতেই যদি তাহা অন্য প্রকার করা হয় তাহাকে ব্যাঘাত বলে। এস্থলে দেবতাদিগের লঙ্ঘন অর্থাৎ অবহেলা করাতে গর্ব্ব হইয়াছে, ঐ দেব-লঙ্ঘন উপায়েতেই (অর্থাৎ দেবলঙ্ঘন জন্য দুর্ভাগ্যেতেই) গর্ব্ব চূর্ণ হইবে।

বশ হলে দেব যাইবে দিবে,
দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে॥ কারণমালা। *
উলটিয়া হেন কটু বচনে,
দিতিসুতদল শ্বেতবাহনে।
পুন আক্রমিল অস্ত্রধারায়,
কিরীটী দেখিয়া কুপিল তায়॥
পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ,
গাণ্ডীব টানিল সে মহাযোধ।
গাণ্ডীবে আকৃষ্ট হইল বাণ,
বাণ আকর্ষিল অরির প্রাণ॥ মালাদীপক। †

৪। শ্বেতবাহনে, অর্জুনকে।
৯। গাণ্ডীবে, গাণ্ডীব ধনু কর্ত্তৃক।

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থগুলি পর পর পদার্থের প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হইলে কারণ-মালা কহে।

† উত্তর উত্তর পদার্থের প্রতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ বর্ণনাকে মালা-দীপক বলা যায়। এস্থলে আকর্ষণ ক্রিয়া সাধারণ ধর্ম্ম।

হেন মতে শত শত কলম্বে,
দৈত্যে হানে পার্থ বিনা বিলম্বে।
তবু শূন্য নহে তাহার তূণ,
লয়ে সৃষ্টি প্লাবি সিন্ধু কি ঊণ॥
পার্থ নহে হেন নিরস্ত্র হয়,
অস্ত্র নহে যাতে বৈরী অক্ষয়।
বৈরী নহে যেই বীর্য্যেতে ক্ষীণ,
বীর্য্য নহে যাহা খ্যাতি বিহীন। একাবলী *
হেনকালে পার্থে কহে মাতলি,
দেব হইতেও ইহারা বলী।
ইহাদিগে দৈব-অস্ত্রে বধিয়া,
আনন্দে ডুবাও ইন্দ্রের হিয়া॥

১। কলম্ব, বাণ, তীর।

৪। লয়ে ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রলয়কালে জলদ্বারা সৃষ্টি প্লাবন করিলেও সমুদ্র কি হ্রাস পায়?

১১। দৈব অস্ত্র, দেব সম্বন্ধীয় অস্ত্র।

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণ গুলি উত্তরোত্তর পদার্থের বিশেষ্য রূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হইলে একাবলী বলাযায়। এস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জনমে মানব জনম সার,
বড় কুলে জন্ম সার তাহার।
তাহে সার নিজ ধর্ম্ম পালন,
স্বধর্ম্মে পিতার আজ্ঞা বহন॥ সার *
বীরবর স্মর ইন্দ্র-আদেশ,
অরিবধে চেষ্টা কর বিশেষ।
নতুবা সামান্য-আয়ুধ বলে,
বধিতে নারিবে এ দৈত্য দলে॥
বজ্র দণ্ড পাশ গদা লইয়া,
ইন্দ্র যম পাশী কুবের গিয়া।
না পারিয়া ইহাদের সমীকে,
পূর্ব্বে পলাইল পূর্ব্বাদি দিকে॥ যথাসঙ্খ্য †

১০। পাশী, বরুণ।

১১। সমীকে, যুদ্ধে।

১২। পূর্ব্বাদি দিক, পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর।

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষাতেও পর পর পদার্থের উৎকর্ষ বর্ণনাকে সার বলা যায়।

† ক্রমশ, উল্লিখিত পদার্থ গুলির যথাক্রমে অন্বয় থাকিলে যথাসঙ্খ্য বলাযায়।

শুনি ভীমানুজ ভীম প্রতাপে,
গান্ধর্ব্ব সন্ধান করিল চাপে।
দৈবী মায়া যোগ করি তাহাতে,
অস্ত্র নিক্ষেপিল সত্বর হাতে॥
গাণ্ডীবের ছিলা ছাড়িয়া তবে,
অস্ত্র আলম্বিল যত দানবে।
বৈরীরা আয়ুধ প্রহার নিয়া,
বিবেক রতন দিল ছাড়িয়া॥ পরিবৃত্তি *
অস্ত্রের মায়াতে দনুজ দল,
সহসা হইল ভ্রমে বিকল।
এই পার্থ এই পার্থ কহিয়া,
পরস্পরে তারা মরে যুঝিয়া॥
অগুরু কুঙ্কুম চন্দনে যাহা,
পূর্ব্বে বিলেপিত হইত আহা।

১। ভীমানুজ, অর্জুন।

২। গান্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বদিগের অস্ত্র। চাপে, ধনুতে।

---

* তুল্য বা ন্যূন অথবা অধিক মূল্যের বস্তু দিয়া বিনিময় (বদল) করা বর্ণিত হইলে পরিবৃত্তি কহে।

দৈত্য সৈন্যদের সেই হৃদয়,
সম্প্রতি হইল শোণিতময় ॥ পর্য্যায় *
অনেক সেনার দেখি নিধন,
কালকা পুলোমা তনয়গণ।
ভয়ে দ্রুতবেগে রণ ছাড়িয়া,
হিরণ্য পুরীতে পশিল গিয়া ॥
বিক্রমে দুর্ব্বার[১] একে পাণ্ডব,
শিখাইল পুন নিজে বাসব।
আয়ুধ দিলেন বিবুধগণ[২],
কে সহিবে হেন বীরের রণ ॥ সমুচ্চয় †
দৈত্যগণ দ্বারে কপাট দিয়া,
নির্ভয়ে রহিল পুরে পশিয়া।

১। দুর্ব্বার, অতিকষ্টে যাহাকে নিবারণ করা যায়।

২। বিবুধগণ, দেবতা সকল।

---

* এক স্থানেই যদি ক্রমে (পূর্ব্বোত্তর কাল ক্রমে) দ্বিবিধ বা বহুবিধ পদার্থের উৎপত্তি অথবা বিধান বর্ণনা করা যায় তবেও পর্য্যায় কহে।

† প্রস্তুত কার্য্যের প্রতি একটি সাধক দিয়াও সাধকান্তরের উপাদান করিলে সমুচ্চয় বলা যায়।

এ দিকে মাতলি কৌরব বীরে,
কহিতে আরম্ভ করিল ধীরে॥
সম্প্রতি আমার বুদ্ধিতে লয়,
দৈত্যপুরী ভাঙ্গা উচিত হয়।
বিক্রমে আক্রমি হিরণ্য পুর,
গাণ্ডিবে সন্ধান কর ভিদুর॥ উত্তর *
রক্ষা যদি পায় তোমার হাতে
পীড়িবে ইহারা তোমারি তাতে।
সর্ব্বথা খলের না করি শেষ
উত্ত্যক্ত করিলে অধিক ক্লেশ॥
বিশেষত ইহাদের জনন
সুজনদিগের মান ভঞ্জন।

৬। ভিদুর, বজ্র অস্ত্র।

১০। উত্ত্যক্ত করিলে, উৎপীড়ন করিয়া রাগাইলে।

---

* কেবল উত্তর বাক্য শ্রবণ করিয়াই যে স্থলে প্রশ্নের উন্নয়ন (অনুমিতি) করা যায় তাহাকেও উত্তর বলে।

পরপীড়া হেতু বল বিক্রম
অমরে জিনিতে তপস্যা শ্রম ॥ পরিসঙ্খ্যা *
ভগ্ন যদি হয় হিরণ্যপুর
বাহিরিবে রুষি যত অসুর।
পড়িলে তোমার সমরশিরে
অতিথি হইবে যম-মন্দিরে ॥
হেন বাণী শুনি কৌরব মণি
যুড়িল যেমন চাপে অশনি।
খর বাত সহ অমনি রড়ে
দানব নগরে উলকা পড়ে ॥ সমাধি †

১। পরপীড়া, আপনি ভিন্ন আর সকলের দুঃখ।
৮। অশনি, বজ্র।
৯। খরবাত, প্রচণ্ড পবন।

---

* প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা প্রশ্নব্যতিরেকেই হউক কথিত পদার্থটি যদি তদিতরের ব্যবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক) হয় তবে পরিসংখ্যা বলা যায়।

† ভাগ্যক্রমে উপায়ান্তরের উপস্থিতি নিবন্ধন আরব্ধ বিষয়টি অনায়াসে কর্ত্তা কর্ত্তৃক সমাহিত হইলে সমাধি কহে।

পবনের বেগে উলকা পাতে
দৃঢ়তর কুলিশের আঘাতে।
জর জর প্রায় হইল পুরী
দেখি অসুরেরা পাতে চাতুরী॥
পুরীসহ তারা মায়া বিভবে
শূন্য পথে দ্রুত পলায় সবে।
সে পুরীর বেগ যেই না জানে
তুল্য বলি সেই মনকে মানে॥ প্রতীপ। *
পুরবর কভু উপরে চড়ে
কখন বা বেগে অধোতে পড়ে।
কাঁকড়ার মত কখন হায়
তিরশ্চীন ভাবে চলিয়া যায়॥
রবি মণ্ডলের নিকটে গিয়া
কিরণ ছটায় কভু মিশিয়া।

১। কুলিশ বজ্র।

২। তিরশ্চীনভাবে, পাথালে হইয়া, বক্রদিকে।

---

* উপমান বলিয়া প্রসিদ্ধ পদার্থের যদি উপমেয় ভাব কল্পনা করা যায় তাহা হইলেও প্রতীপ কহা যায়।

চলিতে লাগিল ধীর প্রচারে
কোন জন উহা লক্ষিতে নারে ॥ সামান্য *
জলদের আড়ে কভু লুকায়
কখন সাগরে ডুবে ত্বরায়।
পাতালে পশিয়া রহে কখন
ঊর্দ্ধে উঠি পুনঃ করে ভ্রমণ ॥
উপরে রবির কর পতনে
শত শত রবিকান্ত জ্বলনে।
নিবারি পার্থের গতি অন্তিকে
ব্যোমে ঘুরে পুর সকল দিকে ॥ উদাত্ত †

৮। রবিকান্ত, সূর্য্যকান্ত মণি।

৯। অন্তিকে, নিকটে।

---

* উভয়ের সমানগুণ কথনাভিলাষে প্রস্তুত পদার্থকে অপ্রস্তুতের সহিত (অবিতর্কণীয়ভাবে) একাত্মা করিয়া বর্ণনাকে সামান্য কহে।

† কোন পদার্থের সমধিক সমৃদ্ধি (সম্পত্তি) বর্ণনাকে সমাধি কহে। এস্থলে বহুতর সূর্য্যকান্তমণির বর্ণনাতে পুরের সম্পত্তি জ্ঞাপিত হইয়াছে।

পাছে পাছে পার্থ মাতলি সহ
দূরে থাকি এড়ে অস্ত্র নিবহ।
মুহূর্ত্তে সে পুরী করিয়া গুঁড়া
ভূমিতে পাড়িল বীরের চূড়া॥
ভয় উপজিল দানবগণে
শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে।
আঃ মার মার পামর নরে
হেন কহি তাহা গোপন করে॥ ব্যাজোক্তি *
নিরুপায় দেখি পুরীর ভঙ্গে
যুঝিতে বাঞ্ছিয়া পার্থের সঙ্গে।
রোষে আহরিয়া সুরা আসব
বীর পানে মজে সব দানব॥

১১। আহরিয়া, আনিয়া। সুরা, যন্ত্রে পক্ক মদ, স্পিরিট্স্। আসব ফুলের মধু।

---

* প্রকাশোন্মুখ পদার্থের ছলক্রমে গোপন করাকে ব্যাজোক্তি কহে। এস্থলে ক্রোধের ছলে ভয়জন্য কম্পাদি গোপন করা হইয়াছে।

ক্রোধ ভরে ঘুরে রাঙ্গা নয়ন
গর্ব্বিত মানস জড় বচন।
দনুজ দলের কাঁপয়ে কায়
তেঁই মত্ত ভাব বুঝা না যায়॥ মীলিত *
বারুণী সেবিয়া আয়ুধ ধরি
যুঝিতে তনুত্র শিরস্ত্র পরি।
রথে আরোহিয়া ষাটি হাজার
বাহিরিল দৈত্য ঘোর-আকার॥
সহসা পার্থের পথ রুধিয়া
অবজ্ঞাতে খল খল হাসিয়া।
মধুগন্ধে মুখে যত ভ্রমর
পড়িছে, সে সবে করে পাণ্ডর॥ তদ্গুণ †

৫। বারুণী, মদিরা।
১২। পাণ্ডর, শ্বেত, ধবল।

---

* স্বভাবসিদ্ধ বা কৃত্রিম কোন চিহ্ন দ্বারা এক বস্তু যদি অন্য বস্তুকে তিরোহিত করে তবে মীলিত হয়।

† উজ্জ্বল গুণশালি কোন পদার্থের গুণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিকৃষ্ট পদার্থের আপনার গুণ ত্যাগ পূর্ব্বক যদি তাহারি গুণ প্রাপ্তি বর্ণিত হয় তবে তদ্গুণ বলা যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি অসুরগণ,
কহিতে লাগিল কটু বচন।
অরে মূঢ় নর পলাও দূরে,
নতুবা যাইবি যমের পুরে॥
জাননা মোদের বল বিক্রম,
বৃথা তেঁই গর্ব্ব শিশুর সম।
ইন্দ্র তোর পিতা জিনেছি তায়,
নর তুই তোরে জিনা কি দায়॥ অর্থাপত্তি*
প্রভুর জয়ের কথা শুনিয়া,
দিগ্ধ শরে যেন বিদ্ধ হইয়া।
ক্রোধে কালকেয় পৌলোম গণে,
ভৎর্সিছে মাতলি হেন বচনে॥
অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর,
ধনু নম্র কর অথবা শির।

১০। দিগ্ধ, বিষাক্ত।

---

* ইন্দুরে দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে এই বলিলে যেরূপ দণ্ড-স্থিত পিষ্টকেরও ভক্ষণ অর্থবশতঃ আইসে তাহার ন্যায়, পূর্ব্বকল্পিত অর্থ দ্বারাতেই যদি অপরার্থ সুতরাং লভ্য হয় তবে অর্থাপত্তি কহে।

প্রাণ ছাড় কিম্বা ছাড়হ মান,
অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ ॥ বিকল্প *
পলাইলি পূর্ব্ব-রণ ছাড়িয়া,
তেঁই এতক্ষণ আছ বাঁচিয়া।
এবার বাঁচিতে থাকিলে আশ,
শরণ মাগহ ইন্দ্রের পাশ ॥
কিম্বা উপদেশ না লয় খল,
ছিদ্রিত কলসে থাকে কি জল।
গঙ্গাজল দিয়া হাজার বার,
ধুইলেও শুদ্ধ নহে অঙ্গার ॥ অতদ্‌গুণ †
অতি ভীরু তোরা তোদিগে ধিক্,
গর্ব্ব তবে কেন এত অধিক।
বরঞ্চ সমরে দেয় পরাণ,
বীর তবু পৃষ্ঠ না করে দান ॥

---

* বস্তুগত্যা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের তুল্য বল-কল্পনাদ্বারা যদি এক ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় প্রদর্শিত হয় তবে বিকল্প বলা যায়।

† উজ্জ্বলগুণ পদার্থের গুণ সংক্রান্ত হইলেও নিকৃষ্টগুণ বস্তুর যদি তদ্‌গুণতা প্রাপ্তি না হয় তবে অতদ্‌গুণ কহে।

এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি,
বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি।
ডাকিছে তোদিগে ভাবি-মরণে,
দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে ॥ ভাবিক *
ভগ্ন, উচ্চদশা তোদের পাপে,
পুরী ভাঙিয়াছে পার্থপ্রতাপে।
পলায়িবি কোথা রণে এবার,
আগে দেখ তাহা করি বিচার ॥
পলায়িস্ যদি তোরা এ দিকে,
এড়াইতে পার ভাবি-সমীকে।
যামী দিক্ পানে অঙ্গুলি দিয়া
দেখাইলা যন্তা এই বলিয়া ॥ সূক্ষ্ম †

১১। যামী দিক, যমসম্বন্ধিনী অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্।

---

* ভাবী অথবা ভূত কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষের ন্যায় বর্ণনাকে ভাবিক বলা যায়।

† সূক্ষ্মমতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকার অথবা ইঙ্গিতদ্বারা বোধ্য যে সূক্ষ্ম অর্থ তাহার ভঙ্গীক্রমে বর্ণনাকে সূক্ষ্ম বলা যায়।

পুন যন্তা কহে রে মূঢ়চয়
সাধ কি বিজয়ে করিতে জয়।
কালের ভীষণ-দশনাকার
শরজাল যার নিশিত ধার।
নিজাংশ নিবাতকবচ বধে
দেব দিবাকর পূরিয়া ক্রোধে।
অন্য পরাভব না পারি দিতে
যাহার প্রতাপ চাহে জিনিতে॥ প্রত্যনীক *
সেই পরন্তপ কৌন্তেয় আজি
দেখাবে তোদিগে মৃত্যুর বাজী।
এই মাত্র যদি কহিলা সূত
কুপিল কালকা পুলোমা সুত॥

১। যন্তা, সারথি।

২। বিজয়ে, অর্জ্জুনকে।

৫। নিজাংশ ইত্যাদি। নিবাতকবচেরা সূর্য্যের অংশে জাত ইহা মহাভারতে উক্ত আছে।

৯। পরন্তপ, শত্রুদিগের তাপদায়ী।

---

* উৎকর্ষ বর্ণনার অভিপ্রায়ে কোন শত্রু কর্ত্তৃক এক ব্যক্তির অপকার করিতে না পারাতে তাহার সম্বন্ধীয় বস্তুর তিরস্কার বর্ণনাকে প্রত্যনীক বলা যায়।

ললাট সস্বেদ ভুরু কুটিল
লোচন লোহিত তনু কাঁপিল।
দংশয়ে দশনে দশনবাস
সঘনে বহিল উষ্ম নিশ্বাস॥ স্বভাবোক্তি। *
তপ্ত তৈলে যেন পড়িল জল
ক্রোধেতে জ্বলিল দনুজ দল।
গরজিয়া ঘোর গভীর তর
লুফিল প্রচণ্ড কোদণ্ডবর॥
উথলিল দৈত্যবল ভীষণ
পর্ব্বদিনে মহাসিন্ধু যেমন
পদভরে ধরাতল কাঁপিল
সংহারিতে হর বুঝি নাচিল॥
সৈংহিকেয় শঙ্কা রবিকে দিয়া
ব্যোম আবরিল ধূলি উড়িয়া।

১। সস্বেদ, ঘর্ম্মযুক্ত।

৩। দশনবাস, অধর ওষ্ঠ।

১৩। সৈংহিকেয়শঙ্কা, রাহুর ভয়।

---

* লৌকিক পদার্থের উত্তম রূপে গুণ ক্রিয়াদি বর্ণন দ্বারা স্বভাব প্রকাশ করিলে স্বভাবোক্তি বলা যায়।

সহসা তিমিরে দিক ঢাকিল
ভয়ে কি বিরাট আঁখি মুদিল॥
হেন কালে দৈত্যপতি সমূহ
স্বসৈন্যে সাজায় দুর্জ্জয় ব্যূহ।
সমুখে রহিল দশ হাজার
মাঝে সমসঙ্খ্য থাকিল তার॥
দশ দশ হাজারেতে দুপাশ
আটকায় যেন যমের দাস।
পৃষ্ঠভাগে রথে হাজার বিশ
সবাকে পালিছে দনুজাধীশ॥
চক্রব্যূহ রচি তাহারা সবে
বিস্ফারিল ধনু অতনু রবে।
শুনিয়া অমনি পাণ্ডব মণি
বাজাইল শঙ্খ বিশাল ধ্বনি॥

২। বিরাট, মহাপুরুষ, চন্দ্র ও সূর্য্যই তাঁহার চক্ষু সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্য হওয়াতে বিরাট পুরুষের চক্ষু মুদ্রণ উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।

১২। বিস্ফারিল, টঙ্কার দিল। অতনু রবে, বিশাল ধ্বনিতে।

পরিচিত দেব দত্তের ধ্বানে
স্বরগে সুরেরা দুন্দুভি হানে।
বিজয়ের জয় বাদ সহিত
কোণাঘাতে নাদ উঠে ত্বরিত ॥
ঘোর ঘর ঘরে রথ টানিয়া
দড় বড়ে ঘোড়া চলে হেষিয়া।
না জানি কি রেণুরূপে নিখিল
শব্দরূপে কিম্বা পরিণমিল ॥
ধূলার আঁধারে কিছু না শুঝে
দেবরিপুদল তথাপি যুঝে,
অনুমানে পাণ্ডুসুতের যান
লক্ষিয়া অজস্র বরিষে বাণ ॥

৩। বিজয়ের, অর্জুনের।

৪। কোণাঘাত, বহুশতসহস্র দুন্দুভি এবং বহুশত ঢক্কা একত্র আহত হইলে কোণাঘাত হয়।

৬। হেষিয়া, শব্দ করিয়া।

৭। রেণু, ধূলা, ধূলি। নিখিল, সকলসৃষ্টি।

৮। পরিণমিল, পরিণত হইল।

অনতি বিলম্বে অম্বর তলে
কনক পুঙ্খের প্রভা মণ্ডলে।
নাচাইয়া যেন তড়িত বালা
উড়িল উজালা বিশিখ মালা॥

শ্রাবণের বারি-ধারার মত,
খসিয়া আইসে মার্গণ যত।
নিরখি নিমিষে পাণ্ডব শূর,
কোদণ্ড টানিল আকর্ণ পূর॥

আকর্ষণে ধনু নত হইয়া,
কাঁপাইল রিপুদলের হিয়া।
অমর্ষে কুটিলতর যেমন,
অন্তকের ভুরু-ভঙ্গ ভীষণ॥

২। পুঙ্খ, বাণের যে স্থান ছিলাতে চড়ান যায় তাহা লৌহাদি দ্বারা বান্ধা থাকে, এস্থলে সোনাবান্ধা, প্রভা মণ্ডলে, সেই পুঙ্খের দ্যুতি সমূহ দ্বারা অর্থাৎ তৎস্বরূপ যে বিদ্যুৎরূপ বালা (স্ত্রী) তাহাকে নাচাইয়া।

৪। বিশিখমালা, বাণ শ্রেণী।

৬। মার্গণ, বাণ।

৮। কোদণ্ড, ধনু।

১১। অমর্ষে, ক্রোধে। কুটিলতর, অতিশয় বাঁকা।

১২। অন্তকের যমের।

ধনু নোমাইয়া রথি-বৃষভ,
বিস্ফারে পূরায় ধরণি নভ।
সংহারের আগে পিণাকপাণি,
টঙ্করে যেমন পিণাক টানি॥
বাছিয়া বাছিয়া প্রখরতর,
তূণীর হইতে তুলিয়া শর।
অর্দ্ধপথে যত অরির তীর,
খণ্ডশ কাটিল গাণ্ডীবী বীর॥
ধন্য বিজয়ের শিক্ষাকৌশল,
হাতের লাঘব বাহুর বল।
সহস্র সহস্র ইষু পতন,
অভ্রমে করিল একা বারণ॥

১। রথি-বৃষভ, রথীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
২। বিস্ফারে, টঙ্কার শব্দে।
৩। পিণাক-পাণি, মহাদেব, শিব।
৪। পিণাক, শিবের ধনুকের নাম।
৬। তূণীর, তূণ, বাণ রাখিবার পাত্র-বিশেষ।
৮। খণ্ডশ, খণ্ড খণ্ড করিয়া।
১০। লাঘব, শীঘ্রতা।
১১। ইষু, বাণ।
১২। অভ্রমে, ভ্রম ব্যতিরেকে।

নিবারি বৈরীর বাণ কুহক,
নারাচ যুড়িলা যোধ তিলক।
বক্র চাপে বাণ শোভে যেমন,
কালের ব্যাদিত মুখে দশন ॥
প্রক্ষেড়ন আরোপিয়া ধনুতে,
ভীমানুজ কহে দনুর সুতে।
শুন কালকঞ্জ পৌলোম গণ,
অর্জ্জুনের বাণ সহ এখন ॥
মোর শরবেগ বুঝি জান না,
তেঁই করিয়াছ ব্যূহ রচনা।
প্রলয়ে জলধি উথলে যবে,
জাঙাল বাঁধিলে তাহে কি হবে ॥
নারাচ কন্টকে আজি নিশ্চয়,
উদ্ধারিব দেব-কণ্টক চয়।

১। কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকী।
৩। বক্র চাপে, বাঁকা ধনুতে।
৪। ব্যাদিত, হাঁ করা।
৫। প্রক্ষেডন, নারাচ বাণ।
১৩। কন্টক, কাঁটা।
১৪। দেবকন্টক, দেবতাদিগের ক্ষুদ্র শত্রু—কাঁটা দিয়াই কাঁটা উদ্ধার করা উচিত।

কোন্‌গুণে পিতা-ইন্দ্রের সনে,
বিরোধ আচর দেখাও রণে ॥
এইমাত্র কহি অহিত পানে,
পৃথাসুত শিত-নারাচ হানে।
রক্ত পিয়াসেই বুঝি খ-তলে,
আশুতর সেই আশুগ চলে ॥
একের উপরে দু-তিন ক্রমে,
সংখ্যা বাড়াইয়া পার্থ অভ্রমে।
অনেক সহস্র নারাচ স্তোমে,
কুজ্‌ঝটিকা বুঝি সৃজিল ব্যোমে ॥
কিরীটীর শর-স্রোত প্রখর,
তিলে তিলে বাড়ে অধিকতর।
নদীতে বরিষা কালে যেমন,
বৃদ্ধি পায় বেগে জলপ্লাবন ॥

৩। অহিত, শত্রু।

৫। পিয়াসেই, পিপাসাতেই। খতলে, আকাশে, গগণে।

৬। আশুতর, শীঘ্রতর। আশুগ, বাণ।

৯। স্তোম, সমূহ।

১০। কুজ্‌ঝটিকা, কুয়াশা।

অবিরল শর-ধারায় ঢাকি,
লুকাইল দিক্ কোথায় নাকি।
অন্তরীক্ষ বুঝি অচিরকালে,
নিচিত হইল গবাক্ষজালে॥
বেগেতে আইসে অস্ত্র সমূহ,
দেখিয়া ভাঙ্গিল অসুর ব্যূহ।
রড়ে বহে যদি দক্ষিণ বায়,
জলদাডম্বর রহে কি হায়॥
সন্ধানে সন্ধানে ধীর তিলক,
অরি সারথির কাটে মস্তক।
মথিয়া রথের তুরঙ্গ সার্থ,
অন্তকের ন্যায় যুঝয়ে পার্থ॥
পূতিগন্ধি অস্থি কেশেতে পূর্ণ,
রুধিরের নদী বহিল তূর্ণ।

৩। অন্তরীক্ষ, আকাশ।

৪। নিচিত,—ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বাণ দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়াতে গবাক্ষের ছিদ্রের ন্যায় গগণে অল্প অল্প ফাঁক থাকিল।

১৩। পূতিগন্ধি, দুর্গন্ধ যুক্ত।

রণভূমে, যথা যমের দ্বারে,
বৈতরণী বহে ঘোর আকারে ॥
শোণিতে ভিজিল সমর স্থল,
সদ্য প্রশমিল ধূলিপটল।
লক্ষ্যে দরশন চলিল তবে,
সুবিধা পাইল যোধেরা সবে ॥
হত তুরঙ্গম নাই সারথি,
তথাপি অখিন্ন দনুজ রথী।
ভূমেই রহিয়া ষাটি হাজার,
বুকে ধরে নারাচের প্রহার ॥
ক্ষত-অঙ্গে যত অসুরপতি,
রুধির বিন্দুতে শোভিল অতি।
বসন্ত সময়ে কিংশুক বন,
ফুল্ল ফুলে দেখাযায় যেমন ॥
সীমা ভূমে যেন ক্রোধের গিয়া,
পার্শ্বে কহে তারা হাত নাড়িয়া।

৪। সদ্য, তৎক্ষণাৎ। প্রশমিল, শান্ত হইল। ধূলি পটল; ধূলা সকল।

৮। অখিন্ন, খেদযুক্ত নয়।

ভাল ভাল অরে বাসব সুত,
দেখাইলি বীরপনা অদ্ভুত ॥
চিরকাল রণকণ্ডূয়া বশে,
দোর্দণ্ড, মোদের অস্ত্র পরশে,
পাইয়াছি আজি তাহার পাত্র,
দেখিবি রে থাক ক্ষণেক মাত্র ॥
শিশু তুই তোরে মোদের রণে,
প্রেরিয়া মহেন্দ্র আছে কেমনে।
প্রথমে হৃদয় তোর বিঁধিব,
পরে শোকশল্যে তারে হানিব ॥
মাতলি সারথি ইন্দ্রের যান,
তেঁই বুঝি নিজে অজেয় জ্ঞান।
এখনি চড়িয়া গাধার রথে
যাইতে হইবে দক্ষিণ পথে ॥

৩। রণ কণ্ডূয়া, যুদ্ধের নিমিত্তে চুলকানী।

৪। দোর্দণ্ড, বাহু স্বরূপ দণ্ড—অস্ত্রকে স্পর্শ করে।

৫। পাত্র, সেই যুদ্ধের চুলকানী নিবারণের স্থান।

১২। অজেয়, জয়ের অসাধ্য।

ঘূর্ণিত নয়নে হেন কহিয়া,
অমোঘ আসুর-মন্ত্র জপিয়া।
দৈত্যেরা ধনুতে যুড়িল শর,
প্রমাদ গণিল সুর কিন্নর॥
যুগপৎ সবে করি সন্ধান,
ছাড়িল ময়ের নির্ম্মিত বাণ।
মায়াময় অস্ত্র বেগে ধাইয়া,
চলিল বিবিধ রূপ ধরিয়া॥
কারো মুখ কেশরীর মতন,
কোন শর মৃগাদন-বদন।
কাহারো বা আস্য বাঘের ন্যায়,
কারো মুখ তার্ক্ষ্যতুণ্ডের প্রায়॥
শিবার সদৃশ কারো বদন,
উলকা জ্বলিছে তাহে ভীষণ।

২। অমোঘ অব্যর্থ। আসুর, অসুর সম্বন্ধীয়।

১০। মৃগাদন-বদন, নেকড়িয়া বাঘের ন্যায় যাহার মুখ।

১১। আস্য, মুখ।

১২। তার্ক্ষ্য তুণ্ড, গরুড় পক্ষীর ঠোঁট।

১৩। শিবা, শৃগাল।

বদন ব্যাদানে দশন মেলি,
ধায় ইষুগণ গগনে খেলি ॥
ঘোর শরধারা নিরখি পার্থ,
বহু অস্ত্র ছাড়ে নিবারণার্থ।
দানবের বাণে ঠেকি সে সব,
অমনি হইল হত-বিভব ॥
বিফলিয়া প্রতিকার-উপায়,
প্রলয় কালের ঝড়ের ন্যায়।
অলখিতে যেন আসুর-বাণ,
আসি উড়াইল পার্থের প্রাণ ॥
বিষম সঙ্কট দেখি বিজয়,
ভুলিল নিজের আয়ুধ চয়।
ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ কাঁপিল তনু,
শিথিল মুষ্টিতে খসিল ধনু ॥
অন্তকাল বুঝি বাসব-সুত,
পিতা মাতা দোঁহে স্মরিলা দ্রুত।

১। ব্যাদানে, হাঁ করিয়া।
৭। বিফলিয়া, বিফল করিয়া।
১৪। শিথিল, ঢিলা।

স্বস্তি কিরীটীর কহে অমর,
হরিষে গরজে দৈত্য-নিকর ॥
আহত হইয়া সে ঘোর বাণে,
মুরছি পাণ্ডব পড়িল যানে।
দেখি হাহাকারে মাতলি সূত,
বসন-অঞ্চলে হাঁকায় দ্রুত ॥
মূর্চ্ছিত দশাতে কৌরব-মণি,
দেখিছে স্বপন, যেন আপনি।
মহেন্দ্র আসিয়া কোলে করিয়া,
সুধামাখা মুখে কহে সান্ত্বিয়া ॥
উঠ বাছা আর নাহিক ভয়,
ব্রণ-কষ্ট এই করিনু ক্ষয়।
অমৃতার্দ্র করে তোমার অঙ্গ,
লেপিনু হউক মূরছা ভঙ্গ ॥
যে আয়ুধে বাছা তুমি মোহিত,
ইহার প্রভাবে কে নহে ভীত।
দৈত্য বৃন্দ এই অস্ত্রের জোরে,
অন্যের কি কথা জিনিল মোরে ॥

১২। ব্রণ, অস্ত্র দ্বারা ক্ষত, বাণের ঘা।

ব্রহ্মশির[১] নামে তোমার কাছে,
হরের প্রসাদ যে অস্ত্র আছে।
কালকঞ্জ আর পৌলম যত,
তাহারি সন্ধানে হইবে হত॥
এরূপ স্বপন দেখি অচিরে,
সুধা সেকে যেন সুস্থ শরীরে।
মোহ নিদ্রা ত্যজি শ্বেতবাহন,
উঠিয়া বসিল পূর্ব্ব মতন॥
দেবদেব রুদ্রে একান্ত চিতে,
চিন্তিলা কৌন্তেয় জোড় পাণিতে।
তদন্তে স্মরিলা আয়ুধ তাঁর,
মূর্ত্তিমান্ যেন মহাসংহার॥
তেজোগুণে উজালিয়া অম্বর,
অবিলম্বে রৌদ্র আয়ুধ বর।
পুরুষ সদৃশ রূপ প্রকাশি,
দরশন দিলা সমুখে আসি॥
দেখিলা কৌরব আয়ুধ বরে,
তিন মুখে নও লোচন ধরে।

১। ব্রহ্মশির, রৌদ্র অস্ত্রের নাম।

ছয় ভুজ, অঙ্গ কাল বরণ,
ফণীর দড়িতে জটা বন্ধন ॥
পরিহরি ঘোর দৈব মূরতি,
শর রূপে সেই আয়ুধপতি ॥
আলম্বিল কুন্তী-সুনুর তূণ,
ভস্মে আচ্ছাদিত যেন আগুন
আরাধিয়া স্তুতি নতিতে হরে,
পাণ্ডব গাণ্ডীব তুলিয়া করে।
স্বস্তি জগতের কহি সত্বর,
সন্ধান করিলা সে অস্ত্রবর ॥
ক্ষণমাত্রে ধূমে পূরিল নভ,
রবি সোম বহ্নি বিগতপ্রভ।
সঘনে কাঁপিয়া যেন কি ধরা,
পাতালে যাইতে করিছে ত্বরা ॥
পৃথিবী তুলিতে মহা শূকর,
নিমজ্জিল যবে তার সোসর।
ক্ষুভিত সাগরে উঠে তরঙ্গ,
মীন নক্র মানে লয়ের রঙ্গ ॥

১৮। মীন নক্র, মৎস্য কুম্ভীর।

আয়ুধের প্রভা দনুজ কুল,
নেহালি হইল ভয়ে আকুল।
হিয়া কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুকায়,
জ্বরার্ত্তের ন্যায় কাঁপিছে কায়॥
অনন্তর রুদ্র মন্ত্র জপিয়া,
সিংহনাদে নিজ নাম হাঁকিয়া।
বিসর্জ্জিলা অস্ত্র পাণ্ডব যোধ,
মূর্ত্তিমান্ যেন রুদ্রের ক্রোধ॥
আয়ুধ উড়িল যবে অমনি,
নানা মূরতিতে পূরে অবনী।
অস্ত্রের প্রভাবে বাঘ শৃগাল,
জনমে মহিষ সিংহ বিড়াল॥
তরক্ষু শূকর কুক্কুর শত,
বানর ভালুক উলূক কত।
মতঙ্গজ তুরঙ্গম কুরঙ্গ,
শরভ গণ্ডার নানা ভুজঙ্গ।

১৩। তরক্ষু, নেকড়িয়া বাঘ।
১৪। উলূক, পেঁচা।
১৫। মতঙ্গজ, হস্তী। তুরঙ্গম, ঘোড়া। কুরঙ্গ, মৃগ।
১৬। শরভ, এক প্রকার পশু।

গরুড় কুকুড়া শ্যেন বায়স,
শত শত গৃধ্র চিল সারস।
পর্ব্বত সমুদ্র হ্রদ গম্ভীর,
মকর কমঠ মীন কুম্ভীর॥
পিশাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ,
বিদ্যাধর ভূত অসুর রক্ষ॥
নানারূপধারী প্রেত ভীষণ,
তিন মুখ কারো চারি আনন॥
বিবিধ আয়ুধ ধরিয়া করে,
নাচিয়া তাহারা ধায় সমরে।
এরূপে অগণ্য জন্তুতে স্থান,
ভূমে না রহিল তিল সমান॥
নানা উপায়েতে সে সব প্রাণী,
একে একে ষাটি সহস্রে হানি।
মুহূর্ত্তে দেবের বিপক্ষ-কথা,
জ্ঞান করাইল স্বপন যথা॥

১। শ্যেন, বাজপক্ষী বহরী। বায়স, কাক।
৪। কমঠ, কেঠো বা কচ্ছপ।
১৪। ষাটি সহস্রে, ষাটিহাজার দৈত্যাদিগকে।

বধি কালকঞ্জ পৌলোম গণে,
অস্ত্রবর রূপ সম্বরি ক্ষণে।
পার্থের প্রণতি অন্তে আকাশে,
উড়িয়া উত্তরে হরের পাশে ॥

নিখিল দনুজানল, শীতল ধরণীতল,
স্বরগে দুন্দুভি ঘন বাজে।
কিরীটীর শিরে ফুল, বরষিলা দেবকুল,
শির নোমাইলা বীর লাজে ॥
শুনিয়া সে বিবরণ, ধাইল দানবীগণ,
রণভূমে, পুরী পরিহরি।
পতি সুত বন্ধু জনে, পতিত নিরখি রণে,
বজ্রপাত মানে আহা মরি ॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্রকৃতৌ নিবাতকবচ বধে
মহাকাব্যে হিরণ্যপুর দৈত্যবধো নাম
একাদশতমঃ সর্গঃ ॥

২। রূপ সম্বরি, অর্থাৎ নানাপ্রকার জন্তুর রূপ ধারণ করিয়াছিল সেই সকল রূপ সম্বরণ করিয়া।

৮। লাজে, প্রশংসিত কার্য্য করিয়া পুরস্কার প্রাপ্তির সময়ে যে লজ্জা হয় সেই লজ্জাতে।

দ্বাদশ সর্গ।

—০০০—

বিপদ-বারতা শুনি হাহাকারে হায়,
ধাইল অসুরী যত উন্মত্তার ন্যায়।
কালকা-পুলোমা দোঁহে আগে ধায় রড়ে,
পদে পদে উছট খাইয়া ভুমে পড়ে॥
জগত আঁধার দেখে পথ নাহি শুঝে,
গৃধ্র শৃগালের রবে দিক মাত্র বুঝে।
বুক বিদরিছে শিরে পড়িল কি বাজ,
আলু থালু বস্ত্র চুল নাহি ভয় লাজ॥
ধরাধরি করি দোঁহা পুত্রবধূগণ,
লইয়া চলিল যথা ঘটিল সে রণ।
যুদ্ধক্ষেত্র দেখে তারা ভীষণ অতুল,
পিছিলা রুধিরপঙ্কে কঙ্কালে সঙ্কুল॥
গৃধিনী শকুনি চিল হাড়গিলা কাক,
শৃগাল কুক্কুর আসি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।

১২। কঙ্কালে সঙ্কুল মৃত শরীরের অস্থিতে ব্যাপ্ত।

উদরের নাড়ী কোন গৃধ্র টানি আনে,
বিবরের সাপে যেন বৈনতেয় টানে ॥
মাথা গুঁজি পাখা মেলি অন্য গৃধ্র তারে,
সচীৎকারে লম্ফে লম্ফে যায় হানিবারে।
দুই গৃধ্রে যুদ্ধ বাজে চিল নিরখিয়া,
অলখিতে আসি নাড়ী লইল কাড়িয়া ॥
গোটা গোটা হাড় গিলে হাড়গিলা যত,
কত ভুঞ্জে সঞ্চয়-স্থলীতে রাখে কত।
শবমুণ্ডে বসি কাক বিকৃত ডাকিয়া,
চক্ষুতে ঠোকর মারে পক্ষতি মেলিয়া ॥

২। বিবর, গর্ত্ত, খাল। বৈনতেয়, গরুড় পক্ষী।

৪। সচীৎকারে, চীৎকারের সহিত অর্থাৎ চীৎকার শব্দ করিয়া।

৮। সঞ্চয়-স্থলী, এস্থানে হাড়গিলার গলায় যে থলিয়া থাকে।

৯। শবমুণ্ডে, মৃত ব্যক্তির মাথাতে। বিকৃত, বরাবর যেরূপ ডাকে তাহা হইতে আর এক প্রকার।

১০। পক্ষতি, পাখার মূল বা গোড়া।

কুক্কুর টানিছে শব আপনার পানে,
লেজ ফুলাইয়া শিবা আর দিকে টানে।
কুক্কুর শৃগালে লাগে ঝকড়া তুমুল,
শুনিলে সে কোলাহল হৃদয় ব্যাকুল॥
দেখিয়া প্রভূত ভোজ্য উৎসবের ধূমে,
অসঙ্খ্য পিশাচ প্রেত নাচে রণভূমে।
আঁতের মেখলা দিয়া কাঁচা চর্ম্ম পরি,
হাড় বাজাইয়া গায় আহা হরি হরি॥
কেহ বা কপাল পাত্রে রক্ত-মধু পানে।
মাতিয়া চিবায় অস্থি অবদংশ জ্ঞানে।
লালসাতে কোন প্রেত মস্তিষ্ক চূষিয়া,
লালাক্লিন্ন সৃক্ক চাটে লোল জিহ্বা দিয়া॥

১। শব, মৃতের শরীর।

২। শিবা, শৃগাল।

৫। প্রভূত, প্রচুর, যথেষ্ট।

৭। মেখলা, কোমরের গোট।

১০। অবদংশ, মদের চাট।

১১। লালসা, অতিশয় বলবতী ইচ্ছা। মস্তিষ্ক, মাথার চরবী।

১২। লালাক্লিন্ন সৃক্ক, নালে মাখা মুখের দুপাশ। লোল, চঞ্চল।

কেহ বা উঠিয়া বসে দাঁড়ায় দৌড়িয়া,
খল খল হাসি কাঁদে কি জানি বুঝিয়া।
নিবারিয়া মাংস রক্তে ক্ষুৎ পিপাসায়,
দৈত্য মুণ্ডে কোন ভূত কন্দুক খেলায়॥
হেন ঘোর রণাঙ্গনে দৈত্যভীরু যত,
প্রবেশিল শোক তাপে অভীরুর মত।
পতি পুত্র ভাইদের দুর্দ্দশা দেখিয়া,
বাড়িল মন্যুর বেগ অসহ্য হইয়া॥
বানের উপরে বান আইসে যখন
নদীতে কি ধরে সেই সলিল প্লাবন।
কালকা পুলোমা দুই বুড়ী বিশেষত,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে যেন খড়্গাহত॥
কার পানে কেবা চায় সবে ছন্ন-মতি,
দিগ্ধ শরে বিদ্ধ আহা হরিণী যেমতি।

৩। ক্ষুৎ, ক্ষুধা, খিদে।
৬। অভীরু, নির্ভয়, ভয়শূন্য।
৮। মন্যু, শোক।
১৩। ছন্নমতি, জ্ঞানহীন, বুদ্ধি শুদ্ধি হারা।
১৪। দিগ্ধশরে বিদ্ধ, বিষাক্ত তীর দ্বারা বেঁধা।

কত ক্ষণে দুই বৃদ্ধা চেতন পাইয়া,
হৃদয় কপাল হানে করতল দিয়া ॥
চুল ছিঁড়ে মাথা কুঁড়ে উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসে,
আয়ুধ কুড়ায় কভু আত্মহত্যা আশে।
ধরারো হৃদয় আর্দ্র করি আঁখি-নীরে,
দুই জনে কাঁদে দৈব নিন্দিয়া অধীরে ॥
তনয়ের মৃতদেহ কোলেতে লইয়া,
বিলপে দনুজ-মাতা বদন চুম্বিয়া।
হায় রে বাছারা তোরা গেলি কোথাকারে,
কোন্ অপরাধে মায়ে ফেলিলি আঁধারে ॥
শৈল যদি পড়ে মাথে সহ্য হয় তাহা,
নিরখি তোদের মুখ বুক ফাটে আহা।
কি জন্যে ধূলাতে বাপা গড়াগড়ি যাও,
মার কোল পাতা এই ইহাতে ঘুমাও ॥
মায়ের উপরে হায় এত ক্রোধ কেন,
উঠ বাছা বুকে মোর বাজে শেল হেন।

৬। দৈব, নিয়তি, ভাগ্য, অদৃষ্ট। অধীরে, অধৈর্য্য হইয়া।

৮। বিলপে, বিলাপ করে।

১১। শৈল, পর্ব্বত।

পদ্ম আঁখি মেলি ডাক একবার মায়,
জুড়াউক পোড়া হিয়া বচন সুধায়॥
হায় হায় হরি হরি অরে ক্রূর বিধি,
কি দোষে হরিলি মোর অঞ্চলের নিধি।
করিনু কঠোর তপ ব্রহ্মা দিলা বর,
সুরাসুরে তব পুত্র না করিবে ডর॥
ইন্দ্রে না গণিত তেঁই আমার তনয়,
হায় এবে নরহস্তে তাহাদের ক্ষয়।
সাগর সাঁতার দিয়া উত্তরিল যেই,
গোষ্পদের জলে ডুবি মরে কভু সেই॥
শলভের পক্ষ-বাতে আগুন নিবিল,
আগুনেতে শুকাইল সিন্ধুর সলিল।
ভাবিয়াছিলাম যাহা হৈল বিপরীত,
হায় রে নিঠুর দৈব এই কি উচিত॥
ঘামিলে যাদের মুখ সহিত না মোর,
দেখালি তাদের আজি হেন দশা ঘোর।
শুয়িত বাছারা মোর ফুলের শয্যায়,
শরে শরে বিদ্ধ তারা সজারুর ন্যায়॥
হাঁরে রে কঠিন প্রাণ যারে বাহিরিয়া,
থাকিতে না পারি আর এদশা দেখিয়া।

ওহে প্রেত ওহে গৃধ্র কুক্কুর শৃগাল,
অভাগীরে খাও যদি ফুরায় জঞ্জাল ॥
কি হেতু যাতনা ভুঞ্জ রে পোড়া জীবন,
মরণে জীবন তোর জীবনে মরণ।
মরা যম ভয় কিরে আমারে ছুইতে,
আর সে বাছারা নাই যাদিগে ডরিতে ॥
বাম বিধি মোরে কেন জন্ম দিয়াছিলি,
অবলা বধিয়া এবে কি পুণ্য পাইলি।
এইরূপে কতমত বিলাপ করিয়া,
দনুজজননীদ্বয় কাঁদে ফুকরিয়া ॥
পিতৃবন মাঝে শোক দাবানলে পুড়ি,
পরস্পরে গলা ধরি কাঁদে দুই বুড়ী।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ধায় শবপানে,
অন্যের কি কথা হায় গলায় পাষাণে ॥

অন্যদিকে বধূগণ, সরম ভরম ধন,
তেয়াগিয়া কাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া,

৭। বাম, প্রতিকূল।
১১। পিতৃবন, শ্মশান তাহাই বন স্বরূপ।

বুকে করাঘাত হানে, হার টুটে খানখানে,
মুকুতা পতন ছলে কাঁদে যেন হিয়া।
খসিল কবরীভার, ফুল মালা পড়ে তার,
উপভোগ সুখে যেন হইয়া হতাশ,
কাঁপাইয়া তুঙ্গ স্তন, শ্বাস বহে উষ্ম ঘন,
দুখ দহনের যেন শিখার বিলাস॥
কপাল নিন্দিয়া মুহু, কঙ্কণে হানয়ে উহু,
রুধিরের ধারা বহি ধরণি ভিজায়,
দিবা-শশাঙ্কের ন্যায়, বদন হতশ্রি হায়,
দুই আঁখি আলোহিত কোকনদ প্রায়।
তাহে অশ্রু দড়দড়ে, কাজল ধুইয়া পড়ে,
বুকের উপরে ধারা শোভিল মলিন,
শোকের করাত দিয়া, বুঝি বিদারিতে হিয়া,
বিধি সূত্রধার কৈলা সুতা ধরি চিন॥
মৃগী যেন মৃগহারা, বিলাপ করয়ে তারা,
পতিমুখে মুখ দিয়া আলিঙ্গিয়া অঙ্গ,

৩। কবরী, বান্ধা চুল, খোপা।
৫। তুঙ্গ, উন্নত বা বড়।
১০। কোকনদ, রক্তোৎপল।
১১। অশ্রু, চক্ষুর জল।
১৪। বিধি সূত্রধার, দৈব স্বরূপ ছুতার।

প্রাণবঁধু আজি কেন, আচরণ কর হেন,
একা যাও পরিহরি দয়িতার সঙ্গ।
আমায় কহিতে প্রাণ, পরাণে ইতর জ্ঞান,
মান পুন ততোঽধিক বাড়াইয়া ছিলে,
বাজ হানি মোর মাথে, পরাণে লইয়া সাথে,
এখন সে সব কথা ভুলিয়া চলিলে॥
মান যদি করিতাম, চরণে সাধাইতাম,
প্রতিফল দিতে বুঝি চাহ সে কারণে,
চরণে ধরিনু এই, দেখ হে প্রণাম দেই,
উঠ মেনে ভাল মন্দ না করিও মনে।
যাইবে যদি নিতান্ত, তিলেক দাঁড়াও কান্ত,
দাসীও যাইবে সঙ্গে হানি কি তাহাতে,
কি জানি পথের কথা, শ্রমেতে ঘটিলে ব্যথা,
শুশ্রূষিব চরণ-পল্লব নিজ হাতে॥
চন্দ্রিকারে ধরি করে, চন্দ্র যায় লোকান্তরে,
প্রভা সহকারে চলে অস্তে প্রভাপতি,

১৫। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না তাহাই স্ত্রী স্বরূপ। করে, কিরণ স্বরূপ হস্ত দ্বারা। লোকান্তরে, অন্য জগতে অথচ পরলোকে।

১৬। প্রভাপতি, সূর্য্য।

পিরীতির এই প্রথা, পতি যান যথা যথা,
সহধর্ম্মিণীকে তথা করেন সংহতি।
কি কহিব বিধি বাম, না পূরিল মনস্কাম,
বিধবা হইব হেন ভাবি নাই কভু,
মনে ছিল পতি সঙ্গে, কাল কাটাইব রঙ্গে,
বাসব-বিজয়ী মহাবীর মোর প্রভু॥
ভাণ্ডার করিয়া হিয়া, প্রেমের কুলুপ দিয়া,
রাখিয়াছিলাম সেই ধন সমাদরে,
বিধি তোর কি চাতুরি, আগে তাহা কৈলি চুরি,
পশ্চাৎ শোকের সিঁধ দিলি সেই ঘরে।
এই সেই মুখ-চাঁদ, অনঙ্গ ব্যাধের ফাঁদ,
ধরিবারে কামিনীর হৃদয় হরিণ,
হায় এই সেই ভুরু, মদন ধনুর গুরু,
সেই আঁখি বামা যার ভঙ্গীতে দক্ষিণ॥

২। সহধর্ম্মিণী, সমান ধর্ম্মশালিনী অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী।

১৩। গুরু, আচার্য্য বা অধ্যাপক অর্থাৎ কন্দর্পের ধনুককেও বক্রতা ও কামিনীবশ করা ইত্যাদি গুণ শিক্ষা দিয়াছে।

১৪। বামা, স্ত্রীলোক অথচ প্রতিকূলাচরণকারিণী। দক্ষিণ, অনুকূলাচরণ কারিণী বা সরল (অর্থাৎ হয়।)

এ সব হেরিলে আগে, ফুলিতাম অনুরাগে,
এখন নিরখি হায় বাহিরায় প্রাণ,
সে লাবণ্য নাই আর, সকলি বিকৃতাকার,
জনমের মত অস্তে গেলা ভানুমান্।
আর কি সে হাস্যমুখ, দেখি নিবারিব দুখ,
আর কি সে চাটু মধু পিব কান ভরি,
হেন গতি বঁধুয়ার, সহিতে না পারি আর,
ধরণি বিদার দেহ মোরে দয়া করি॥
হায় হায় বঁধু মোর, কোথা গেলে মন চোর,
শরীরের অধিদেব পরাণের প্রাণ,
দয়িতা বলিতে যারে, এত কি নিদয় তারে,
একবার কথা কও রাখ সেই মান।
যুদ্ধে পশিবার কালে, আমায় বলিলে ভালে,
ক্ষম প্রিয়ে শত্রু বধি আসিব এখনি,
সে কথা থাকিল কই, বিপক্ষ রয়েছে ওই,
উঠ তারে যুঝি বধ কর বীরমণি॥

৩। বিকৃতাকার, আকৃতিতে অন্য প্রকার।
১১। দয়িতা, প্রিয়া অথচ দয়ার পাত্র অর্থাৎ যাহাকে দয়া করা যায়।

যাতে ছিল বৈরি-জ্ঞান, রাখিলে তাহার মান,
শোকশল্যে দয়িতার পরাণ বধিলে,
জলাঞ্জলি দিয়া লাজে, হেন বিপরীত কাজে,
কোন্ বীর মজে প্রভু। দেখাও নিখিলে।
হায় প্রাণনাথ তব, আজি নব পরাভব,
নূতন বিরহজ্বালা উপজিল মোর,
তথাপি অক্ষুণ্ন হিয়া, এখনো আছি বাঁচিয়া,
বুঝিলাম স্ত্রীলোকের অন্তর কঠোর॥
মোদের কপাল মন্দ, সকলি বিধির ফন্দ,
রবি চন্দ্র আছে তবু আঁধার জগত,
ওমা আমি কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
হায়রে বিধাতা তুই পাষাণের মত।
এইরূপে কত মত, বিলপে অসুরী যত,
ফুলিল অরুণ আঁখি রোদনে রোদনে,

২। শোক শল্যে, শোক স্বরূপ শল্য অর্থাৎ শল্য নামক অস্ত্র দ্বারা।

৭। অক্ষুণ্ন, যাহা চূর্ণ না হইয়াছে।

১৪। অরুণ, রক্তবর্ণ।

অশ্রুতে যায় ভাসিয়া, তথাপি শুকায় হিয়া,
খিন্ন ওষ্ঠাধর কাঁপে নিশ্বাস-পবনে ॥

শুনি করুণ বিলাপ, শুনি করুণ বিলাপ,
জনমিল অর্জ্জুনের মনে অনুতাপ।
প্রিয় বিনাশে রুষিয়া, প্রিয় বিনাশে রুষিয়া,
বিঁধিল দৈতেয়ী বুঝি দিগ্ধ শর দিয়া ॥
দানবের শরব্রণ, দানবের শরব্রণ,
সহিল যে হৃদে তথা না সহে রোদন,
হিয়া আর্দ্র অসুরীর, হিয়া আর্দ্র অসুরীর,
নেত্রজলে, কিন্তু দয়ারসে কিরীটীর ॥
পার্থ কহে মাতলিরে, পার্থ কহে মাতলিরে,
সলিলে তুন্দিল যেন মেঘ ধীরে ধীরে।
সূত ক্রন্দন শুনহে, সূত ক্রন্দন শুনহে,
তুষানল সম মোর অন্তর্দ্দেহ দহে ॥

২। খিন্ন, খেদ বা আয়াস যুক্ত।
৩। করুণ, করুণরস-ব্যঞ্জক।
৬। দৈতেয়ী, অসুরের স্ত্রী।
১২। সলিলে তুন্দিল, যাহার উদর জলে পরিপূর্ণ।
১৪। অন্তর্দ্দেহ, অন্তঃকরণ।

হেন বিলাপ-অক্ষরে, হেন বিলাপ-অক্ষরে,
মনে হয় পাষাণেরো হৃদয়-বিদরে।
তিতি নারী-নেত্রজলে, তিতি নারী-নেত্রজলে,
মাটি বটে তথাপি স্থলীও দেখ গলে॥
প্রতিধ্বনিতে শুনহ, প্রতিধ্বনিতে শুনহ,
দিক্-মণ্ডলীও যেন কাঁদে বধূসহ।
সত্য করিনু কুকাজ, সত্য করিনু কুকাজ,
কি করিব আজ্ঞা দিলা পিতা দেবরাজ॥
ক্ষাত্র ধর্ম্মই নিঠুর, ক্ষাত্র ধর্ম্মই নিঠুর,
হেন পাপ করি ক্ষত্র নিজে মানে শূর।
ক্রূর রণ ব্যবসায়, ক্রূর রণ ব্যবসায়,
দয়াহীন কাজে কভু ধর্ম্ম বলাযায়॥
পুণ্য হউক কি পাপ, পুণ্য হউক কি পাপ,
ভূত যেই কর্ম্ম তার বৃথা অনুতাপ।
চল অমরাবতীতে, চল অমরাবতীতে,
তিলেক না পারি আর এখানে থাকিতে॥

৯। ক্ষাত্র, ক্ষাত্রিয় সম্বন্ধীয়।

১০। ক্ষত্র, ক্ষত্রিয়জাতি।

হেন করি অনুতাপ, হেন করি অনুতাপ,
বৈরাগ্য-উদয়ে দয়া-বীর ফেলে চাপ।
যদি নিরখে শ্মশান, যদি নিরখে শ্মশান,
বিবেকী না হয় হায় কোন বুদ্ধিমান্ ॥

বিজয়ের হিয়া, তাপিত জানিয়া,
মাতলি সান্ত্বিয়া কহিলা।
সুস্থ কর চিত, কেন হে দুঃখিত,
বীরের উচিত করিলা ॥
জানিয়াও মর্ম্ম, কেন নিন্দ ধর্ম্ম,
হেন কোন কর্ম্ম, ভুবনে।
জয় পরাজয়, উভয়থা হয়,
যশের উদয় যে রণে ॥
রণে যেই জন, ত্যজয়ে জীবন,
অমর ভবন, পায় সে।
জিনে যেবা রণ, যশস্বী সে জন,
পরে ইন্দ্রাসন পরশে ॥

১১। উভয়থা, উভয় প্রকারেই।

এই যে সংসার, ঘোর পারাবার,
যশ মাত্র সার, ইহাতে।
দিয়া নিজ কায়, যদি যশ পায়,
ধন্য বলি তায়, ধরাতে॥
জনম মরণ, সবারি লিখন,
তাহা কোন জন এড়াবে।
কর্ম্মফলে জীব, নরক অশিব,
কিম্বা পায় দিব, এভাবে॥
দৈবে জনমায়, দৈবে মারে তায়,
দৈব-পৃষ্ঠে ধায়, সকলে।
অন্য কেবা জীবে, ভবেতে আনিবে,
অথবা মারিবে, স্ববলে॥
দৈব রাখে যারে, কে মারিবে তারে,
দৈব যারে মারে সে মরে।
নিমিত্ত অপর, এই স্থিরতর,
তাহে গর্ব্বভর কে করে॥

৭। অশিব, অমঙ্গলকারক বা মঙ্গল হীন।

৮। দিব, স্বর্গ।

নিজ কর্ম্ম ফলে, দিতিজ সকলে,
গেল অন্য স্থলে চলিয়া।
কেন অনুতাপ, ইহাতে কি পাপ,
কে করে বিলাপ জানিয়া॥
কেবা প্রিয় কার, কেবা প্রিয়া তার,
সকলি মায়ার ভেলকি।
কাহার লাগিয়া, কাঁদে দৈত্যপ্রিয়া,
আত্মাকে পীড়িয়া ফল কি॥
মরিল স্বতত, হিংসিয়া দৈবত,
নিজ দোষে যত দানব।
কি কথা কাঁদার, মরিলেও তার,
নাই সাক্ষাৎকার সম্ভব॥
নিয়তি বিশেষে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে,
যায় অবশেষে, পরাণী।
ইহা যেই জানে, সেকি শোক মানে,
ডুবে শোক-বানে অজ্ঞানী॥

১৩। নিয়তি, ভাগ্য, অদৃষ্ট।

গুণের শেবধি, ধৃতির জলধি,
তুমি বিমলধী বিচারে।
সে অতি বৈধেয়, উপদেশ দেয়,
যে জন কৌন্তেয় তোমারে॥
বল! চক্ষুষ্মানে, অন্ধ কোন্ খানে,
দেখায় প্রয়াণে সরণি।
তোমার কথাই, তোমারে স্মরাই,
আমি কহি নাই আপনি॥
স্বভাবে স্থাপন, কর ব্যগ্র মন,
স্বরগে গমন করিতে।
নারে অনুতাপী, অথবা যে পাপী,
ত্রিদিবে কদাপি যাইতে॥

১। শেবধি, নিধি।

২। বিমলধী, যে ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ম্মল।

৩। অতিবৈধেয়, অতিশয় মূর্খ।

৫। চক্ষুষ্মান্, যাহার উত্তম চক্ষু আছে।

৬। সরণি, পথ।

১২। ত্রিদিব, স্বর্গ।

এইরূপে ধনঞ্জয়ে সুস্থ করি মাতলি,
বাজি-পৃষ্ঠে কশা হানে দেবলোকে যাইতে।
জয়-আনন্দেই বুঝি তুরঙ্গম-আবলি,
উড়িল গরুড়সম অতি লঘু গতিতে॥
মাতলি সহায় পার্থ প্রতাপীর অগ্রণী,
স্বরগে চলিলা যদি বিনাশিয়া দানবে।
হতস্বামি হতশ্রি হিরণ্যপুর অমনি,
অদৃশ্য হইয়া গেল অলৌকিক বৈভবে॥

ইতি শ্রীমহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচবধে মহা-
কাব্যে দৈত্যস্ত্রী-বিলাপো নাম
দ্বাদশতমঃ সর্গঃ।

২। বাজি-পৃষ্ঠে, ঘোড়ার পিঠে।

৩। আবলি, শ্রেণী।

৪। লঘু, শীঘ্র।

৭। হতস্বামি, যাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু হত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সর্গঃ।

—০০০—

এদিকে বিজয়, মন্দাকিনী-পয়ঃ-
শীত বাত সেবি পথে,
মাতলি সহিতে, অমরাবতীতে,
উত্তরিলা দিব্য রথে।
পশিয়া পুরীতে, পার্থ চারি ভিতে,[১]
হেরিলা শোভা মাধুরী,
জয়মহোৎসবে, অতুল বিভবে,
উথলিছে যেন পুরী॥
ভেরী ধীর বাজে, সিন্ধু যেন গাজে,[২]
শঙ্খ বাজে তার সহ,
মাদল কাহলে, মহা কোলাহলে,[২]
সঘনে বাজে পটহ।

১। মন্দাকিনী-পয়ঃ-শীত বাত, স্বর্গ-গঙ্গার জল-সম্পর্কে শীতল যে পবন।

১২। পটহ, ঢক্কা, ঢাক।

চৌপথে ফিরিয়া, ডিণ্ডিম পিটিয়া,
কেহ কেহ জয় ঘোষে,
মন্দার মালায়, তোরণ সাজায়,
কেহ কেহ পরিতোষে ॥
সরস চন্দন, সিঞ্চে কত জন,
রথ্যাপথ পরিসরে,
ধূলি নাই ভূমে, তবু ধূপ ধূমে,
ধূলার বিলাস ধরে।
গুগ্‌গুলুর স্তূপে, কালাগুরু ধূপে,
শোভা পায় ধূমশ্রেণী,
বৈরিগৃহে চির-বন্দী জয়শ্রীর,
সদ্যো-মুক্ত যেন বেণী ॥

১। ডিণ্ডিম, ঢোল।

৩। তোরণ, দ্বারের বাহ্যপ্রদেশ, বারাণ্ডা।

৬। রথ্যাপথ পরিসরে, বড় রাস্তার আয়তনে।

৯। গুগ্‌গুলু, গুগ্‌গুল। কালাগুরু, কৃষ্ণাগুরু।

১১। চিরবন্দী, অনেক দিন অবধি বন্দিয়ান বা কয়েদী।

১২। সদ্যোমুক্ত, তখনি যাহা খোলা হইয়াছে।

অট্টালক শিরে, কাঁপিয়া সমীরে,
বিমল পতাকা ভায়,
বুঝি সশরীর, যশ কিরীটীর,
স্বর্গেরো উপরে ধায়।
সবে ঘরে ঘরে, উৎসব আচরে,
আনন্দ অপরিমাণ,
সুধা ফেলাইয়া, পিয়ে কান দিয়া,
বিজয়ের যশোগান ॥
অপ্সরা নাচিছে, কিন্নরী গাইছে,
সুমধুর মৃদুস্বরে,
তার সঙ্গে সঙ্গে, মৃদঙ্গ সারঙ্গে,
বিদ্যাধর বাদ্য করে।
দেখিবারে মহ, পরিবার সহ,
তেত্রিশ কোটি দেবতা,
যেখানে যে ছিল, আসিয়া মিলিল,
শুনিয়া সেই বারতা ॥

৩। সশরীর, মূর্ত্তিমান।

১৩। মহ, উৎসব।

বৈমানিক সুরে, স্থান নাই পুরে,
রাজপথ হল থুল,
আপনাকে পার্থ, মানিল কৃতার্থ,
আমোদ হেরি অতুল।
সুধাধারা যথা, নিজগুণ কথা,
দেবমুখে শুনি স্নেহে,
পুরবীথি অতি,-ক্রমি মহামতি,
গেল বৈজয়ন্ত গেহে॥

অতি ধীর গিয়া দরজা সমুখে,
রথ রাখিল মাতলি সূত সুখে।
ধরি সারথি-হাত রথে হইতে,
অবরোহিল পাণ্ডুসুত ক্ষিতিতে॥
বিজয়ে অবলোকি দুয়ারিগণ,
স্বরগপ্রভুকে কহিলা তখন।

১। বৈমানিক, ব্যোমযানে অধিরূঢ়।

৭। পুরবীথি, নগরের রাস্তা, অতিক্রমি, অতিক্রমণ করিয়া।

১২। অবরোহিল, নামিল।

১৩। দুয়ারিগণ, দ্বাররক্ষক সকল।

১৪। স্বরগ-প্রভু, ইন্দ্র।

তনয়ের শুভাগমন শ্রবণে,
সুররাজ নিদেশিল ভৃত্যগণে ॥
যত চারণ সিদ্ধ সুরর্ষিচয়ে,
তনুজে মম আনুক অগ্র হয়ে।
অপরূপ বিভূষণ বেশ পরি,
গণিকাগণ যাউক শীঘ্র করি ॥
সুত মোর জয়ন্ত নিজেই গিয়া,
দ্রুত আনুক পাণ্ডুসুতে লইয়া।
অমরাবতীতে যত যোধ বসে,
সব যাউক মোর নিদেশ বশে ॥
মঘবার নিদেশ শিরে ধরিয়া,
হরিষে সকলে চলিল ত্বরিয়া।
গন্ধর্ব্ব সুরর্ষি, পৃথাতনয়ে,
পরিপূজিল অর্ঘ দিয়া বিনয়ে ॥

২। নিদেশিল, আজ্ঞা করিল।

৬। গণিকা, বেশ্যা।

১০। নিদেশ, আজ্ঞা।

১২। ত্বরিয়া, ত্বরা করিয়া, শীঘ্র।

১৩। পৃথা-তনয়, অর্জ্জুন।

সমুখে মুরজের নিনাদ হয়,
স্তুতিগান করে সুরবন্দিচয়।
জয় ঘোষি কিরীটির অগ্রগত,
জনতা অপসারই যোধ যত॥
যত নাগরিকা গণিকা যুবতী,
ফুলবৃষ্টি ছলে বিজয়ের প্রতি।
দরশায় সবে ভুজমূল তুলি,
ক্ষণমাত্র যথা স্ফুরয়ে বিজুলী॥
মৃদু হাসি কটাক্ষ বিলাস ছলে,
ঝষ দৃষ্টি করায় সবে কুশলে।
ঘট দর্শন মঙ্গল কেহ দিয়া,
বিনি কারণ টানই কাঁচলিয়া॥

১। মুরজ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ।

২। সুরবন্দিচয়, দেবতাদিগের স্তুতিপাঠক সকল।

৪। জনতা, জনসমূহ। অপসারই, তফাত করে।

৫। নাগরিকা, সহরিয়া, সহুরে।

১০। ঝষ, মৎস্য। অর্থাৎ কটাক্ষপাত গুলিই পুটী মাছ, কুশল অর্থাৎ মঙ্গল সময়ে মাছ দেখান উচিত।

বসনাঞ্চল কার উড়ে পবনে,
বড় শোভিল উরু অনাবরণে।
কুরুবীর মজে হরিষে কদলী,—
তরু-কাণ্ড বিলোকন হৈল বলি ॥
বহু হেন সমাদর মানযুতে,
সুরবৃন্দ পশাইল পাণ্ডুসুতে।
পশি দেবসভায় পিতার পদে,
নমিলা কুরুবংশ মণি প্রমদে ॥
সহসা উঠিয়া যুগতুল্য ভুজে,
পরিরম্ভিল ইন্দ্র পৃথাতনুজে।
করি চুম্বন তার শিরে প্রণয়ে,
নিরখে মঘবা স্মিত নেত্রচয়ে ॥

২। অনাবরণে, আচ্ছাদন অর্থাৎ বস্ত্র রহিত হইয়া।

৪। কাণ্ড, স্তম্ব, থোপ।

৯। যুগতুল্য, জোয়ালের সদৃশ।

১০। পরিরম্ভিল, আলিঙ্গন করিল। পৃথাতনুজ, অর্জুন।

১২। স্মিত, সহাস্য।

বহু আদর পূর্ব্বক হাত ধরি,
তনয়ে নিজ পাশ বসায় হরি।
গুণরাশি প্রশংসি সভা ভিতরে,
কহিলা অমরেশ্বর তার পরে॥

জানি বাপু রণে বড় পাইয়াছ ক্লেশ,
মনে না করিও মোর নিদয় নিদেশ।
কাজে নিযোজিনু দেখি যোগ্যতা তোমার,
অযোগ্যে মাদৃশ জন নাহি দেয় ভার॥
কিনিলে অর্জ্জুন তুমি এই অবদানে,
অক্ষম ইহার আমি নিষ্ক্রয় বিধানে।
কালকঞ্জ পৌলোমের বিক্রম দুর্ব্বচ,
ততোধিক বীর ছিল নিবাতকবচ॥
ইহাদের তেজোবল না জান বিশেষ,
পুরাতন কথা বলি শুন গুড়াকেশ।

২। হরি, ইন্দ্র।
৪। অমরেশ্বর, ইন্দ্র।
৯। অবদান, বিখ্যাত বা উন্নত কার্য্য।
১০। নিষ্ক্রয়, প্রতিশোধ।
১১। দুর্ব্বচ, যাহা কথঞ্চিৎ বলিতে পারা যায়।

শুনিয়া থাকিবে ছিল রাবণ রাক্ষস,
ভৃত্যভাবে মোরা যার প্রতাপেতে বশ ॥
যমদণ্ড জিনি যার ভুজদণ্ড ঘোর,
মৃত্যুর হৃদয় জিনি হৃদয় কঠোর।
কুবেরের মানসহ পুষ্পক-বিমান,
জিনিয়া লইল কাড়ি যেই বলবান্ ॥
কন্দুক খেলিতে বুঝি করি অভিলাষ,
উপাড়িয়াছিল যেই পর্ব্বত-কৈলাস।
দিক্ জয় করে যবে সেই দশানন,
নিবাতকবচ সনে দিয়াছিল রণ ॥
যুঝিল তুমুলতর সম্বৎসর এক,
হারিল পশ্চাৎ যথা সর্পস্থানে ভেক।
ত্রৈলোক্য জয়ের স্তম্ভ বাহু বিশখানে,
ধিক্ ধিক্ নিন্দিল নূতন অপমানে ॥
ব্রহ্মার আদেশে শেষে সন্ধি আচরিয়া,
পাতাল হইতে গেল জিয়ন্তে মরিয়া।
তোমার প্রতাপে হত সেই দৈত্যগণ,
তুলরাশি দগ্ধ হয় অনলে যেমন ॥

৫। পুষ্পক বিমান, পুষ্পক নামে আকাশগামী রথ।

এইরূপে ইন্দ্র যত প্রশংসিয়া কয়,
ঈষদ্ লজ্জাতে পার্থ অধোমুখ হয়।
জয়ন্তের লোল দৃষ্টি অনাদর করি,
প্রসাদ মন্দারমালা পার্থে দিলা হরি॥
দৈত্যশর-ক্ষত দেহে বুলাইয়া কর,
কুন্তীর নন্দনে পুনঃ কহে পুরন্দর।
নিজবাসে যাও বাপু চিত্রসেন সহ,
যুদ্ধসাজ তেয়াগিয়া বিশ্রাম লভহ॥
এই বচন শুনি, পুনরপি ফাল্গুনি,
প্রণমি পিতা-মঘবার পদান্তে,
বিশ্বাবসু-সুত-সহিত হরিযযুত,
পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশান্তে।
সমর সাজ সব, পরিহরি পাণ্ডব,
সৌধতলে বসি কোমল তল্পে,
শ্রান্তি করিল হত, হইয়া অভিরত,
বন্ধুসনে রণ-বিষয়ক জল্পে॥

১১। বিশ্বাবসু-সুত, চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব।
১২। নিশান্ত, গৃহ।
১৪। তল্পে, বিছানাতে।
১৬। জল্প, গল্প।

কিছু দিন নাকে, অর্জ্জুন থাকে,
হেন মতে বহু-আদর মানে।
পঞ্চ দিবস মত, পাঁচ বছর গত
হইল কিরীটির মানুষ-মানে।
পার্থ অনন্তর, আকুল-অন্তর,
এক দিন স্মরিয়া পরিবারে,
নাই সুখে রতি, চিন্তা জড়মতি,
ভাই পিয়ার বিয়োগ বিকারে॥

সখারে অসুস্থ দেখি পুছে চিত্রসেন,
আজি ভাই মলিন মলিন কেন হেন।
প্রসাদগুণের আশী তোমার মানস,
ঝটিতি দুখের শ্বাসে কেন মলীমস॥
হাসিতে খেলিতে পূর্ব্বে মোদের সহিত,
সম্প্রতি কি হেতু মন চিন্তায় স্তিমিত।

১। নাকে, স্বর্গে।

৪। মানুষ-মানে, মর্ত্ত্যলোকের বৎসর সংখ্যাতে।

১২। মলীমস, মলিন, ময়লা।

১৪। স্তিমিত, নিশ্চল, স্থির।

দিবানিশি কিবা ভাব বিরলে বসিয়া,
উত্তর না পাই পুনঃ পুনঃ ডাক দিয়া ॥
দুর্ব্বল দুর্ব্বল অঙ্গ মৃদু মদু বাণী।
কৃশ কৃশ দেহ পাণ্ডু পাণ্ডু মুখখানি।
শয়ন ভোজন ভোগে অভিরুচি নাই,
কি জন্যে অবস্থা হেন মোরে বল ভাই ॥
তুমি আমি এক-আত্মা দেহমাত্র ভিন্ন,
অনুরোধ করি বল কিসে হলে খিন্ন।
প্রিয়জন যদি দুঃখ ভাগ করি লয়,
যাতনার বেগ তবে অল্পাজ্ঞান হয় ॥
সখার আগ্রহে, পৃথাসুত কহে,
প্রিয়সখ! শুন বলি,
তুমি কি জাননা, মোর যে যাতনা,
দিবা রাতি যাতে জ্বলি।
ছিনু এত দিন, কাজের অধীন,
বুঝি নাই দুখ সুখ,

৩। অঙ্গ, শরীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্তপদাদি।
৪। দেহ, সমস্ত শরীর।

অবসর মত, মিলিয়া সাম্প্রত,
মনে পড়ে যত দুখ॥
স্বরগে আসিয়া-অবধি বীতিয়া,
গেল পাঁচ সংবৎসর,
না জানি কেমন, আছে বন্ধু জন,
এই চিন্তি নিরন্তর।
ধর্ম্মধনে বীর, রাজা যুধিষ্ঠির,
আছেন কেমনে বনে,
সহিবে দুঃসহ, মলয় বিরহ,
চন্দন তরু কেমনে॥
একে ত দুর্গতি, বনেতে বসতি,
আমার বিয়োগ তায়,
ভাবিয়া ভাবিয়া, বুঝি তাঁর হিয়া,
কীট-নিষ্কুষিত প্রায়।
স্নেহাকুল মতি, আর্য্য মহীপতি,
কত বা স্মরেন দাসে,

১। সাম্প্রত, সম্প্রতি, এক্ষণে।

১৪। কীট-নিষ্কুষিত, পোকায় কাটা।

১৫। আর্য্য, শ্রেষ্ঠ—সংস্কৃত ভাষাতে আর্য্য শব্দটি "দাদা" এই শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভোগে উদাসীন, মন, নিশিদিন,
পুড়ে মোর এ হুতাশে ॥
উছট লাগিয়া, যায় পিছলিয়া,
সমভূমিতেও পদ,
অন্ন জল প্রায়, উঠে তালুকায়,
বিষম ঘটে বিপদ।
এ সব লক্ষণে, অনুমানি, বনে,
পাইয়া বহু যাতনা,
ভাই চারি জন, আমার মিলন,
সতত করে বাসনা ॥
আর্য্য ভীমসেন, কাননে ভ্রমেন,
নানা কষ্ট ভোগ করি,
কৃশ কৃশ গাত্র, ধরে বলমাত্র,
গিরিচর যেন করী।
সুখের ভাজন, যমজ দুজন,
সুখ-আশে দুখ সহে,

১। উদাসীন, অনুরাগ শূন্য, বিরক্ত।

১৪। করী, হস্তী, হাতী।

১৫। যমজ, তুল্যকালে জাত সহোদর যমক।

নিদাঘে যেমন, বর্ষা-আগমন,
অপেক্ষি চাতক রহে ॥
রাজার দুহিতা, রাজার দয়িতা,
তপস্বিনী যাজ্ঞসেনী,
শবরী যেমতি, বনে আছে সতী,
জালে ঘেরা যেন এণী।
পাপ দুঃশাসন-অপমানে মন,
সদা তার যায় পোড়া,
তাহে আরবার, বিরহ আমার,
ফোঁড়ার উপরে ফোঁড়া ॥
শিরীষ-কোমলা, কেমনে অবলা,
সহিবে এমন জ্বালা,

২। অপেক্ষি, অপেক্ষা করিয়া।

৪। তপস্বিনী, অনুকম্পনীয়া, দয়ার পাত্র, কৃপণা। যাজ্ঞসেনী, দ্রৌপদী।

৫। শবরী, বন্য জাতি বিশেষকে শবর কহে সেই জাতির স্ত্রী।

৬। এণী, মৃগী, হরিণী।

১১। শিরীষ-কোমলা, শিরীষ ফুলের ন্যায় মৃদু—অর্থাৎ নরম।

ক্ষীণতার ছলে, তাপে বুঝি গলে,
সোণার পুতলী বালা।
হেন বুঝি প্রিয়া, একান্তে বসিয়া,
দিনমাত্র গণে দুখে,
আশালতা ধরি, আছে কৃশোদরী,
বিপদ স্রোতের মুখে ॥
ভর্ত্তার বদন, করি নিরীক্ষণ,
প্রতীক্ষয়ে আধি-শেষ,
তরু আশ্রয়ণে, লতা যেন বনে,
ঝড়ে সহ্য করে ক্লেশ।
আমায় যখন, করিয়া স্মরণ,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে প্রিয়া,
না জানি তখন, তারে কোন জন,
সান্ত্বনা করে যাইয়া ॥
নিশার নলিন-সদৃশ মলিন,
স্মরি যবে মুখ তার,

১। তাপ, দুঃখ অথচ আগুনের সন্তাপ বা তাত।
৫। কৃশোদরী, যাহার উদর অর্থাৎ মধ্যদেশ, ক্ষীণ বা সরু।
৮। আধি, মনের দুঃখ।

কি বলিব ভাই, স্বাস্থ্য নাহি পাই,
স্বর্গও নরকাকার।
সখে! তোমাসনে, আলাপে এক্ষণে,
কিছু বুঝি দুখ হ্রাস,
বিজনেতে চিত, হয়ে উৎকণ্ঠিত,
ধায় দয়িতার পাশ॥
কোমল শয্যায়, ঘুম নাহি পায়,
এ পাশ ও পাশ করি,
তদ্‌গত চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
জিয়ন্তেই যেন মরি।
স্বরগ গঙ্গায়, অঙ্গ না জুড়ায়,
তাপ বাড়ে অতিশয়,
স্রোতের সঙ্গিতে, মরত ভূমিতে,
যাই হেন মনে হয়॥
শীতল বলিয়া, কমল তুলিয়া,
জুড়াইতে চাই হিয়া,
রবির অধীন, সে ছার নলিন,
তাপ দেয় বাড়াইয়া।

১। স্বাস্থ্য, সুস্থতা, নির্ব্বৃতি।

নন্দনে পশিলে, আনন্দ না মিলে,
বুকে লাগে মোহ-খিল,
ধৈরজ হরিয়া, যায় পলাইয়া,
সৌরভ চোর অনিল॥
ভ্রমরে আকুল, দেবতরু ফুল,
নয়নের যেন শূল,
আঁখি রাঙ্গাইয়া, বুঝি গালি দিয়া,
কূজয়ে কোকিল কুল।
শিখিপুচ্ছ জিনি, দ্রুপদ-নন্দিনী-
প্রিয়া, কেশ শোভা ধরে,
তেঁই ক্রুদ্ধ মতি, শিখী মোর প্রতি,
প্রতিকার বুঝি করে॥
পূর্ব্বে যত সর্পে, খেয়েছিল দর্পে,
শিখিগণ অহর্নিশ,
কেকার ছলনে, আমার শ্রবণে,
ঢালে যেন তারি বিষ।

৮। কূজয়ে, কুহূ শব্দ করে।

৯। শিখিপুচ্ছ, ময়ূরের পুচ্ছ।

১১। শিখী, ময়ূর।

।

নামে বিশ্বাসিয়া, চন্দন ঘসিয়া,
অঙ্গেতে লেপি সরসে,
কে জানে তাহার, বিষময় সার,
ভুজঙ্গের সঙ্গ বশে ॥
নৃত্য বাদ্যগীত, নহে মনোনীত,
আমোদে বিনোদ নাই,
অন্তরে আগুন, বাহিরে কি গুণ,
সলিল ঢালিলে পাই।
সিদ্ধ দেব কাজ, মোরে দেবরাজ,
দিবেন কবে বিদায়,
ক্ষণেক সময়, মোর জ্ঞান হয়,
এক মন্বন্তর প্রায় ॥

বেদনা নিবেদি যদি পার্থ বিরমিলা,
চিত্রসেন পুন তারে প্রণয়ে কহিলা।
প্রিয়সখ এত কেন হয়েছ চিন্তিত,
বিদায় দিবেন ইন্দ্র তোমায় ত্বরিত ॥

১। চন্দন এই নামের অর্থ আহ্লাদজনক, সেই বিশ্বাস করিয়া।
বিনোদ, মনের সন্তোষ বা নিবৃত্তি।

জানেন তোমার ভাব তিনি প্রণিধানে,
কিবা অবিদিত রহে ঈশ্বরের স্থানে।
কুশলে আছেন ভ্রাতৃ দারেরা তোমার,
সহজ ধৈরজ ধর মুঞ্চ চিন্তা ভার॥
গোর মুখে তোমারে ডাকেন সুরপতি,
চল গিয়া পিতৃপদ দেখহ সম্প্রতি।
সুহৃদের এইরূপ সূনৃত ভাষায়,
পার্থের উতলা মন জুড়াইল প্রায়॥
নিদাঘের রবি করে তাপিত ভূতল,
প্রথম বর্ষাতে হয় যেমন শীতল।
আনন্দ-স্রোতেই যেন হইয়া প্রেরিত,
চিত্রসেন সহ পার্থ চলিল ত্বরিত॥
বৈজয়ন্ত ধামেতে পশিয়া পুরন্দরে,
বন্দিয়া চরণধূলি মস্তকেতে ধরে।
সুতে অভিনন্দি ইন্দ্র পাশে বসাইল,
প্রণয়-প্রফুল্ল নেত্রে কহিতে লাগিল॥

১। প্রণিধান, মনোযোগ অর্থাৎ দৈবীশক্তি দ্বার
৪। সহজ, এক সঙ্গে উৎপন্ন।
৭। সূনৃত ভাষা, প্রিয় কথা।

সময় হয়েছে বাছা মধ্য-লোকে যাও,
ভাইদের উৎকণ্ঠিত হৃদয় জুড়াও।
গন্ধমাদনের পাদ মন্দর গিরিতে,
আসিয়াছে চারি ভাই তোমারে দেখিতে॥
আশীর্ব্বাদ করি বাপু সকলে মিলিয়া,
পাঁচ ভাই রাজ্য ভুঞ্জ দুখ কাটাইয়া।
বনবাস অন্তে তুমি কুরুসেনা জিনি,
যুধিষ্ঠির-হস্তে পুন অর্পিবে মেদিনী॥
দনুজ বধিয়া পূর্ব্বে অনুজ কেশব,
মোর হাতে দিল যেন স্বর্গের বৈভব।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা আর,
ষোড়শ অংশেও নহে সমান তোমার॥
লভিবা কৌরব-রণে তোমরাই জয়,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" অন্যথা না হয়।
তোমাদের পক্ষপাতী আমি বিশেষত,
কাজেতে জানিবা মোর স্নেহ যেই মত॥

১। মধ্য লোক, মর্ত্ত্যভুবন।

৩। পাদ, প্রত্যন্ত পর্ব্বত।

৯। অনুজ কেশব—বামন অবতারে দিতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করাতে নারায়ণ, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

এই মাত্র কহি পুত্রে বৃত্র-নিসূদন,
অর্পিলা প্রসাদ রূপে মুকুট ভূষণ।
অভেদ্য কবচ দিলা হিরণ্ময়ী স্রজ,
দেবদত্ত নামে পুন অর্পিলা জলজ॥
বহু আভরণ দিলা রতনে দন্তুর,
মহামূল্য দিব্য বস্ত্র অর্পিলা প্রচুর।
পিতার সকাশে পার্থ লভি পুরস্কার,
অর্জ্জিল মঙ্গল আশীঃ অন্য দেবতার॥
অনন্তর উঠি ধীর আসন হইতে,
জনকে অভিবাদিল ভক্তিনম্র চিতে।
ইন্দ্রের সহস্র নেত্রে স্নেহ-নীর ঝরে,
কল্পতরু ফুলে যথা মকরন্দ ক্ষরে॥
সুতে আলিঙ্গিলা ইন্দ্র বাহু পসারিয়া,
শশীকে আলিঙ্গে রবি যেন রশ্মি দিয়া।

১। বৃত্রনিসূদন, ইন্দ্র।
৩। হিরণ্ময়ী স্রজ, স্বর্ণ নির্ম্মিত হার বা মালা।
৪। জলজ, শঙ্খ।
৫। দন্তুর, দাঁতওয়ালা, দাঁতুলা।
১০। অভিবাদিল, চরণ গ্রহণ করিল।

মস্তক চুম্বিয়া অঙ্গ স্পর্শিয়া তাহার,
কহিলা "নির্বিঘ্ন পথ হউক তোমার" ॥
পরেতে অমর বৃন্দে অর্জ্জুন বন্দিলা,
প্রিয়সখ চিত্রসেনে আলিঙ্গন দিলা।
দুঃখ দুঃখে তাহারে কহিলা চিত্রসেন,
"সুহৃদ বলিয়া ভাই মনে থাকে যেন" ॥
ভ্রাতৃ-মুখ দরশন ঔৎসুক্যের সহ,
মিলিল পার্থের মনে সখার বিরহ।
সুখ দুঃখে ধনঞ্জয় চলিল বাহিরে,
রথের উপরে গিয়া আরোহিল ধীরে ॥

নিপুণ মাতলি রথ চালায়,
ক্রমশ বেগেতে তুরঙ্গ ধায়।
পুরী পার হয়ে গগণে যায়,
পার্থের উতালা-মনেরো আগে ॥
মরতে বিমান অবিলম্বিতে,
অবতরে সুর-লোক হইতে।
মন্দর গিরির তট ভূমিতে,
মৃদু মৃদু ভাবে আসিয়া লাগে ॥

১৫। অবিলম্বিতে, ত্বরাতে, শীঘ্র।

অদূরেতে সেই রথ হেরিয়া,
ভ্রাতৃ আগমন মনে গণিয়া।
চারি পাণ্ডুসুত বেগে ধাইয়া,
দেখিতে আসিল তারে সোহাগে॥
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে ভূমিতে স্থিত,
নিরখি অর্জ্জুন অতি ত্বরিত।
নামিয়া তাহারে যথা বিহিত,
প্রণমিলা পাদপদ্ম-পরাগে॥
আলিঙ্গন দিয়া অনুজ বরে,
শিরে নরপতি চুম্বন করে।
কুশলের কথা পুছিল পরে,
মজিয়া আনন্দরস-তড়াগে॥
ভীমসেনে যবে বাসব-সুত,
বন্দিল অমনি আসিয়া দ্রুত।
দুই মাদ্রীসুত ভকতি যুত,
অভিবাদে তারে পড়ি ভূভাগে॥

৮। পরাগ, পুষ্পের ধূলি বা ধুলি।

১২। তড়াগ, জলাশয় বিশেষ।

১৬। অভিবাদে, চরণ গ্রহণ করে।

ভাইদের সঙ্গে বিজয় বীর,
এইরূপে মিলি হইলা স্থির।
বাষ্ঠিষেন নামে রাজ ঋষির,
আশ্রমে পশিয়া রহিল রাগে ॥
পঞ্চ বীর সিংহ দ্রৌপদী আর,
বনেও ভুঞ্জিয়া সুখ অপার।
গন্ধমাদনেতে করে বিহার,
জিত প্রায় মানি কৌরব নাগে ॥

ইতি শ্রী মহেশচন্দ্র কৃতৌ নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে অর্জ্জুন বিসর্জ্জনং নাম
ত্রয়োদশতমঃ সর্গঃ।

সম্পূর্ণম্।

৪। রাগে, অনুরাগে, প্রীতিতে।

৮। কৌরব নাগ, কৌরবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনই হস্তী স্বরূপ।